উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৬০৬.৪৬ (-৪৫২.৪৪)
নিফটি : ২৫,৫১৭.০৫ (-১২০.৭৫)

তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
হাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন
দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়

কল্যাণ, মহুয়াকে সতর্কবার্তা অভিষেকের
কসবা কাণ্ড নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্কিত মন্তব্য করায় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহুয়া মৈত্রকে সোমবার সতর্ক করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭

ভারতকে বাদ দিয়ে জোট উপমহাদেশে
ভারতীয় উপমহাদেশে ভারতকেই একঘরে করার চেষ্টা করছে চিন। সম্প্রতি চিন-পাকিস্তান-বাংলাদেশের বৈঠকে নয়া জোট গঠনের চেষ্টা চলে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ ৩৪°	সর্বনিম্ন ২৫°	সর্বোচ্চ ৩৩°	সর্বনিম্ন ২৬°	সর্বোচ্চ ৩৪°	সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩৪°	সর্বনিম্ন ২৬°

রেলভাড়া বাড়ছে আজ থেকে
ভারতীয় রেল যাত্রী পরিষেবায় ১ জুলাই থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি, টিকিট বুকিংয়ের নিয়মের পরিবর্তন ইত্যাদি। ৮

শিলিগুড়ি ১৬ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 1 July 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 44

সহপাঠীদের কথা

মনোজিতের কাছে কেউ নিরাপদ নন

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ জুন : গণধর্ষণের শিকার প্রথম বর্ষের ছাত্রী শুধু নয়, ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের কাছে নিরাপদ ছিলেন না কলকাতার ওই আইন কলেজের কোনও ছাত্রীই। বয়সে বড় হোন বা ছোট, সিনিয়ার থেকে জুনিয়ার নির্বিশেষে অনেক তরুণী মনোজিতের হেনস্তার মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এরকম অভিযোগ কম জমা পড়েনি। এতদিন অভিযোগপত্রে শুধুই ধুলো জমত। সুরাহা কিছু হত না। অভিযোগকারিণীরা একসময় পাশ করে বেরিয়ে যেতেন। সব ধামাচাপা পড়ে যেত।

মনোজিতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার উদ্যোগই কলেজ কর্তৃপক্ষের ছিল না বলে মনোজিতের এক সহপাঠী জানালেন। ২০২২ সালে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট সভাপতিও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ (যে অভিযোগপত্রের কপি উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে আছে) জানিয়েছিলেন ওই আইন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দেব, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, এমনকি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তারপরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

মনোজিতের ওই সহপাঠী জানান, 'নতুন কেউ কলেজে আসার পর থেকেই মনোজিৎ র‍্যাগিং করত, তোলাবাজি চালাত। ওর চোখ থেকে সিনিয়ার, জুনিয়ার কেউ ছাড় পেত না। তখন কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিলে আজ এই ঘটনা ঘটত না।' ২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই কলেজে মনোজিতের ওই সহপাঠীর অভিযোগ, ২০১৩ সালে চেতলা ব্রিজের ওপর কেটারিং কর্মীদের আঙুল কেটে দেওয়া, মারধর ইত্যাদির জন্য ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তিন বছর গা ঢাকা দিয়ে থেকে ২০১৬ সালে ফের কলেজে গিয়ে দাপট দেখাতে শুরু করেছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্যের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আবার ভর্তি হন মনোজিৎ। তারপর তাঁর কুকীর্তি বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ।

এরপর দশের পাতায়

পহলগাম হামলার পর ছাম্বা-ভদ্রবা ট্রেকিংয়ের রাস্তা পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল। সোমবার ডোডায়। -পিটিআই

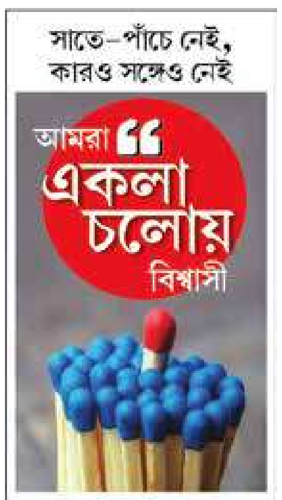

এডিশন স্পেশাল

আইএমএ'র অনুষ্ঠানে বিতর্কিত নেতা
দুইয়ের পাতায়

জিএসটি ফাঁকি দিতে নকল প্রতিষ্ঠান
তিনের পাতায়

বিজেপির কোন্দলে নিশানায় আনন্দময়
চারের পাতায়

অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রী গ্রেপ্তার

সিপিএম নেতাকে জুতোপেটা

চিত্ত মাহাতো ও রিমি শীল

খড়্গপুর ও কলকাতা, ৩০ জুন : প্রবীণ সিপিএম নেতা অনিল দাসকে রাস্তায় ফেলে জুতোপেটার সাক্ষী থাকল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খরিদা এলাকা। ওই ঘটনার ভাইরাল ভিডিওতে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী বেবি কোলে ও তাঁর সহযোগীদের অনিলকে রাস্তায় ফেলে প্রকাশ্যে বেধড়ক মারধর করতে দেখা গিয়েছে। ওই নেত্রীর একজনের বাড়ির দেওয়াল ভেঙে ফেলার প্রতিবাদ করেছিলেন ওই সিপিএম নেতা। তার জেরে সোমবার ওই হামলা বলে অভিযোগ।

ঘটনাটি নিয়ে রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। তৃণমূল নেতৃত্ব শেষপর্যন্ত ওই নেত্রীর পাশে দাঁড়ায়নি। বরং আক্রান্ত সিপিএম নেতার পাশাপাশি দলের পক্ষ থেকেও অভিযোগ জানানো হয় থানায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক অজিত মাইতি বলেন, 'দল কোনও অনৈতিক কাজ সমর্থন করে না। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হবে। রাজ্য নেতৃত্ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।'

তৃণমূলের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক সুজন হাজরা বলেন, 'দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে আগামী তিনদিনের মধ্যে ওঁকে এই অশোভনীয় আচরণের জন্য উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী অবশ্য বলেন, 'তৃণমূলের সংস্কৃতি এটা। তাই এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে।' পুলিশ অবশ্য দেরি না করে অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রীকে গ্রেপ্তার করে হেপাজতে নিয়েছে।

আক্রান্ত সিপিএম নেতা অনিল দাস বলেন, 'ওরা প্রাণে মেরে দিত। পুলিশ কড়া ব্যবস্থা না নিলে খড়্গপুর শহরে আর কেউ কোনও লোককে সহযোগিতা করবে না।' খড়্গপুর শহরের খরিদা এলাকায় সম্প্রতি ওই তৃণমূল নেত্রী একটি বাড়ির দেওয়াল ভেঙে ফেলেন। ওই বাড়ির জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। শৌচাগারের পাইপ নষ্ট করেন। ঘটনাটি জানতে পারেন স্থানীয় বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অনিল দাস। তিনি পরিবারটিকে থানায় অভিযোগ দায়ের এবং সাংবাদিকদের জানানোর পরামর্শ দেন।

এতেই ক্রুদ্ধ হয়ে বেবি কোলে নামে ওই তৃণমূল নেত্রী সোমবার রাস্তায় ফেলে জুতোপেটা করেন অনিলকে। প্রাণে বাঁচতে অনিল একটি রঙের দোকানে আশ্রয় নিলে বেবি ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা দোকানে ঢুকে তাঁকে টেনে বের করে মারধর করেন। তাঁর গায়ে রং ছুড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়রা ওই প্রৌঢ়কে উদ্ধার করার পর থানায় অভিযোগ জানান তিনি। ঘটনার প্রতিবাদে সিপিএম কর্মীরা খড়্গপুর সদর থানায় বিক্ষোভ দেখান।

নিগৃহীত হওয়ার পর বিধ্বস্ত অবস্থায় সিপিএম নেতা অনিল দাস।

ভোটাধিকারের বিজ্ঞপ্তি বদল

কমিশনের নির্দেশে চর্চায় মমতার আপত্তি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জুন : ভোল বদল নির্বাচন কমিশনের। ভোটার তালিকা সংশোধনে নিবিড় সমীক্ষার শর্তগুলি কার্যত প্রত্যাহার হয়ে গিয়েছে। সোমবার কমিশনের প্রকাশ করা নতুন বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের পর জন্ম নিলেও কাউকে অতিরিক্ত নথি দিয়ে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় থাকবে না। বিহার বিধানসভার নির্বাচন প্রসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিটি জারি হয়েছে বটে। কিন্তু তাতে আগের অবস্থান থেকে নির্বাচন কমিশনের সরে আসা স্পষ্ট।

কমিশনের আগের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে গত বৃহস্পতিবার দিঘায় সাংবাদিক বৈঠকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছু আপত্তি তুলেছিলেন। সেই আপত্তির জায়গাগুলিই সোমবারের বিজ্ঞপ্তিতে বদলে গিয়েছে। আগের বিজ্ঞপ্তিতে ২০০৩ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি ধরে বলা হয়েছিল, ওই তালিকায় নাম না থাকলে শুধু জন্ম নয়, জন্মস্থানের সরকারি নথি জমা না দিলে ভোটাধিকার থাকবে না।

সোমবার বিহারের জন্য প্রকাশ করা বিজ্ঞপ্তিতে সেই বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হয়েছে। আগের বিজ্ঞপ্তিতে ক্ষেত্রবিশেষে শুধু ভোটারের জন্য আবেদনকারীর নয়, তাঁর বাবা অথবা মা, কোনও ক্ষেত্রে তিনজনের জন্ম ও জন্মস্থানের শংসাপত্র পেশ বাধ্যতামূলক ছিল। সেই নিয়মও তুলে নেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সোমবার দাবি করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপেই কমিশন সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে প্রথম সরব হয়েছিলেন। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে কেউ এগিয়ে আসেননি। ওঁর আন্দোলনের জন্য সারা দেশ একসময় সচিত্র পরিচয়পত্র পেয়েছিল। সেই ধারা এখনও বহাল রয়েছে বোঝা গেল।'

যদিও তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন কিছুটা ভিন্নকথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, আগেরটির সঙ্গে সোমবারের বিজ্ঞপ্তির খুব বেশি ফারাক নেই। তাঁর কথায়, 'বিহারের কথা বলা হলেও নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে বিজেপি বাংলা দখলের কাজ করাচ্ছে।' বিজেপির রাজ্যসভা সদস্য শমীক ভট্টাচার্য পালটা বলেন, 'কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেবে, তা তাদের ব্যাপার। তবে ভুয়ো ভোটারের নাম যাতে না থাকে, সেদিকে আমাদের নজর থাকবে।'

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়।' সোমবার কমিশনের ওয়েবসাইটে নতুন যে বিজ্ঞপ্তি দেখা গিয়েছে, তাতে স্পষ্ট বিহারের ৪.৯৬ কোটি ভোটারের নাম তালিকায় রাখতে তাঁদের বাবা-মায়ের কোনও নথি জমা দিতে হবে না। ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় কারও নাম না থাকলেও আলাদা করে কোনও নথি দিতে হবে না। অর্থাৎ বিহারের প্রায় ৬০ শতাংশ ভোটারের আর নথি জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, পুরোনো তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের শুধু ফর্ম ফিলআপ করে জমা দিলেই হবে।

কথায় কথায়

'আ মরি বাংলা ভাষা' এখন বিপদ ভিনরাজ্যে

আশিস ঘোষ

মোদের গরব মোদের আশা/ আ মরি বাংলা ভাষা। স্বাধীনতার এত বছর পরে সন্দেহ হচ্ছে, সত্যিই কি আমার মাতৃভাষা আমার গর্ব, আমার আশা! হয়তো ছিল এককালে। এখন বাংলা বলা আর আশা-ভরসা নয়। বরং চরম অগৌরবের, চূড়ান্ত হেনস্তার। এখন, এই অমৃতকালে বাংলা বললে অন্য রাজ্যে ঘাড়ধাক্কা খেতে হয়। শুনতে হয়, তুমি বাংলাদেশি। তোমার বাপ-ঠাকুরদা চোদ্দো পুরুষের এই ভিটেতে তোমার ঠাঁই হবে না। তুমি বেরিয়ে যাও। এ দেশ তোমার নয়। মুসলিম হলে তো কথাই নেই। পত্রপাঠ ঘাড়ধাক্কা।

তারপরেও হেনস্তা। দুই দেশের সীমান্তে ঠেলাঠেলি। এ বলে এরা আমাদের নয়, ও ঠেলে পাঠায় এপারে। শুধু বাঙালি বলে, শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলাবলি করেন বলে। এখন ব্যাপক হারে শুরু হয়েছে এই বিতাড়নপর্ব। হাজার প্রমাণ দেখালেও রেহাই নেই, হাতে-পায়ে ধরলেও না। সোজা ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই রাজ্যে, যেখান থেকে তাঁরা ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়েছিলেন। কখনও বা রাজ্য সরকারকে থোড়াই কেয়ার, সরাসরি তুলে দেওয়া হচ্ছে বিএসএফের হাতে। তারাই পুশ ব্যাক করছে বাংলাদেশে।

যেমন কোচবিহারের আটজন। বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়েছিল যাঁদের। পরে একজনকে ছেড়ে দিলেও বাকি সাতজন এখনও আটক।

এরপর দশের পাতায়

নোটিশে মাথায় হাত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : কেউ টাকা খরচ করেছেন চিকিৎসার খাতে। বাবার অ্যাকাউন্টে ঢোকা টাকা কেউ নাকি খরচ করেছেন সংসারে। পুরনিগমের তরফে সেই টাকা তিনদিনের মধ্যে ফেরত চাইতেই মাথায় হাত পড়েছে ওই উপভোক্তাদের। হাউজিং ফর অল প্রকল্পে বাড়ি নির্মাণের জন্য কেউ ২০১৬ সালে, কেউ আবার কোভিডের সময় পুরনিগমের থেকে ৫০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। পুরনিগম সম্প্রতি সমীক্ষা করে দেখেছে, কয়েক বছর আগে বাড়ি নির্মাণের জন্য সেই টাকা ওই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হলেও এখনও পর্যন্ত একটা ইট গাঁথা হয়নি। ওই উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে নোটিশ পাঠানো শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম।

সংশ্লিষ্ট বিভাগ সূত্রে খবর, সবমিলিয়ে ৬৭২ উপভোক্তা চিহ্নিত হয়েছেন যাঁরা কয়েক বছর আগে হাউজিং ফর অল প্রকল্পের আওতায় টাকা পেলেও এখনও নির্মাণকাজ করেননি। সংশ্লিষ্ট বিভাগের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন বলেন, 'আমরা নোটিশ দেওয়ার তিনদিনের মধ্যে

তিনদিনের মধ্যে আবাস যোজনার টাকা ফেরত

টাকা ফেরত দেওয়ার সময়সীমা দিচ্ছি। নইলে আইনি পথে যাওয়ার কথা বলছি। কারণ, এই টাকার হিসেব না দেখানো গেলে, পরবর্তী ক্ষেত্রে টাকা পেতে সমস্যা হবে।'

পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের হরিওমঘাট সংলগ্ন ওই এলাকার বাসিন্দা সুদামা রায়। রবিবার তাঁর বাড়িতে ৫০,০০০ টাকা তিনদিনের মধ্যে ফেরত দেওয়ার নোটিশ এসেছে। টাকা যে অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল, সেটা স্বীকার করছেন সুদামা। সুদামার নামেই ওই জমি রয়েছে। প্রথম পর্যায় টাকা পেলেও সেখানে একটি ইটও গাঁথা হয়নি। প্রশ্ন উঠছে,

টাকা পেয়েও বাড়ি বানানো হল না কেন? সুদামার দাবি, 'ছেলে ১০ হাজার টাকার কাজ করে। করোনার সময় টাকা পাওয়ার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। এর মধ্যে আমার হার্টের অসুখ হয়ে যায়। ওই ৫০ হাজার টাকাই তখন কাজে লাগিয়েছিলাম। এখন তো আমি শয্যাশায়ী।' নোটিশ আসার পরেই অবশ্য সুদামার ছেলে করণ ওয়ার্ড অফিসে গিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'ওয়ার্ড অফিস থেকে বলে দেওয়া হয়েছে, তিনদিনের মধ্যে টাকা ফেরত দিতে না পারলে বাবার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন আমি কী করব বুঝতে পারছি না।'

নোটিশ আসায় মাথায় হাত পড়েছে বীরেন দাসের। ২০১৯ সালে টাকা ঢোকার পর তিনি সেই টাকা মেয়ের অ্যাকাউন্টে দিয়েছিলেন। নোটিশ আসার পর সেই টাকার খোঁজ করতেই বীরেনের মাথায় হাত। তাঁর বক্তব্য, 'প্রথম কিস্তির টাকায় কিছুটা নির্মাণের পর আমার অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় পর্যায়ের টাকা ঢুকেছিল। মেয়েই যেহেতু বাড়ির কাজে তদারকি করছিল, তাই মেয়ের অ্যাকাউন্টেই ৪০ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। মেয়েকে টাকার ব্যাপারে প্রশ্ন করায় কথা ঘুরিয়ে দিল। এখন বড় বিপদে পড়লাম।'

এরপর দশের পাতায়

শিলিগুড়ি শহরে আতঙ্ক

বৃদ্ধাকে নির্যাতন, দেড় ঘণ্টা লুটপাট

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : সোমবার ভোররাতে শিলিগুড়ি শহরের একটি বাড়িতে ঢুকে দেড় ঘণ্টা ধরে লুটপাট চালাল তিন দুষ্কৃতী। ওই বাড়িতে থাকা বছর পঁচাত্তরের এক বৃদ্ধার মুখে কাপড় গুঁজে তাঁর চোখে, পাঁজরে ঘুসি মারে দুষ্কৃতীদের একজন। কান থেকে সোনা ছিনিয়ে নেওয়ায় রক্ত ঝরতে থাকে বৃদ্ধার কান থেকে। দুষ্কৃতীরা ঘরে থাকা কাঠের আলমারি ভেঙে টাকাপয়সা নেওয়ার সময় কোনওমতে ওই বৃদ্ধা পাশের ঘরে ঘুমিয়ে থাকা ছেলেকে ডাকেন। ছেলে উঠতেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

সোমবার এই তাণ্ডবের কথা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ শান্তিনগর এলাকায়। শ্যামলী চক্রবর্তী নামে ওই বৃদ্ধার ওপর এমন অত্যাচারের ঘটনায় স্তম্ভিত এলাকার সাধারণ মানুষ। শ্যামলীর ছেলে সৌরভের অভিযোগ, 'দুষ্কৃতীরা দুটি সোনার দুল ছাড়াও কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র ও নগদ দশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে।' সৌরভ এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ঘটনার পর সৌরভের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'মায়ের ডাক শুনে দরজা খুলি। দেখি মায়ের চোখে কালশিটে পড়ে গিয়েছে। কান দিয়ে রক্ত ঝরছে। মায়ের গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছিল না। এরপর মাকে কোনওমতে ঘরে বিছানায় বসানোর পর পেছনের খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে দেখি একজন পালিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর মা ধীরে ধীরে গোটা ঘটনা জানায়।'

এদিকে, সোমবার সকালেই ওই বাড়িতে হাজির হন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে তিনি বলেন, 'এনজেপি থানা একটা পূর্ণাঙ্গ থানা, অথচ এলাকায় টহলদারির কোনও ব্যবস্থা নেই। দিনের পর দিন এলাকায় চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। কিছুদিন আগেই এলাকায় ভোরবেলা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। অথচ সেটা দেখার কেউ নেই। দা দিয়ে ঘরের আলমারি ভাঙা হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

দুষ্কৃতী তাণ্ডবের পর লন্ডভন্ড ঘর। শিলিগুড়িতে।

'ট্রেন থেকে নেমে কোনও নিরাপত্তাকর্মী দেখিনি'

উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বড় স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি। প্রতিদিন কয়েক হাজার গাড়ি আসে এই স্টেশন চত্বরে। অথচ টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে এসকালেটার এরিয়া, ফুট ওভারব্রিজ কোথাও পুলিশকর্মীর দেখা মিলবে না। আজ দ্বিতীয় কিস্তি।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : বিশ্বমানের স্টেশনে পরিণত হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। আমূল পরিবর্তন হচ্ছে গোটা এলাকার। কাজ শেষ হলে ওই এলাকার পুরো ভোল বদলে যাবে। কিন্তু বিশ্বমানের হওয়ার পথে পা বাড়ানো নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের নিরাপত্তা শিকেয়। গোটা স্টেশন চত্বর, টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে এসকালেটার এরিয়া, ফুট ওভারব্রিজ কোথাও পুলিশকর্মীর দেখা মিলবে না। স্টেশনের মূল প্রবেশদ্বারে দুটি লাগেজ স্ক্যানার রয়েছে। কিন্তু দুটিই অকেজো। প্ল্যাটফর্মে হাতেগোনা কয়েকজন জিআরপির কর্মীকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তবে সব প্ল্যাটফর্মে নয়, জিআরপি থানার আশপাশের দু'একটি প্ল্যাটফর্মে দেখা যায় তাঁদের। নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা এলে যে তৎপরতা থাকে জিআরপি বা আরপিএফের, অন্য সময়ে তার সিকিভাগও চোখে পড়ে না বলে অভিযোগ।

বাস্তবে ছবিটা এমনই। এনজেপি স্টেশনে ঢুকলেই বোঝা যাবে নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। রেল পুলিশের সুপার (শিলিগুড়ি) কুঁয়রভূষণ সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন না ধরায় বক্তব্য মেলেনি। শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'স্টেশন চত্বরে নিয়মিত পুলিশ ভ্যান টহল দেয়।'

উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বড় স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি। প্রতিদিন কয়েক হাজার গাড়ি আসে এই স্টেশন চত্বরে। দেশ-বিদেশের পর্যটকরা যাতায়াত করেন। বর্তমানে স্টেশনকে বিশ্বমানের করতে কাজ শুরু হয়েছে। তাই ঠিকাদার সংস্থার কয়েকশো শ্রমিক দিনরাত কাজ করছেন ওই এলাকায়। এই সুযোগে যে কেউ চাইলেই ঢুকে পড়ছে স্টেশন চত্বরে। অবাধে অটোস্ট্যান্ড দিয়ে ঢুকে যাওয়া যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মে। বহিরাগতরা দিনভর ঘুরে বেড়াচ্ছে অটোস্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন এলাকায়। প্ল্যাটফর্ম সহ করিডরগুলিতে অবাধে যাতায়াত ভবঘুরেদের। অভিযোগ, ভবঘুরের বেশে অনেক ছিনতাইকারীও ঘুরে বেড়ায় স্টেশনে।

স্টেশনের অটোস্ট্যান্ড সহ সংলগ্ন এলাকার নিরাপত্তা দেখার কথা শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের। প্ল্যাটফর্মের ভেতরে নিরাপত্তা দেখার কথা জিআরপির এবং ট্রেনে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে আরপিএফ। তিনটে শাখার একত্রে কাজ করার কথা এনজেপিতে। কিন্তু আদতে স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তার বালাই নেই বলে অভিযোগ। স্টেশন চত্বরে পুলিশের টহলদারি নজরে পড়ে না। আগে পুলিশের টহলদারি ভ্যান ঘুরে বেড়াত বলে জানিয়েছেন স্থানীয় অটোচালকরা। অটোচালক মহম্মদ সাবিরের বক্তব্য, 'আগে তো পুলিশের ভ্যান ঘুরতে দেখতাম। এখন আর তেমন ঝামেলা হয় না তো তাই পুলিশের ভ্যান আসে না।'

এর আগে একাধিকবার এনজেপি স্টেশন চত্বরে মারপিট, ঝামেলার ঘটনা ঘটেছে। ক্ষমতার দখল নিয়ে সংঘর্ষে রেলযাত্রীদেরও হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছিল। এরপরেও কেন এনজেপির মতো স্টেশনের নিরাপত্তা নিয়ে ছেলেখেলা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্টেশনের অন্দরে এসকালেটার থেকে ফুট ওভারব্রিজ হয়ে প্ল্যাটফর্ম নামা পর্যন্ত কোনও পুলিশি নিরাপত্তা নেই। ওই সময় কোনও যাত্রী বিপদে পড়লে বা কোনও সমস্যা হলে দেখার কেউ নেই। দু'একটি প্ল্যাটফর্মে টহল দেওয়ার জন্যে একজন অফিসার এবং একজন করে সিভিক রাখা রয়েছে। তাঁরাও একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করেন বলে অভিযোগ। লাগেজ স্ক্যানার দুটিও খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কারা স্টেশনে প্রবেশ করছে, ব্যাগে কী নিয়ে প্রবেশ করছে তা দেখার কেউ নেই।

কলকাতার বাসিন্দা শুভ্রাংশু দেব কর কর্মসূত্রে শিলিগুড়িতে এসেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি ট্রেন থেকে নেমে বাইরে আসা পর্যন্ত কোনও নিরাপত্তাকর্মী দেখিনি। এত বড় স্টেশনে এক-দুজন তো অন্তত নিরাপত্তারক্ষী থাকা দরকার।'

অচল স্ক্যানারের পাশ দিয়ে দিব্যি চলে যাচ্ছেন যাত্রীরা। ছবি : সূত্রধর

নাবালিকা উদ্ধার : কুমারগঞ্জ থানার তৎপরতায় মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে উদ্ধার হল নিখোঁজ নাবালিকা। ১৪ বছর বয়সি ওই নাবালিকা গত ৯ জুন কুমারগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। তদন্তে জানা যায় ওই নাবালিকা পুনেতে আছে। এরপর মহিলা পুলিশ সহ চার সদস্যের একটি টিম পুনে পৌঁছে নাবালিকাকে উদ্ধার করে।

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংশোধনী এবং সংযোজনী

হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে প্রি নন-ইন্টারলকিং (০২.০৯.২০২৫ থেকে ০৫.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) এবং নন-ইন্টারলকিং (০৬.০৯.২০২৫ থেকে ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে, ১৩১৭৬ শিলচর-শিয়ালদহ-কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫) আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি-দমদম জং. হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলার পরিবর্তে **বাতিল** থাকবে। অন্যান্য সকল ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। যাত্রীগণকে স্টেশনে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
Chhabbisay, Darjeeling, West Bengal - 734214

WALK-IN-INTERVIEW

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Chhabbisay, Darjeeling (West Bengal) invites application (from Female candidates only) for walk in interview for the post of Matron on contract basis on session 2025-26.

SI.NO.	Job Responsibility & Eligibility Criteria
1	Educational Qualification of Minimum Class X (Higher Education Preferred)
2	**No. of Post-01(One)**
3	Married Female, which includes windows or divorces with encumbrances
4	Age between 35 to 55 as on the date of interview
5	Minimum wages rate of Govt. (Unskilled)
6	Free boarding and lodging with girls students and Medical facilities available in the M.I. Room of the Vidyalaya
7	The matron will have to reside with the girls students in the dormitory
8	The tenure of contract appointment shall be for a period of **10 Months**

Interested candidates should report for the walk-in-interview on **09.07.2025 at 10:00 A.M.** with relevant original documents as well as one set of self attested copy at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Chhabbisay, Mirik, Darjeeling (W.B). Helpline No: 8918467983, 8016494381

Sd/-
PRINCIPAL

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ ৭ শ্রমিকের পরিবার

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৩০ জুন : দিল্লি পুলিশের হাতে ৫ দিন আগে আটক হয়েছিলেন সাবেক ছিটমহলের ৭ জন বাসিন্দা। তাঁরা দিল্লিতে কাজের সূত্রে গিয়েছিলেন। এখনও ফেরেননি কেউ। দিশেহারা অবস্থায় আটকদের পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসন থেকে পুলিশ প্রশাসন, কারও কোনও হেলদোল নেই। দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র আবার বলছেন, 'দিল্লির শালিমার বাগ থানার স্টেশন হেড অফিসারের অফিশিয়াল নম্বরে আটক হওয়া বাসিন্দাদের সমস্ত বৈধ কাগজপত্রের ছবি পাঠিয়ে এসএমএস করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়াই পাওয়া যায়নি।' এবার পরিবারের সদস্যরা চাইছেন বিষয়টিতে মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করুন। সোমবার এবিষয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে একটি দাবিপত্রও দেন আটক হওয়া পরিবারের সদস্যরা।

আসমা খাতুন নামে এক পরিবারের সদস্য বলেন, 'ভাই গত পাঁচদিন থেকে দিল্লি পুলিশের হাতে আটক। দিনহাটা থানার পুলিশ শুধু আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে। এখানেও দাবিপত্র দিতে এসে সেই একই কথা শুনলাম। কিন্তু, আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখুন। যাতে আমার ভাই সহ বাকি যারা আটক রয়েছে সকলে দ্রুত মুক্তি পেয়ে যায়।' আরেক আটক সামসুল হকের স্ত্রী আজিনা বেগম মহকুমা শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় বললেন, 'কী করে আশ্বস্ত হব? আজ পাঁচদিন হয়ে গেল কাউকে ছাড়া হল না। তাই আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করুন। এবং সকলকে দ্রুত ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।' এদিন সাবেক ছিটের বাসিন্দাদের সঙ্গে মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়েছিলেন দিনহাটা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রুমা খাসনবিশও।

ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক বিজয় গিরি অবশ্য এদিন বলেন, 'আমরা বিষয়টি ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি।' এদিন দিল্লিতে আটক শ্রমিকদের প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'বিষয়টি নবান্নে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও কথা হয়েছে।'

ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিচ্ছেন আটক শ্রমিকের আত্মীয়রা।

> ভাই গত পাঁচদিন থেকে দিল্লি পুলিশের হাতে আটক। দিনহাটা থানার পুলিশ শুধু আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখুন।
>
> **আসমা খাতুন** পরিবারের সদস্য

শৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্য

দলনেতার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন কর্নেল রজনীশ যোশি।

জলপাইগুড়ি, ৩০ জুন : শৃঙ্গ জয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছেন ১২ জন পর্বতারোহী। তাঁদের মধ্যে কেউ নতুন, আবার কেউ অভিজ্ঞ। পেশা বা অভিজ্ঞতা যেমনই হোক না কেন সকলের লক্ষ্য এক। ভারতের পতাকা নিয়ে শৃঙ্গ জয় করা। সোমবার জলপাইগুড়ির সুভাষ ভবনে এই সফরের উত্তরবঙ্গের দলনেতার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেন হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কর্নেল রজনীশ যোশি। ২০,৯৬০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পোলোগংকা শৃঙ্গে দেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানোর আশা নিয়ে মঙ্গলবার দলটি রওনা দেবে।

সোমবার কর্নেল রজনীশ সকল পর্বতারোহীদের সফল অভিযানের জন্য শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এই অভিযানের কনভেনার সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের কর্মকর্তারা।

সাবিনার অস্ত্রোপচার

কালিয়াচক, ৩০ জুন : সোমবার দুপুরে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে মোথাবাড়ির বিধায়ক তথা সেচ, জলপথ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের অপারেশন হয়েছে। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। দুপুর দুটো নাগাদ তাঁর সফল অস্ত্রোপচার হয়। তিনি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে পরিবার সূত্রে খবর। গত ২৫ জুন প্রেশার, হিমোগ্লোবিনের সমস্যা ও কিছু গাইনিকলজিক্যাল সমস্যার কারণে তাঁকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। ২৭ জুন তাঁকে স্থানান্তরিত করা হল কলকাতায়। প্রথমে পিজিতে ভর্তি হন। সেখান থেকে একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সাবিনার স্বামী নিলাম শেখ বলেন, 'অস্ত্রোপচার হয়েছে। সকলের দোয়ায় উনি সুস্থ আছেন।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

eNIT NO :- 03/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division

Vide Memo No. : 534/WBSRDA/DD, Dated : 20.06.2025

(E-Procurement)

Details of **eNIT No :- 03/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of the Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division** may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in (under the following organization chain 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT || WBSRDA || DAKSHIN DINAJPUR DIVISION) on 30.06.2025 at 16.00 Hrs.

Sd/-
Executive Engineer
P&RD Department & HPIU, WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ৮৪ তারিখঃ ২৭.০৬.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং. ঃ ৮৪-এমএলডিটি -২৫-২৬; স্থান সহ কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার /1/মালদার অধিক্ষেত্রে এইএন/মালদার অধীনে আইজিওটি ট্রেনিং সেন্টার তথা কমপিউটারভিত্তিক পরীক্ষা-কেন্দ্র সম্পর্কিত সিভিল কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৫৬,৫২,২৮৩.৪৬ টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২১.০৭.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩.৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস/মালদা টাউন। টেন্ডারদাতাগণকে ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিগুলি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে।

(MLD-104/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

শিলিগুড়ি প্রধাননগরে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য স্থানীয় ড্রাইভার চাই। M : 90919 17122. (C/116863)

•

Job Opening for School in Gangtok, 1. PE Teacher Male/Female). 2. Music Teacher (Keyboard/Drums). 3. Phonics Teacher. 4. Pre-Primary Teacher. 5. Site Incharge. 6. Dance Teacher. Email : sakhaacademicfoundation@gmail.com (C/116863)

•

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে, ফিক্সড বেতন ১৩০০০/- ইন্সেনটিভ,কমিশন এক্সট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা, 8th পাশ। Ph: 8250106017. (C/116862)

•

Siliguri-তে Courier Service-এ Official কাজের জন্য Computer জানা লোক চাই। Cont- 9832061242. (C/117250)

•

A Computer Tally knowing English Medium background Female Teacher is required. Contact : 9434075541. (C/113535)

•

শিলিগুড়ি সেবক রোডে মল-এর পার্কিং-এর জন্য দিনের গার্ড চাই। স্যালারি-10,800/- এবং দেশবন্ধুপাড়ায় ফ্লাট-এর জন্য নাইটগার্ড চাই-9933119446. (C/117251)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স (No.338/13-14/NT)-এ আমার নাম ভুল থাকায় ২৯/০৬/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD. EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমি Arati Sarkar থেকে Aroti Sarkar হলাম। (C/117014)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
(ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE B++)

Applications are invited within 7 days from the date of publication of this advertisement from eligible candidates for the post of Project Fellow (Junior)-I in UGC-DAE CSR project under the supervision of Dr. Swamendu Roy, Department of Botany, University of North Bengal. For details, visit www.nbu.ac.in

Advt. No. 12/R-2025 Joint Registrar
Dated : 01.07.2025

কলকাতা লিগে দলগাঁওয়ের উত্তম

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : ছোটবেলায় দাদার হাত ধরে প্রথম মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়া শুরু। দাদা নিজেও ফুটবলার। মাঠের ধারে বসে দাদার অনুশীলন খুব মনোযোগ সহকারে দেখত সে। তখন থেকেই ফুটবলের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের দলগাঁও চা বাগানের গাড়ি লাইনের বাসিন্দা উত্তম কুজুরের। সেখান থেকে বর্তমানে কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে সাদার্ন সমিতির প্রতিনিধিত্ব। এই কাহিনী হয়তো রূপকথাকেও হার মানাবে। ইতিমধ্যে ওই দলের হয়ে একটি ম্যাচও খেলে ফেলেছে সে। এর আগেও আলিপুরদুয়ার জেলার অনেকেই কলকাতা ফুটবল লিগে খেলে সুনাম অর্জন করেছে। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে উঠে এসে এই জায়গায় পৌঁছানোয় জেলায় ফুটবলের সংগঠক থেকে শুরু করে ফুটবলার, পরিবারপরিজন সকলেই খুবই খুশি এবং তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

দাদা-বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে খেলতে বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবে ফুটবলে ভর্তি হয়। সেখানে ১-২ বছর খেলার পর ডিটিওয়াইডিএফ-এ যোগদান। এরপর জলপাইগুড়িতে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার একটি ট্রায়ালে সুযোগ পেয়ে যায় উত্তম। এরপর সাইয়ের হয়ে খেলো ইন্ডিয়া ও সুব্রত কাপে খেলে শুনাম অর্জন করে। আবার সেই সময় অনূর্ধ্ব-১৭ ন্যাশনাল ফুটবল টুর্নামেন্টেও সাইয়ের হয়ে খেলার সুযোগ পায়। সেখানে ভালো পারফরম্যান্স করে সকলের নজর কাড়েন। তারপর, কেরল ফুটবল লিগেও একটি ক্লাবের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। তারপরই এক মাস আগে কলকাতার সাদার্ন সমিতিতে ট্রায়াল দিয়ে সুযোগ। মিডফিল্ডার উত্তমের স্বপ্ন দেশের হয়ে খেলা। সে টনি ক্রুজ এবং মদ্রিচের ভক্ত। দিনে পাঁচ ঘণ্টা নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে রাখে।

উত্তমের বাবা আলোক কুজুর ও মা পুনম কুজুর পেশায় চা শ্রমিক। দাদা আশিস ফুটবলার। সে জানায়, ভাই খুব ভালো খেলছে, খুবই মনোযোগী। ও আরও এগিয়ে যাক, আমরা ওর পাশে আছি। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'খুবই ভালো খবর। ওকে দেখে ফুটবল শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে। ওর ফুটবল ক্যারিয়ার সফল হোক।'

আইএমএ'র অনুষ্ঠানে বিতর্কিত চিকিৎসক নেতা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : যাঁকে নিয়ে কিছুদিন আগে পর্যন্ত এত বিরোধ, রাস্তায় নেমে আন্দোলন, কনভেনশন ডেকে সমূলে উপড়ে ফেলার হুংকার, সেই ডাঃ সুশান্ত রায়কে নিয়েই রবিবার ডক্টরস ডে পালন করল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) শিলিগুড়ি শাখা। যা নিয়ে আইএমএ-র সদস্য চিকিৎসকদের মধ্যেই তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মাথা, আরজি কর মামলায় জেরার মুখে পড়া এই চিকিৎসককে কেন সংগঠনের কর্মসূচিতে ডাকা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার তরফে দাবি করা হয়েছে, ডাঃ সুশান্ত রায়কে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়নি। আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ শঙ্খ সেন বলেন, 'সুশান্ত রায়ের উপস্থিতি নিয়ে আমি কিছু জানতাম না। তাঁকে আমন্ত্রণের বিষয়ে কিছু জানা ছিল না। এবিষয়ে সংগঠনের সভাপতি বলতে পারবেন।'

আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি ডাঃ অরুণ গুপ্তা বলেন, 'সুশান্ত রায়কে আমরা আমন্ত্রণ করিনি। তিনি তো রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সহ সভাপতি। সেই হিসাবে খবর পেয়ে হয়তো এসেছেন। এটা নিয়ে বিতর্কের কী আছে?' সুশান্ত অবশ্য দাবি করেছেন, 'আমন্ত্রণ পেয়েই শিলিগুড়ির ওই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম।'

অভিযোগ, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জাঁকিয়ে বসেছিল উত্তরবঙ্গ লবি। চিকিৎসকদের পোস্টিং থেকে শুরু করে ডাক্তারি পরীক্ষার প্রায় পুরোটারই নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছিল এই গোষ্ঠী। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলেরও দখল এই গোষ্ঠীর হাতেই রয়েছে। গতবছর আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং হত্যার ঘটনার পর উত্তরবঙ্গ লবি নিয়ে বেশ চর্চা হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী এই গোষ্ঠীর একাধিক কর্তাব্যক্তি ঘটনার পরের দিন সকালেই ওই মেডিকেল কলেজে পৌঁছে গিয়েছিলেন। যা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়।

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে গোটা রাজ্য রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে। উত্তরবঙ্গ লবিকে সমূলে উপড়ে ফেলার দাবি উঠেছে। এই দাবিগুলি নিয়ে লাগাতার রাস্তায় থেকেছেন চিকিৎসকরাও। শিলিগুড়িতেও রাতের পর রাত মিছিল, পথসভা, কনভেনশন করেছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবি ছিল, শুধু আরজি করের ঘটনার বিচার নয়, উত্তরবঙ্গ লবির মাথা সহ পুরো টিমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। শিলিগুড়িতে যে চিকিৎসকরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আইএমএ-র বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বই রয়েছে।

অথচ এই নেতৃত্বের আয়োজনে রবিবার অনুষ্ঠিত ডক্টরস ডে-র অনুষ্ঠানে ডাঃ সুশান্ত রায়ের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রবিবার সকালে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। কন্টিনিউইং মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই) দুপুরের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে অন্যান্য কর্মসূচি, সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে রাতের খাবারের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শ্রুতিনাটক চলাকালীন আচমকা সেখানে সুশান্ত-র প্রবেশ ঘটে। আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি ডাঃ অরুণ গুপ্তা সহ অন্যরা আলাদা সোফা এনে তাঁকে বসতে দেন। পরে মঞ্চে তুলে তাঁর হাত দিয়ে শ্রুতিনাটকে অংশগ্রহণকারী কয়েকজনের হাতে পুষ্পস্তবকও তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু সুশান্ত কীভাবে সেখানে এলেন, তা নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলেই ফিশফাশ শুরু হয়ে যায়। তিনি ফিরে যাওয়ার পর কমিটির নেতৃত্বকে চেপে ধরেন একাধিক চিকিৎসক।

আইএমএ-র বক্তব্য, এই অনুষ্ঠান বিশেষ করে সিএমই করা হলে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলকে জানাতে হয়। কেননা সংগঠনেরও শ্রীবৃদ্ধির জন্য ক্রেডিট পয়েন্ট এই মেডিকেল কাউন্সিলই দেয়। ফলে সিএমইগুলিতে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল থেকে একজন পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়। কিন্তু সেটা সিএমই-র জন্যই। সুশান্ত রায় রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের পর্যবেক্ষক হিসাবে এলে সিএমইতে আসতে পারতেন। এই ঘটনার পিছনে চিকিৎসকদের একাংশ আইএমএ-র রাজ্য শাখার আগামী নির্বাচনের ঘুঁটি সাজানোর অঙ্ক খুঁজতে শুরু করেছেন।

উঠছে প্রশ্ন

- আরজি কর মামলায় জেরার মুখে পড়া এই চিকিৎসককে কেন সংগঠনের কর্মসূচিতে ডাকা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে
- আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার তরফে দাবি করা হয়েছে, ডাঃ সুশান্ত রায়কে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়নি

NIT NO-DDP/N-12/2025-26

e-Tenders for 07 (Seven) nos. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. **Last Date of submission for NIT NO-DDP/N-12/2025-26 is 07.07.2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

NIT NO-DDP/N-14/2025-26

e-Tenders for 14 (Fourteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. **Last Date of submission for NIT NO-DDP/N-14/2025-26 is 08/07/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-09 of 20254-26 SL No- 1,6,7,9 & 12

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-09 of 20254-26 SL No- 1, 6, 7, 9 & 12 Closing date extended upto 04/07/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR, POST. K K BARI, DIST. COOCH BEHAR - 736179 (WB)
SCHOOL WEBSITE : https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR
Admission Notice for Class XI & XII Science

Date : 30/06/2025

All concerned are informed that some seats are vacant in **class 11th & 12th Science.** For **Class 11,** all interested and eligible candidates from all service categories and for **Class 12,** the children studying in **CBSE board** of parents belonging to service **Category 1 and 2 (Central Government Employees)** can submit their applications to the Admission dept. between **09.00 am to 11.00 am** from **30/06/2025 to 30/07/2025.**

For more information please visit the school website - **https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in**

Or you can call this number : **03582291709**

Principal

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ অভাগিনী, দুপুর ২.০০ অগ্নিপথ, বিকেল ৫.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ১০.৩০ আক্রোশ, ১.০০ তিন ইয়ারি কথা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ অন্নদাতা, দুপুর ১.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, বিকেল ৪.০০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.০০ অপরাধী, রাত ১০.০০ বিন্দাস

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৩.৪৫ বাংলার বধূ, সন্ধে ৭.১০ আনন্দ আশ্রম, রাত ১০.২৫ অন্ধ বিচার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সীমাবদ্ধ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দেবতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৫ অখণ্ড, দুপুর ১.৫০ জানোয়ার, বিকেল ৫.১৫ বিম্বিসার, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.৩০ খিলাড়ি ৭৮৬

রমেডি নাউ : দুপুর ১.২৪ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস ওয়েডিং, বিকেল ৩.০৭ মিউন, ৫.৫৬ পেনেলোপ, সন্ধে ৭.২৪ দ্য ওয়ে, ওয়ে ব্যাক, রাত ১০.৩৪ বিগ মমাজ হাউস-টু

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৩৭ জাস্টিস লিগ, বিকেল ৩.২৭ চাইল্ডস প্লে, সন্ধে ৬.৫৩ এলিয়েন্স ইন দ্য অ্যাটিক, রাত ৯.৪৬ ইভিল ডেড, ১১.০৩ রেড ডন

সীমাবদ্ধ দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

ভালোবাসি তোমাকে
বিকেল ৫.০০ জি বাংলা সিনেমা

ডক্টরস ডে উপলক্ষ্যে স্প্যানিশ ব্রেকফাস্ট তৈরি শেখাবেন ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

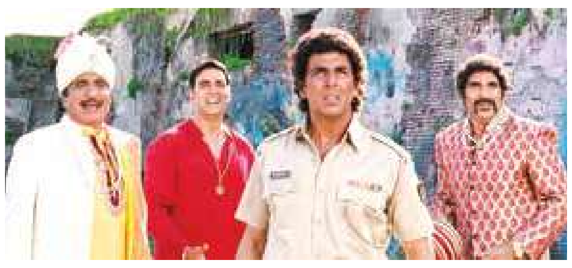

খিলাড়ি ৭৮৬ রাত ১০.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক কারণে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কাটবে। বৃষ : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। মিথুন : আত্মীয়দের থেকে সাহায্যের আশা না করাই ভালো। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। কর্কট : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার অচলাবস্থা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ার সম্ভাবনা। সিংহ : নিজের বুদ্ধিবলে পারিপার্শ্বিক শত্রুদের মোকাবিলা করতে পারবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। কন্যা : আয়ের রাস্তা সুগম হবে। আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনা। তুলা : বাড়ির কোনও কাগজপত্র বাইরের লোককে দেখাতে যাবেন না। আর্থিক সংকট কাটবে। বৃশ্চিক : বাসস্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা। রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। ধনু : পথঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। কোনও প্রভাবশালী লোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। মকর : সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার ফল আপনার পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। কুম্ভ : প্রেমে সামান্য অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। নিজের বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মীন : মায়ের হস্তক্ষেপে সংসারের সংকট কেটে যাবে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার সুযোগ আসতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১০ আষাঢ়, ১ জুলাই ২০২৫, ১৬ আহার, সংবৎ ৬ আষাঢ় সুদি, ৫ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।২৪। মঙ্গলবার, ষষ্ঠী দিবা ১২।২৮। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ১১।৩৮। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ৮।২৮। তৈতিলকরণ দিবা ১২।২৮ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।৫৯ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ১১।৩৮ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ৬।৩ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১১।৩৮ গতে ত্রিপাদদোষ, দিবা ১২।২৮ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১২।২৮ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৬।৩৯ গতে ৮।২০ মধ্যে ও ১।২১ গতে ৩।২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৪৩ গতে ৯।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৩ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নাগরিক পরিষেবায় ক্ষোভ

রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগে বিক্ষোভ। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতে।

রাস্তা তৈরিতে দুর্নীতি, কাজ বন্ধ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩০ জুন : খাতায়-কলমে দেড় কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারে বরাদ্দ আড়াই কোটি টাকা। কিন্তু বাস্তবে ৫০ লক্ষ টাকার কাজও হয়নি বলে অভিযোগ। যে কারণে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এরপরেও রাস্তার কাজের গুণগত মানের পরিবর্তন ঘটেনি। এমন বিস্তর অভিযোগ তুলে সোমবার রাস্তার কাজ আটকে দিলেন বাসিন্দারা। দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাবাড়ি এলাকায়।

শিডিউল অনুযায়ী রাস্তা সংস্কারের কাজ হচ্ছে না বলে অনেকদিন ধরেই সরব তারাবাড়ির বাসিন্দারা। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার, গর্ত না খুঁড়ে রাস্তার উপরে প্রোটেকশন ওয়াল তৈরি, কালভার্ট তৈরি না করে তার জায়গায় নিম্নমানের হিউমপাইপ ব্যবহার সহ একাধিক অভিযোগে এদিন কাজ বন্ধ করে দেন তাঁরা। মাসখানেক আগেও এমন অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন স্থানীয়রা। সেসময় রাস্তা সংস্কার নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ চরমে পৌঁছায়। নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। তখন এক সপ্তাহের বেশি সময় কাজ বন্ধ ছিল। শেষে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের মধ্যস্থতায় এলাকায় কাজ শুরু হয়। এক মাস যেতে না যেতে সোমবার স্থানীয় বাসিন্দারা একই দাবিতে ফের রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। এদিন এলাকার প্রায় শতাধিক মহিলা কাজ আটকে রাস্তায় বসে পড়েন। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে গন্ধেশ্বরী সিংহ বলেন, 'দীর্ঘদিন পর এলাকায় পাকা রাস্তা হচ্ছে। আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। এজেন্সি শিডিউল অনুযায়ী কাজ করছে না। রাস্তার চওড়া এতটাই কম যে একটা ট্র্যাক্টর ঢুকলে, একজন মানুষ যাতায়াত করার জায়গা খুঁজে পাবেন না।' চন্দ্রিমা রাউত বলেন, 'যে প্রোটেকশন ওয়াল তৈরি করা হয়েছে, তা একবার হাত দিলেই ভেঙে যাচ্ছে। সরকার এত টাকা খরচ করে রাস্তা বানাচ্ছে, কিন্তু এতটা খারাপ কাজ হবে কেন? সব টাকা নেতা, সরকারি আধিকারিকদের পকেটে যাবে, এটা আমরা মেনে নেব না। ভালো করে কাজ করা না হলে আমরা আর কাজ করতেই দেব না।' স্বপ্না সিংহ বলেন, 'এর আগেই আমরা এজেন্সি এবং এলাকার নেতাদের সতর্ক করেছিলাম। রাস্তার কাজ নিয়ে আমরা কোনওরকম দুর্নীতি বরদাস্ত করব না। কিন্তু তারপরেও দুর্নীতি করা হচ্ছে।'

উল্লেখ্য, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তারাবাড়ি রাজীব গান্ধি মোড় থেকে রকমজোত মোড় পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে। মাসদুয়েক আগে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি। কাজ শুরু হতেই রাস্তা নিয়ে ওঠে দুর্নীতির অভিযোগ। যদিও এলাকার বাসিন্দা তথা নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বা বলেন, 'এর আগেও রাস্তাটির কাজ নিয়ে এজেন্সিকে সতর্ক করেছিলাম। কিন্তু কথা শোনেনি। আমি শীঘ্রই এ বিষয়ে সভাধিপতির সঙ্গে আলোচনা করব।'

> যে প্রোটেকশন ওয়াল তৈরি করা হয়েছে, তা একবার হাত দিলেই ভেঙে যাচ্ছে। সরকার এত টাকা খরচ করে রাস্তা বানাচ্ছে, কিন্তু এতটা খারাপ কাজ হবে কেন? সব টাকা নেতা, সরকারি আধিকারিকদের পকেটে যাবে, এটা আমরা মেনে নেব না। ভালো করে কাজ করা না হলে আমরা আর কাজ করতেই দেব না।
>
> **চন্দ্রিমা রাউত** *বাসিন্দা*

জমি দিয়েও মেলেনি সেতু

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩০ জুন : পাকা সেতুর জন্য জমি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়নি। নদী পারাপারে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোর ওপরই ভরসা রাখতে হচ্ছে। এর প্রতিবাদে সোমবার ইসলামপুর থেকে ডাঙ্গাপাড়া রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ও গাছের ডাল ফেলে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সেতু তৈরির কাজ শুরু না করলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করার হুমকিও দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

বিক্ষোভকারীদের শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। তিনি জানিয়েছেন, সেতুর ডিপিআর তৈরি করে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হবে। দুর্গাপুজোর আগে দলঞ্চা নদীর ওপর স্থায়ী সেতুর কাজ শুরু হয়ে যাবে।

স্বাধীনতার পর সাত দশক পেরিয়ে গেলেও মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ডাঙ্গাপাড়া, চাঁদমণি, আশ্রম সহ আশপাশের গ্রামের মানুষদের পাকা সেতু ভাগ্যে জোটেনি। দলঞ্চা নদীর ওপর একটি বাঁশের সাঁকোই যাতায়াতের একমাত্র পথ। ইসলামপুর শহরের সঙ্গে নদীর ওপারে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের যোগাযোগের ভরসা ওই সাঁকো। প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নড়বড়ে সাঁকো পারাপার করেন কয়েক হাজার মানুষ। বৃষ্টি হলেই পড়ুয়াদের স্কুলে যাতায়াত, অসুস্থ রোগীর হাসপাতালে পৌঁছানো, কৃষকদের ফসল নিয়ে বাজারে যাওয়া, সবকিছুতেই সমস্যা সৃষ্টি হয়। এদিন প্রায় তিন ঘণ্টা রাস্তা অবরুদ্ধ ছিল। বিক্ষোভকারীরা জানান, প্রতিটি ভোটের সময় রাজনৈতিক নেতারা আসেন, প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু ভোট মিটতেই সব হারিয়ে যায়। আন্দোলনে শামিল হওয়া জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থেকে শুরু করে এলাকার এমন কোনও নেতা-মন্ত্রী নেই, যাঁরা এখানে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাননি। প্রশাসনের কর্তারা বড় বড় বুলি দিয়ে গিয়েছেন। দুই বিঘা জমি আমরা সরকারকে দিয়েছি। অথচ সেতু নিয়ে সরকারের হেলদোল নেই।'

জাহিদুলের প্রশ্ন, 'আমাদের বলা হয়েছিল শহরের নেতাজি সুভাষ মঞ্চ ও সেতুর কাজ একসঙ্গেই শুরু হবে। মঞ্চের কাজ ৩ জুলাই শুরু হতে যাচ্ছে। অথচ সেতু তৈরির কাজ এখনও শুরু হল না কেন? তাই ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। দ্রুত প্রশাসন ও নেতা-মন্ত্রীরা পদক্ষেপ না করলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে জোরদার আন্দোলন শুরু করব।'

যন্ত্রণার চিত্র

- ডাঙ্গাপাড়া, চাঁদমণি, আশ্রম সহ আশপাশের গ্রামের মানুষের পাকা সেতু ভাগ্যে জোটেনি
- দলঞ্চা নদীর ওপর একটি বাঁশের সাঁকোই যাতায়াতের একমাত্র পথ
- ইসলামপুরের সঙ্গে নদীর ওপারে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের যোগাযোগের ভরসা ওই সাঁকো
- জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাঁকো পারাপার করেন বহু মানুষ

সেতুর দাবিতে ইসলামপুর-ডাঙ্গাপাড়া সড়ক অবরোধ। সোমবার।

মাটিগাড়ার পথ যেন চাষের জমি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৩০ জুন : পথ অবরোধ থেকে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়া, সমস্তটাই করেছেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু হাল ফেরেনি রাস্তার। বরং বেহাল হয়েছে আরও। যে কারণে রাস্তা না হাল চাষের জমি, দেখে বোঝার উপায় নেই।

ক্ষোভের জেরে কিছুদিন আগে পৃথকভাবে দুটি এলাকাতেই পথ অবরোধ হয়েছিল। পতিরামজোতের মহিলারা মাটিগাড়ার বিডিওকে স্মারকলিপি দিয়ে তাঁদের ভোগান্তির বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। সমস্যার সমাধানের বিষয়ে বিডিও বিশ্বজিৎ দাস তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তাঁর আশ্বাসের পর গত সপ্তাহে পতিরামজোতের রাস্তার গর্ত ভরাট করার জন্য মাটি ফেলা হয়। কিন্তু ওই কাজের পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। সুরজ মল্লিক নামে এক তরুণ বলেন, 'রাস্তার গর্তে মাটি ফেলায় মনে হচ্ছে ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করা হয়েছে। এর জন্য দুর্ঘটনা ঘটছে।' টোটোচালক চঞ্চল বর্মন বলেন, 'এই রাস্তায় টোটো উলটে যায়।' স্থানীয় রুমা মণ্ডল বলেন, 'রাস্তায় রাতদিন ওভারলোড ডাম্পার চলাচল করে। ১৬ চাকার পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করে। ভোগান্তির শেষ নেই।'

মাটিগাড়া ব্লকের মাটিগাড়া হাসপাতাল মোড় থেকে পতিরামজোত হয়ে চৌরঙ্গি মোড় পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার এবং মাটিগাড়া হাসপাতাল মোড় থেকে তুম্বাজোত হয়ে খোলাইবক্তরি হয়ে ঝংকার মোড় সংযোগকারী ৩.৮ কিলোমিটারের রাস্তার হাল চাষের জমির মতোই। দুটি রাস্তার হাল দেখলে মনে হয়, কোথাও ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করা হয়েছে, কোথাও আবার ধান রোপণ করার জন্য জলাভূমি তৈরি করা হয়েছে।

এদিকে, মাটিগাড়া- ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবিলম্বে মেরামত করার দাবিতে বিধানসভায় সরব হয়েছিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বিজেপির আনন্দময় বর্মন। বিধানসভায় অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আনন্দময় বলেছিলেন, 'দুটি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে বহু মানুষ যাতায়াত করেন। কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। মানুষকে খুব সমস্যার মধ্যে চলতে হচ্ছে।' মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ বলেন, 'এই দুটি রাস্তা দ্রুত মেরামত করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করছি মেরামত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

যানজট নিয়ে চালকদের বৈঠক কাল

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : দার্জিলিংয়ের যানজট সমস্যায় জেরবার যানচালকরা। তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে সমস্ত যানচালক ও মালিকদের নিয়ে বুধবার বৈঠক ডাকা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের নেপালি সাহিত্য সম্মিলনিতে সকাল ১০টায় এই বৈঠক হবে বলে চালক সংগঠনের তরফে জ্যোতি থাপা জানিয়েছেন। ফলে ওইদিন পাহাড়ে যাতায়াতে গাড়ির সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চালক সংগঠনের বক্তব্য, প্রতিদিন যানজটের জেরে সমতল থেকে দার্জিলিং যাতায়াত কঠিন হয়ে পড়ছে। পর্যটক থেকে সাধারণ যাত্রী- সকলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। ক্ষতির মুখে পড়ছেন গাড়ির মালিক এবং চালকরাও। এই পরিস্থিতিতে কী করণীয় তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে।

বিরোধিতা

খড়িবাড়ি, ৩০ জুন : খড়িবাড়ি ব্লক কংগ্রেস কমিটি সোমবার একাধিক দাবিতে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হল। স্মার্ট মিটার বাতিল এবং প্রতিমাসে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত নিঃশুল্ক বিদ্যুৎ পরিষেবা চালুর দাবি তোলেন নেতা-কর্মীরা। পাশাপাশি খড়িবাড়িতে ঘনঘন লোডশেডিং, খড়িবাড়ি-ভালুকগাড়া রাজ্য সড়কের পাশে বিদ্যুতের খুঁটি দূরে সরানো, গ্রাহক হয়রানি বন্ধের দাবি জানানো হয়। সংস্থার স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের আহ্বায়ক সুবীন ভৌমিক, প্রাক্তন বিধায়ক সুনীলচন্দ্র তিরকি, কংগ্রেস নেতা মুনিস তামাং প্রমুখ।

নেশার টাকা জোগাড়ে চুরি

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : এসির তার চুরি করতে গিয়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের জালে এক তরুণ। ধৃতের নাম মহম্মদ আজমাত। সে শহর লাগোয়া তুলসীনগরের বাসিন্দা। রবিবার রাতে বিধান মার্কেটে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ সূত্রের খবর, ১৭ জুন হিলকার্ট রোডের একটি কাপড়ের দোকান থেকে এসির তার চুরির অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে আজমাতকে গ্রেপ্তার করা হল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিধান মার্কেটের ভেতরের একটি গলি থেকে এসির তার উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্ত জেরায় জানিয়েছে, মূলত ব্রাউন সুগার কেনার টাকা জোগাড়ে চুরিতে হাত পাকিয়েছিল সে।

পুলিশের জালে তরুণ

এসির তার চুরির পর পর অভিযোগ আসছিল পুলিশের কাছে। সেই মোতাবেক তদন্ত শুরু হয়। অবশেষে পাকড়াও করা হয় আজমাতকে।

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION

"Acharya Prafulla Chandra Bhawan", DK-7/1, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
E-Mail: secretarywbbpe.ptti@gmail.com / Website: https://wbbpe.wb.gov.in

No. 433/WBBPE/D.El.Ed./2025/95P-06/25 Date: 30/06/2025

NOTIFICATION

(Regarding Admission to the 2-year D.El.Ed. Course under Regular/Face to Face Mode for the Session 2025-2027 in D.El.Ed. Institutes Affiliated with West Bengal Board of Primary Education)

Online applications are invited from the intending eligible candidates (As per NCTE Regulations-2014) for admission to the **2-year D.El.Ed. Course (Regular/Face-to-Face Mode) for the Session 2025-2027** in D.El.Ed. Institutes recognized by the NCTE and affiliated with WBBPE **on and from 4 July, 2025 (Friday) to 20 July, 2025 (Sunday).**

The details regarding eligibility criteria, admission procedures and list of Institutions (Medium-wise & District-wise) will be available in the official website of the WBBPE : **https://wbbpe.wb.gov.in**

Sd/-
Secretary
WBBPE

জিএসটি ফাঁকি দিতে নকল প্রতিষ্ঠান

সুপারি কাণ্ডে নয়া মোড়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : শুধু পুলিশ কিংবা শুল্ক দপ্তরকে ফাঁকি দেওয়াই নয়, জিএসটি ফাঁকি দিতেও নকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং পরিবহণ সংস্থা তৈরি করেছিল আন্তর্জাতিক সুপারি পাচারচক্রের মাথারা। জিএসটি দপ্তর থেকে সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে এমনই রিপোর্ট জমা করেছিলেন সরকারি আইনজীবী। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, ভুয়ো ব্যবসার নথিভুক্তির জন্য জিএসটি দপ্তরেও নকল কাগজপত্র জমা করেছিল অভিযুক্তরা। মূলত কর ফাঁকি দিয়ে সরকারের সঙ্গে প্রতারণা করার জন্যই এমন কাজ করা হয়েছিল বলে রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে।

পাশাপাশি, ২০২৪ সালে যখন দার্জিলিং জেলা পুলিশ পাঁচটি সুপারিবোঝাই লরি আটক করে, তখন অভিযুক্তদের সঙ্গে কোনও বিল কিংবা ইনভয়েস বা ওই সুপারি সঠিক পথে কেনা, তার কোনও নথি ছিল না বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, জিএসটি আইনের ৬০ ধারার জিএসটিআর-২এ কিংবা জিএসটিআর-২বি অভিযুক্তরা দেয়নি বলে অভিযোগ।

আন্তর্জাতিক বাজারে পাচারের আগে পাঁচ ট্রাক বেআইনি সুপারি সমেত বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে দার্জিলিং জেলা পুলিশ। ফাঁসিদেওয়া থানা এবং নকশালবাড়ি থানায় দুটি পৃথক মামলা রুজু করা হয়। মামলার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বাগডোগরার বাসিন্দা সুপারি ব্যবসায়ী ধীরাজ ঘোষ ঘটনায় জড়িত। এর পরেই তাঁর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় ধীরাজ ঘোষকে গ্রেপ্তারও করে। যে সুপারি আটক করা হয়েছিল, তা নিজের দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা রুজু করেন অভিষেককুমার কাশ্যপ নামের এক ব্যক্তি। মামলা চলাকালীন যে সংস্থার নামে ব্যবসা এবং পরিবহণ সংস্থার নাম পাওয়া গিয়েছে, তার খোঁজ নিতে অসম যান ফাঁসিদেওয়া থানার তদন্তকারী আধিকারিক। ওখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, যে সংস্থার নামে সুপারি পাঠানো হচ্ছিল এবং যে পরিবহণ সংস্থা পাঠাচ্ছিল, দুটিরই কোনও অস্তিত্ব নেই। এই সংক্রান্ত নথি আদালতেও জমা করেছিলেন তদন্তকারী আধিকারিক। এর পরেই ওই সুপারি অকশনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে, শুধু সংস্থা জাল নয়, জিএসটিতে রেজিস্ট্রেশনেও জালিয়াতি করা হয়েছে। মূলত কর ফাঁকি দিতেই এই কাজ করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই রিপোর্টও সরকারি আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে জমা পড়েছে। তাই অকশনে অংশ নেওয়া সংস্থা, সুপারির দাবিদারকেও তদন্তের আওতায় আনার দাবি উঠেছে।

প্রশ্ন যেখানে

- ভুয়ো ব্যবসার নথিভুক্তির জন্য জিএসটি দপ্তরে নকল কাগজপত্র জমা করেছিল অভিযুক্তরা
- ২০২৪ সালে পুলিশ পাঁচটি সুপারিবোঝাই লরি আটক করে
- সেই সময় অভিযুক্তদের সঙ্গে কোনও বিল কিংবা ইনভয়েস ছিল না
- জিএসটি আইনের ৬০ ধারার জিএসটিআর-২এ কিংবা জিএসটিআর-২বি অভিযুক্তরা দেয়নি

বিনা টেন্ডারে ওয়ার্ক অর্ডার

বিল মেটাতে চাপে মাল পুর বোর্ড

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৩০ জুন : প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার আমলের বিনা টেন্ডারে একাধিক ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া নিয়ে বিতর্ক মাল পুরসভায়। শিবরতন আগরওয়ালের পর এবার আরেক ঠিকাদার আকাশ মুসাদ্দির বিল মেটানো নিয়ে চাপে পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান। আকাশ মুসাদ্দির কাজের কোনও নথি পুরসভার রেকর্ডে নেই। সমস্ত বিষয় জানিয়ে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরকে চিঠি করল মাল পুরসভা। এদিকে, উচ্চ আদালতের নির্দেশে আর এক মাসের মধ্যে বকেয়া বিল মেটাতে হবে পুরসভাকে। এমন উভয়সংকটের মধ্যে কার্যত দিশেহারা পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি। তিনি বলেন, 'যে সমস্ত কাজের সরকারি নথিপত্র নেই সেগুলি সম্পর্কে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে জানিয়েছি। সেখান থেকে যা নির্দেশ আসবে সেইভাবেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা অবশ্য দাবি করেন, 'আমার আমলে কোনও কাজই বেআইনিভাবে হয়নি। পরবর্তীতে বর্তমান চেয়ারম্যানকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে তাঁর হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলাম। এখন সমস্ত দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হবে।'

শিবরতন আগরওয়ালের মতোই, ঠিকাদার আকাশ মুসাদ্দি যে কাজের বরাত পেয়েছিলেন, সেটিরও কোনও টেন্ডার হয়নি। ফলে টেন্ডার ছাড়াই ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল আকাশকে। তাছাড়া ওই কাজের কোনও প্রশাসনিক অনুমতি নেননি তৎকালীন চেয়ারম্যান। সেইসঙ্গে ছিল না রাজ্য অর্থ দপ্তরের অনুমোদন। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়াই ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়েছিল আকাশের নামে। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এই কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল।

হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ১২ সপ্তাহের মধ্যে কেটে গিয়েছে আট সপ্তাহ। পরবর্তী চার সপ্তাহের মধ্যেই আকাশের সম্পূর্ণ বকেয়া মেটানোর কথা পুরসভার। বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে সমস্ত তথ্য জানিয়ে সহ রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিবের কাছে গত শনিবার চিঠি পাঠিয়েছে মাল পুরসভা।

সোমবার আকাশের সঙ্গে একাধিকবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে শিবরতন এদিনও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বর্তমান চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, 'যখন হাইমাস্ট লাইট লাগানো হয়েছিল তখন ভাইস চেয়ারম্যান পদে ছিলেন উৎপল ভাদুড়ি। তিনি সব জেনেও এখন চোখ পালটাচ্ছেন। যদি এই সব কাজের টেন্ডার না হয়ে থাকে তবে তখন কেন তাঁরা বাধা দেননি?'

যেতে যেতে পথে হল দেরি... নিয়মকে থোড়াই কেয়ার করি

টয়ট্রেনের লাইনের ওপর গাড়ি, সামগ্রী রাখতে হামেশাই দেখা যায়। এতে যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে। সোমবার শালবাড়িতে লাইনের ওপর স্কুটার রেখেছিলেন একজন। খেলনাগাড়ির ধাক্কায় সেটা পড়ে যায় রাস্তার পাশে (১ ও ২)। ছুটে আসেন স্কুটারচালক (৩)। ছবি : সূত্রধর

ধামসা-মাদলের বোলে পালিত হুল উৎসব

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৩০ জুন : সোমবার গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই বীর শহিদ যোদ্ধা সিধো ও কানহোর স্মরণে পালিত হল 'হুল উৎসব'। এদিন খড়িবাড়িতে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের দার্জিলিং জেলা শাখা। দুপুরে খড়িবাড়ি কল্যাণ আশ্রম থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ চিরাচরিত পোশাকে, ধামসা-মাদল বাজিয়ে, তির-ধনুক হাতে শোভাযাত্রাটি শুরু করেন। শোভাযাত্রায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। মাদল বাজিয়ে শোভাযাত্রায় হাঁটেন বিধায়ক। তিনি বলেন, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বীর শহিদদের আত্মবলিদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজকের এই শোভাযাত্রাটির আয়োজন করা হয়েছিল।'

চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীঝোরা ফুটবল মাঠে এই দিনটি পালিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, জেলা পরিষদ সভাধিপতি পম্পা পাল, চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান, ইসলামপুর জেলা পুলিশের এসপি জবি থমাস প্রমুখ। জেলা শাসক বলেন, 'আদিবাসী সমাজের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁদের অবদান তুলে ধরতে

মহিলাদের প্রীতি ম্যাচ

দিনটি পালন করা হচ্ছে। পাশাপাশি, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে ধামসা-মাদল ও জাতিগত শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মেধা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।' দিনশেষে মহিলাদের নিয়ে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

অন্যদিকে, রাজ্য আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ও দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় নকশালবাড়িতেও হুল দিবস পালিত হয়েছে। নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই নেতা সিধো ও কানহোর স্মরণে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, আদিবাসী দপ্তরের প্রকল্প আধিকারিক বীর বিক্রম রাই, নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে বিআর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ১৫ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে ৫ হাজার টাকার আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি বলেন, 'আদিবাসী সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে এই হুল দিবস।'

প্রসঙ্গত, ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন সিধো ও কানহোর ডাকে অত্যাচারী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিলেন কয়েক হাজার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ। 'হুল' শব্দের অর্থ 'বিদ্রোহ।' সেই সময়ে সিধো ও কানহোর আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। শহিদ হয়েছিলেন দুজনেই। তাই এই দিনটিকে স্মরণে রেখে 'হুল দিবস' পালন করা হয়।

বাউলগান

চোপড়া, ৩০ জুন : চোপড়ার তিনমাইলহাট স্টেশন এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী বাউলগানের অনুষ্ঠান শেষ হল সোমবার। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার শিল্পীরা তাতে অংশ নেন।

সমান্তরাল দল চালানোর অভিযোগ নস্যাৎ

বিজেপির কোন্দলে নিশানায় আনন্দময়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় গোষ্ঠীকোন্দল বাড়ছে। আনন্দময় বর্মন জেলা সভাপতির পদ থেকে সরে যাওয়ার পর থেকে তাঁকে আর দলীয় কাজকর্মে সেভাবে পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ ছিল। এবার তাঁর বিরুদ্ধে সমান্তরাল পার্টি চালানোর অভিযোগ উঠেছে।

দলের শিলিগুড়ির বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর অভিযোগ, নিজের বিধানসভা এলাকা এবং চোপড়ায় গিয়ে আনন্দ আলাদাভাবে নেতা-কর্মীদের নিয়ে বসছেন। সেখানে পৃথক গোষ্ঠী তৈরি করছেন। অথচ জেলার কোনও কর্মসূচি থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

আনন্দময় অবশ্য সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বর্তমান হোক বা প্রাক্তন কার্যকর্তা, সকলেই তো পার্টিরই লোক। আমাকে যিনি বা যাঁরা ডাকবেন সেখানেই যাব। জেলা নেতৃত্ব ডাকলেও যাই। আমি কোথাও সমান্তরাল পার্টি চালাচ্ছি না।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'এটা আমাদের সাংগঠনিক বিষয়। কোথাও কোনও সমস্যা হয়ে থাকলে আনন্দময় বর্মনের সঙ্গে কথা বলব।'

২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পান অরুণ মণ্ডল। তার আগে প্রায় দেড় বছর মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। অরুণ ক্ষমতায় আসার পরে জেলা কমিটির পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি মণ্ডল কমিটিতেই রদবদল হয়েছে। অভিযোগ, আনন্দ জেলা সভাপতির পদ থেকে সরে যাওয়ার

> বর্তমান হোক বা প্রাক্তন কার্যকর্তা, সকলেই তো পার্টির লোক। আমাকে যিনি বা যাঁরা ডাকবেন সেখানেই যাব। জেলা নেতৃত্ব ডাকলেও যাই। আমি সমান্তরাল পার্টি চালাচ্ছি না। বিধানসভা ভোট সামনে। দল কাকে প্রার্থী করবে সেটা দলের বিষয়। সবাইকে নিয়েই দল চলছে। সবাইকে নিয়ে কাজ করছি।
>
> *-আনন্দময় বর্মন, বিধায়ক*
>
> এটা আমাদের সাংগঠনিক বিষয়। কোথাও কোনও সমস্যা হয়ে থাকলে আনন্দময় বর্মনের সঙ্গে কথা বলব।
>
> *-অরুণ মণ্ডল, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি, বিজেপি*

পর থেকেই বর্তমান জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছেন। জেলার কর্মসূচিগুলিতে তাঁকে সেভাবে পাওয়া যায় না।

বিজেপি আগেই জানিয়েছে, জয়ী আসনগুলিতে প্রার্থী বদল করা হবে না। কাজেই আনন্দ ফের মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্র থেকে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হচ্ছেন, এটা একরকম নিশ্চিত। সেইজন্য তিনি ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে পড়েছেন।

কিন্তু বর্তমান মণ্ডল সভাপতি সহ এলাকায় থাকা জেলা কমিটির নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখছেন না এবং তাঁদের কর্মসূচিতেও থাকছেন না বলে অভিযোগ। বরং তাঁর আমলে জেলা এবং মণ্ডলে দায়িত্বে থাকা নেতা-নেত্রীদের নিয়েই সমান্তরালভাবে এলাকায় দল চালাচ্ছেন বলে শাসকগোষ্ঠীর দাবি।

রবিবার মাটিগাড়ায় আনন্দ মণ্ডল সভাপতি নিতাই রায়কে না জানিয়ে সেখানকার বিক্ষুব্ধ এবং প্রাক্তন নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেছেন। এনিয়ে ক্ষুব্ধ শাসক গোষ্ঠী। এমনকি চোপড়ায় গিয়েও আনন্দ শাসকগোষ্ঠীকে অন্ধকারে রেখে তাঁর পরিচিত নেতা-নেত্রীদের নিয়ে বৈঠক করছেন বলে অভিযোগ।

আনন্দ অবশ্য এসব অভিযোগ সাজানো এবং ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বিধানসভা ভোট সামনে। দল কাকে প্রার্থী করবে সেটা দলের বিষয়। কিন্তু প্রার্থী যেই হোন না কেন এলাকায় সংগঠনকে মজবুত করা, জনসংযোগ বাড়ানোর কাজ তো করতেই হবে। আর যাঁরা এখন পদে রয়েছেন তাঁরাই শুধু নেতা, প্রাক্তনরা নেতা নন, এটা তো ঠিক নয়। সবাইকে নিয়েই দল চলছে। আমি সবাইকে নিয়েই কাজ করছি।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

চেনা পথ।।
হলদিবাড়ির রাঙ্গাপানিতে ছবি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

দু'মাসের মধ্যেই চালু মার্কেট কমপ্লেক্স

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : আগামী দু'মাসের মধ্যেই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নতুন মার্কেট কমপ্লেক্স চালু হয়ে যাবে। টেন্ডার করে নবনির্মিত কমপ্লেক্সের দোকানগুলি ভেন্ডারদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মহকুমা পরিষদের ভবনের পাশে ইতিমধ্যে ১৬টি দোকান তৈরি করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'শীঘ্রই দোকানগুলির টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। বিভিন্ন ধরনের দোকান এখানে হতে পারে। তবে ভাড়া কত রাখা হবে সেটা আলোচনা করে ঠিক করা হবে।'

নিজস্ব আয় বাড়াতে মহকুমা পরিষদ মার্কেট কমপ্লেক্স বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নিজস্ব তহবিলের প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে ১৬টি দোকানঘর তৈরি করা হয়েছে। ভুটিয়া মার্কেট এলাকায় এমনিতে দোকানঘরের চাহিদা তুঙ্গে। সেখানে নতুন মার্কেট কমপ্লেক্সে দোকানঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই ইতিমধ্যে মহকুমা পরিষদে যোগাযোগ শুরু করেছেন। কী ধরনের দোকান করা যাবে, সেই বিষয়ে তেমনভাবে কোনও বাধ্যবাধকতা মহকুমা পরিষদের তরফে দেওয়া হচ্ছে না বলেই খবর। সভাধিপতির কথায়, 'দোকানগুলি চলা শুরু করলে আমাদের খরচের টাকা ধীরে ধীরে উঠে আসবে। পরবর্তীতে এই দোকানগুলি আয় দেবে। যা দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় প্রয়োজন মাফিক খরচ করা যাবে।'

গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা মহকুমা পরিষদের জন্য অর্থ কমিশনের মাধ্যমে যে টাকা আসে তা কোন খাতে খরচ করতে হবে, তা আগে থেকে ঠিক করা থাকে। জরুরি পরিষেবার জন্য খরচের প্রয়োজন হলেও সেই টাকায় হাত দেওয়া যায় না। সেই কারণে মহকুমা পরিষদ কর্তৃপক্ষ নিজস্ব আয় বাড়ানোর দিকেই জোর দিয়েছে। নতুন করে পরিষদের হলঘরটি সংস্কার করে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। হলের ভাড়ার কথা মাথায় রেখে লিফট বসানো হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ব্লকে থাকা মার্কেট কমপ্লেক্সগুলি সংস্কার করা হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় জখম পাঁচ

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : শিলিগুড়ি থেকে কার্সিয়াং যাওয়ার পথে রোহিণী রোডে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকে গেল। ঘটনায় অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। তবে, তাঁদের চোট গুরুতর নয়। সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ি থেকে একটি ভাড়াগাড়ি যাত্রীদের নিয়ে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। রোহিণী রোডে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দোকানের দেওয়াল ভেঙে ভেতরে ঢুকে যায়। দোকানে সে সময় যাঁরা ছিলেন প্রত্যেকে কমবেশি জখম হন। গাড়িচালকের দাবি, ব্রেক কাজ না করায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

নজর নেই প্রশাসনের, ক্ষুব্ধ পঞ্চায়েত প্রধান

পঞ্চনই সংলগ্ন জমি দখল, বিক্রি

শালবাড়িতে দখলে নদীর চর ও সংলগ্ন এলাকা। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : জমি জরিপ হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে প্লট এবং দিনের আলোয় তা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কোনও প্রতিবাদ নেই, দেখা যায় না প্রশাসনিক কোনও পদক্ষেপও। বেআইনি এমন জমি দখল এবং বিক্রি চলছে মাটিগাড়া ব্লকের চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবাড়িতে। এখানকার নয়াবস্তি মাঠ সংলগ্ন পঞ্চনই নদী এভাবেই পুরো দখল হয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ, জমি মাফিয়ারা নয়াবস্তির কিছু তরুণকে মোটা টাকার প্রলোভন দিয়ে কারবার চালাচ্ছে।

এ বিষয়ে মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস এবং ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দাওয়া ভুটিয়া দ্রুত এমন অবৈধ কারবার বন্ধের আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রশাসনের লোকজন মাঝেমধ্যেই এখানে আসেন। সবকিছু দেখেন ফিরেও যান।

শালবাড়ির নয়াবস্তির খেলার মাঠের পাশে থাকা গ্রাম সংলগ্ন এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে পঞ্চনই নদী। কিছুটা দূরেই কৃষক বাজার। এই কৃষক বাজারের জমি দখল করে বিক্রির ঘটনা নিয়ে এর আগে একাধিকবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়েছে। তারপরেই কৃষি দপ্তর শালবাড়ি কৃষক বাজারের জমিতে সীমানা প্রাচীর দিয়েছে। এখন দখলদারি চলছে কৃষক বাজারের পিছনে। সোমবার দেখা গিয়েছে, পঞ্চনই নদী সংলগ্ন জমি এবং চরের

> **গাজোয়ারি**
> - শালবাড়ির নয়াবস্তি মাঠ সংলগ্ন পঞ্চনই নদীর চরে চলছে দখলদারি
> - আর্থিক প্রলোভন দিয়ে স্থানীয় তরুণদের নিয়ে জমি দখল ল্যান্ড মাফিয়াদের
> - প্রকাশ্যেই সরকারি জমি দখল, বিক্রি হচ্ছে কাঠা প্রতি দেড়-দু' লক্ষ টাকায়
> - অথচ, বর্জ্য প্রকল্পের জন্য সেই জমি পায়নি চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত

দখল নিতে শতাধিক লোক হাতে বাঁশ, শাবল হাতে। আবার কেউ ফিতে দিয়ে জমি মাপজোখ করে খুঁটি পুঁতছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নদীর চর ও পাশে থাকা অনেকটা এলাকার জমি এভাবে প্লট করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সেখানে একাধিক টিনের চালা দিয়ে ঘর উঠেও গিয়েছে ইতিমধ্যে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েকজন জমির দালাল পাড়ার কয়েকটা ছেলেকে নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে এই জমিগুলি দখল করে খুঁটি পুঁতছে। নয়াবস্তির মাঠের পাশের বেশ কিছু বাড়িঘর দেখিয়ে মহম্মদ সুলেমান, নুর আলি বললেন, এই বাড়িগুলি আগে ছিল না। গত বর্ষার আগে এই জমিগুলিও প্লট করে জমির দালালরা লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছিল। কিছু বলতে গেলেই হুমকি দেওয়া হয়েছে। এখন একইভাবে নদীটা দখল করতে চাইছে। জানা গিয়েছে, দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ টাকা কাঠা হিসাবে সরকারি জমি বিক্রি হচ্ছে।

কৃষক বাজারের পিছনের দিকে রাস্তা থাকায় জমির দাম বেশি। একটু ভিতরে নিলে এক লক্ষ টাকা কাঠা। চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জনক সাহা বলছেন, 'ওই এলাকায় জমি দখলের ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। আমরা ওখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জন্য কিছুটা জমি চেয়ে বিডিওকে আবেদন করেছিলাম। সেই জমি পেলাম না। অথচ সেই জমি কে বা কারা দখল করছে। দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।'

রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিতে পাহাড়জুড়ে পোস্টার সাঁটল বিজেপি। সোমবার দার্জিলিং, কার্সিয়াং, মিরিক ও কালিম্পংয়ে পোস্টারগুলো সাঁটা হয়েছে।

দলের পার্বত্য শাখার সভাপতি কল্যাণ দেওয়ান বলেছেন, 'আরজি কর কাণ্ডের পর এবার কসবার আইন কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হল। এই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। তাই, রাজ্যবাসীর সুরক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা প্রয়োজন। সেই দাবিতেই পোস্টার সাঁটা হল।'

বান্দ্রিজোতে দুর্ভোগ, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা

নাগরিক সমস্যা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : সিঁদুরে নয়, বরং কালো মেঘ দেখলেই ডরায় বান্দ্রিজোতের বাসিন্দারা। বর্ষাকালে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামটিতে মানুষের ব্যাপক ভোগান্তি হয়। বাড়িতে জল ঢুকে নষ্ট হয় জিনিসপত্র। গ্রামে নিকাশিনালা নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। অভিযোগ, বৃষ্টির জল জমে যাওয়াতেই পরিস্থিতি বিগড়ে যায়।

ফের বর্ষা এসেছে। এবারও কি দুর্ভোগ পোহাতে হবে? প্রশ্ন ঘুরছে সাধারণের মুখে মুখে। সংশ্লিষ্ট এলাকা ও তার আশপাশে প্রায় দুই হাজার মানুষের বসবাস। কথা হচ্ছিল ময়ূখ সরকারের সঙ্গে। বললেন, 'গতবছর জল ঢুকে গিয়েছিল ঘরে। কীভাবে দিন কাটে, বলে বোঝানো সম্ভব নয়।'

একই ইস্যুতে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন অপর স্থানীয় প্রীতম বর্মন। জানালেন, গতবছর দু'দিন চিঁড়েমুড়ি খেয়ে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। অনেক বাড়িতেই বন্ধ ছিল রান্নাবান্না। অভিযোগ, নেতারা এসে দেখেশুনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। ফিরে গিয়ে আবারও সব ভুলে যান তাঁরা।

অধিকাংশ নিকাশিনালা কাঁচা। কিছু পাড়ায় কংক্রিটের তৈরি হয়েছে বটে, তবে চওড়ায় কম। ফলে ভারী বৃষ্টিতে জল জমে থাকে। বেরোতে পারে না। বছরের বাকি সময় সমস্যা এত বেশি না হলেও, বাড়ি-বাড়ি থেকে বের হওয়া নোংরা জল জমে থাকছে কাঁচা-পাকা নালায়। তা থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ।

স্থানীয় সুমন দে'র কথায়, 'বহু বছর ধরে আমরা বেহাল নিকাশির সমস্যায় ভুগছি। জল উপচে রাস্তায় জমে। ঘরে ঢুকে যায়। কবে যে সমস্যা মিটবে, কে জানে।'

ক্ষোভের সুর তুলসী সাহা, অরুণ পালের মতো গ্রামবাসীর গলায়। শুধু নিকাশি নয়, রাস্তার অবস্থা খুব বেশি ভালো নয়। কিছু জায়গায় পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। একাংশ এখনও মাটির। বৃষ্টিতে কাদায় মাখামাখি হয় পথ।

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ শাহিদের বক্তব্য, 'আমরা ওই এলাকায় কিছু পাকা নিকাশিনালা তৈরি করেছি। বড় নিকাশিনালার জন্য এসজেডিএ (শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ) আর এনবিডিডি (উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর)-কে চিঠি পাঠিয়েছি। আশা করি, আগামী বছরের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

আদৌ হবে তো, নাকি আরও অনেক প্রতিশ্রুতির মতো এটাও রয়ে যাবে অপূর্ণ- সন্দেহ দানা বাঁধে সাধারণের মনের কোণায়।

রাসমেলার দুর্নীতি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ রাজ্যের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার রাসমেলা পরিচালনায় আর্থিক তছরুপের অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিল রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলারকে গোটা বিষয়টি তদন্ত করে আইন মেনে দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। কী পদক্ষেপ করা হল তা জানিয়ে একটি রিপোর্টও পুর দপ্তরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১১ জুন পুরসভায় সেই চিঠি পৌঁছেছে।

অভিযোগ, সেই চিঠি ধামাচাপা দিয়েছেন পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। নির্দেশের বিষয়টি কাউন্সিলারদের জানাননি তিনি। ৭ জুলাই পুরসভার বোর্ড মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানেও আলোচ্যসূচিতে তদন্তের নির্দেশের উল্লেখ করা হয়নি। রাসমেলা দুর্নীতি নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে তাতে পুর চেয়ারম্যানই মূল অভিযুক্ত। তাই ফেঁসে যাওয়ার ভয়েই কী তদন্তের চিঠি আটকাতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ? উঠেছে সেই প্রশ্নও।

রাসমেলা দুর্নীতির তদন্ত নিয়ে যখন কাউন্সিলারদের অন্ধকারে রাখার অভিযোগ উঠছে তখন রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তিনি চিঠির উত্তর পাঠিয়ে দিয়েছেন। তদন্ত করতে বলা হয়েছে বোর্ড অফ কাউন্সিলারকে। তাহলে তাদের না জানিয়েই চেয়ারম্যান কীভাবে চিঠির উত্তর দিলেন? রবীন্দ্রনাথের সাফাই, 'বোর্ড মিটিংয়ের আলোচ্যসূচিতে এই বিষয়গুলি থাকে না। অভিযোগের বিষয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য আমাকে বলা হয়েছিল। সেইমতো উত্তর দেওয়া হয়েছে।'

পুরসভার কোনও আধিকারিকই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি। তবে রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তি দিয়েছেন তা মানতে নারাজ পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার এবং

প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভূষণ সিং। তাঁর বক্তব্য, 'বোর্ড অফ কাউন্সিলারকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা না করে কোনওভাবেই চেয়ারম্যান একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। পুর দপ্তরের নির্দেশের বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। কেন তিনি জানাননি তা চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চাইব। সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করতে দেওয়া হবে না।' চিঠির বিষয়ে তিনিও পুরোপুরি অন্ধকারে বলেই জানিয়েছেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ।

মেলায় স্টল বসানো থেকে কর আদায়ের ক্ষেত্রে বড়সড়ো আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে বলে তদন্ত চেয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুরসচিব, ভিজিলেন্স কমিশনার সহ বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জমা করেন কোচবিহার শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্যামল চক্রবর্তী। পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলার অভিজিৎ মজুমদার (রুপু) ছাড়াও পুরসভার বর্তমান ও প্রাক্তন এগজিকিউটিভ অফিসার ও ফিন্যান্স অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুর দপ্তরের চিঠির প্রতিলিপি পেয়েছেন শ্যামল। তাঁর কথা, 'চিঠি পাওয়ার ১৯ দিন পরও পুর চেয়ারম্যান তা গোপন রেখেছেন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে তিনি তদন্তে ভয় পাচ্ছেন। আমি নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। অভিযুক্ত পুর চেয়ারম্যান এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলারকে বাদ দিয়ে তদন্ত কমিটি তৈরির দাবি জানাচ্ছি।'

কর বৃদ্ধি ইস্যুতে এমনিতেই বেশ বেকায়দায় পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ। গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে দলেও কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। পুরসভার দশটিরও বেশি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শাসক। এবার রাসমেলা দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের তদন্ত করতে বলায় ল্যাজেগোবরে অবস্থা হয়েছে এক সময়কার দাপুটে তৃণমূল নেতার। বিরোধীরাও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন।

ভারত সরকার
Government of India

Digital India
Power To Empower

ডিজিটাল রূপান্তরের এক দশক জীবনভরের সম্ভাবনা

- **বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা ডেটা -**
  ২০১৪য় ৩০০+টাকা/জি.বি থেকে দাম কমে আজ **১০ টাকারও কম**
- **প্রতি সেকেন্ডে ১ কোটি টাকা ইউপিআই লেনদেন**
  সারাবিশ্বের ডিজিটাল লেনদেনের অর্ধেক হয় ভারতে
- **মোবাইল উৎপাদকের সংখ্যা ২ থেকে বেড়ে ৩০০+**
  বর্তমানে ভারত **বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদক**
- **৫জি**
  বিশ্বের অন্যতম দ্রুততম গতিতে মাত্র ২২ মাসে দেশের **৯৯.৬% জেলায়** ৫জি পরিষেবা
- **গ্রামে গ্রামে ইন্টারনেট**
  ৪২+ লক্ষ রুট কিমি অপটিক্যাল ফাইবার, ২.১৮ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংযোজিত করেছে
- **কমন সার্ভিস সেন্টারের সংখ্যায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি**
  ২০১৪য় ৯৬০০০ থেকে **২০২৫ এ ৫.৭৬ লক্ষ- ৫ গুণ বৃদ্ধি**
- **সেমিকন্ডাক্টরের নবযুগ**
  ২০২৪-এ **৪+ লক্ষ কোটি টাকার বাজারের মাধ্যমে** ভারত এগিয়ে চলেছে আত্মনির্ভরতার দিকে
- **দালালমুক্ত সম্মানের জীবন**
  ডিবিটির মাধ্যমে সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছেছে **৪৪.৫+ লক্ষ কোটি টাকা**
  ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয়
- **স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা**
  GeM এর মাধ্যমে অনলাইনে **১৩.৪+ লক্ষ কোটি টাকার** সরকারি জিনিস ক্রয়
- **কৃষকদের ক্ষমতায়ন**
  ১৪০০+ মান্ডি ই-ন্যামের মাধ্যমে সংযুক্ত, কৃষকরা সরাসরি **৪ লক্ষ কোটি টাকার** কৃষি পণ্যের ব্যবসা করেছেন

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার এক দশক
ক্লিক আর ক্লাউডের জাদু

CBC 06124/13/0001/2526

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৬ আষাঢ় ১৪৩২

রাজনীতির পরিহাস

যেন জরুরি অবস্থার বাৎসরিক পালন। তা-ও আবার গণতন্ত্রের কালো অধ্যায়ের ৫০ বছর পূর্তি। কংগ্রেসকে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। আস্ত বই-ই লিখে ফেলেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মন কি বাত-এও চর্চায় জরুরি অবস্থা। দেশজুড়ে বিজেপির সেমিনার ইত্যাদিতে বোঝানো হচ্ছে, গণতন্ত্রকে উজ্জ্বল পথে নিয়ে যাওয়ার দিশারি নরেন্দ্র মোদি। যদিও দেশে-বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর নানা কর্মসূচিতে করতালির তালে তালে 'মোদি মোদি' ধ্বনি মনে করিয়ে দেয় জরুরি অবস্থাকালীন 'ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা, ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া' স্লোগানটিকে।

ভারত কেন পৃথিবীর ইতিহাসেও দেশ ও নেতাকে এক করে দেখানোর সেই স্লোগানের মতো স্বৈরতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা আর কিছু হয় না। সেই ঘটনার অর্ধশতবর্ষ পূর্তিতে বিজেপি একদিকে সেই শাসনের মুণ্ডপাত করছে, অন্যদিকে নিজেদের গণতন্ত্র রক্ষার কান্ডারি হিসেবে তুলে ধরতে মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে। ঘটা করে পালিত হল সংবিধান হত্যা দিবস।

ইতিহাসের পরিহাস এমনই যে, ইন্দিরার পরের দ্বিতীয় প্রজন্ম এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বের লাগাম এখন যাঁর হাতে, সেই রাহুল গান্ধি সংবিধান হাতে ঘুরে বেড়ান। সংসদের ভেতরে তো বটেই। নির্বাচনি প্রচারেও। ব্যতিক্রম নন কংগ্রেসের গর্ভে বিকশিত হয়ে পরে পৃথক দল তৃণমূলের জন্মদাত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রাজত্বে নাগরিক অধিকার পদদলিত হওয়ার ঘটনা কম নয়। কিন্তু তিনিও সংবিধানের ভজনায় ব্যস্ত থাকেন।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও রোজ জরুরি অবস্থার নানা সংস্করণ প্রায়ই উপলব্ধি হয়। যে ব্যবস্থার শিকার হয়েছেন স্ট্যান স্বামী থেকে শুরু করে উমর খালিদ, প্রবীর পুরকায়স্থ প্রমুখ। এ দেশে রাষ্ট্রদোহ দমনের নামে এখনও যে 'ইউএপিএ' আইন টিকে আছে, তা তো ইন্দিরা প্রবর্তিত 'মিসা' কিংবা পরবর্তীকালে 'টাডা'রই নতুন সংস্করণ। যাঁরা গণতন্ত্রের জয়গানে মুখর, তাঁরা কিন্তু ভুলেও কখনও 'ইউএপিএ' প্রত্যাহারের পক্ষে সওয়াল করেন না।

যতই সংবিধানের কথা বলা হোক না, বিভিন্ন শাসনে তাকে ব্যবহার করেই নানা স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। জরুরি অবস্থার শাসনে দেশজুড়ে যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল, ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে তা কার্যত বিদ্রোহের আকারে প্রতিফলিত হয় ব্যালট বক্সে। মানুষ একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল সংঘ পরিবার। ইন্দিরাকে পর্যুদস্ত করে যে জনতা দল ক্ষমতায় এসেছিল, তার বড় শরিক ছিল জনসংঘ। যে দলটি এখনকার বিজেপির পূর্বসূরি। জনতা দল ভেঙে জনসংঘীরা বিজেপির পত্তন করেছিলেন।

একদা কংগ্রেসি, পরে সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ছাতার তলায় সেই যে জনসংঘীদের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেটাই এখনও চলছে ভারতবর্ষে। গান্ধিবাদী জয়প্রকাশ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে হিন্দুত্ববাদী জনসংঘকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, সংঘ পরিবার জয়প্রকাশের মতো জননেতার ক্যারিশমাকে ব্যবহার করে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছিল ভারতীয় রাজনীতির চালচিত্রে। জরুরি অবস্থায় আরএসএসকে নিষিদ্ধ করেছিলেন ইন্দিরা। জয়প্রকাশের হাত ধরে সেই আরএসএস এল পাদপ্রদীপের আলোয়।

এতে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংঘ পরিবার নিজেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের অন্যতম সৈনিক হিসাবে নিজেদের দেখানো শুরু করতে পেরেছিল। ফলে কংগ্রেস বিরোধী অন্যতম শক্তি হয়ে দেখা দিল জনসংঘ ও পরে বিজেপির বকলমে সংঘ পরিবার। কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণের সংশ্রব সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ভোল বদলাতে পারেনি। উলটে পায়ের তলার মাটি শক্ত হওয়ার পর বিজেপি হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডাকে আরও আঁকড়ে ধরেছে।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নাম করে শুরু হওয়া সেই অভিযানের এখনকার চেহারা স্পষ্ট। জনমতের তোয়াক্কা না করে নানা পদক্ষেপ ও বিরোধী মতের প্রতি প্রতিহিংসামূলক আচরণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এখন নিয়ম হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে তেমন ভেদ নেই। যে দল যেখানে ক্ষমতায়, সেখানেই নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন হয়ে থাকে। ফলে সংবিধান হত্যা দিবস পালন গণতন্ত্রের মৃত্যুতেই একধরনের সিলমোহর দিচ্ছে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

আদি সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক ব্রাত্যই

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে ফাঁসি দেওয়া হয় তিলকা মাঝিকে। তাঁকে ইতিহাস মনে রাখেনি।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

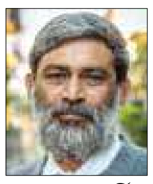

বহুযুগ পরপর পৃথিবীতে কিছু যুগপুরুষ মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা তাঁদের বর্ণময় সংগ্রামী জীবনচর্যার জন্য রক্তমাংসের মানুষ হয়েও পরবর্তীকালে অতিমানব বা প্রায় 'মিথ' হয়ে উঠেছেন-লৌকিক হয়েও তাঁরা অলৌকিক স্বপ্নমানব হয়ে ইতিহাসে বিরাজ করছেন। আমরা উত্তরপুরুষরা তাঁদের রূপকথার চরিত্র ভাবি। দেবেশ রায়ের ভাষায় এঁরা 'পরণকথার মানুষ'। দলিত ভারতের ক্ষেত্রে আধুনিক সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধো-কানহো (১৮১৫/২০-১৮৫৬), উলগুলান বা মুন্ডা বিদ্রোহের নায়ক বিরসা মুন্ডা (১৮৭৫-১৯০০) এমনকি ঐতিহাসিক নকশালবাড়ি বিদ্রোহের নায়ক, জঙ্গল সাঁওতালকে (১৯২৫-১৯৮৮) তার উদাহরণ ভাবা যেতে পারে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা ব্রিটিশবিরোধী জনজাতীয় কৃষক বিদ্রোহগুলোর ইতিহাসে এর চাইতেও আগুয়ান এক কম চর্চিত কিংবদন্তী চরিত্র আছে। তিনি আদি সাঁওতাল বিদ্রোহের মহানায়ক, তৎকালীন বিহারের ভাগলপুর-সুলতানগঞ্জের তিলকপুর বনাঞ্চলের সাঁওতাল গোষ্ঠীপতি, বাবা তিলকা মাঝি (১৭৫০-১৭৮৫)। আজ থেকে ২৭৫ বছর আগে বিহারের ভাগলপুরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। বলা হয়, আগুনের মতো রক্তচক্ষু ছিল বলেই তাঁকে তিলকা নামে ডাকা হত! তিনি জাবরা পাহাড়িয়া নামেও পরিচিত ছিলেন। তিলকা মাঝির নেতৃত্বেই সিধো-কানহোর আধুনিক সাঁওতাল বিদ্রোহের ৭১ বছর আগে, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ভাগলপুর-সুলতানগঞ্জে ভারতের প্রথম সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান বা আদি সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল।

সিধো-কানহো বা বিরসা মুন্ডা যদি মহাকাব্যময় ভারতীয় জনজাতি বিদ্রোহের রাম-লক্ষ্মণ বা অর্জুন হন, তাহলে বিপ্লবী তিলকা মাঝিকে আমাদের ভারতীয় জনজাতি বিদ্রোহের বাল্মীকি বলতেই হবে। বাল্মীকি-- কারণ তাঁর পদাঙ্ক ধরেই অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর বৃটিশ ভারতে ১৫০ বছর ধরে সংগঠিত হয়েছিল কম করে ২৫টি জনজাতীয় বিদ্রোহ। যদিও এসব বিদ্রোহের সবক'টির পর্যাপ্ত লিখিত ইতিহাস নেই। ১৮৫৫-'৫৬-র সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহ বা 'উলগুলান' (১৮৯৯-১৯০০) এগুলোর অন্যতম। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, তিলকা মাঝির নেতৃত্বে সংগঠিত আদি সাঁওতাল বিদ্রোহই ছিল পরবর্তীকালে সংগঠিত ভারতের সকল ব্রিটিশবিরোধী গণসংগ্রামের সুতিকাগার। তিলকা মাঝিই প্রথম ভারতীয় যিনি সশস্ত্র ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তির-ধনুকের গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। শুধু ভারতবর্ষের নয়, গোটা পৃথিবীর তখনকার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তিলকা মাঝির এই হাড়হিম করা ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ ইতিহাসবিদদের কাছে আজও একটি বিস্ময় উদ্রেককারী ঘটনা। আরও মনে রাখতে হবে আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছরেরও বেশি আগে ইংরেজদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিলকা মাঝি যখন বিদ্রোহ করছেন, তখন মঙ্গল পান্ডে, ক্ষুদিরাম তো দূরের কথা, জার্মানির হিটলার, চিনের মাও সে তুং, ভারতের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-- এঁরা কেউই পৃথিবীতে আসেননি। তখনও এমনকি ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবেরও সূচনা হয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশে, এমনকি গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আধুনিক সভ্যতার আলো ফোটার আগেই অরণ্য-শ্বাপদময় বিহারে, সামাজিক বিপ্লব নয়, রীতিমতো রাজনৈতিক বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছিলেন ৩৪ বছরের সাঁওতাল তরুণ তিলকা মাঝি! সিধো, কানহো বা বিরসা মুন্ডার তখন জন্মই হয়নি। অরণ্যবেষ্টিত পল্লিতে পল্লিতে শালপাতার 'সারজম গিরা' পাঠিয়ে তিলকা, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সহজ-সরল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদিবাসীদের সংগঠিত করতেন। বলাবাহুল্য মধ্যযুগীয় ভারতে তখন মোগল আমলের শেষ পর্ব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন সদ্য সদ্য মোগলদের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি পেয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংস তখন সবে বাংলার বড়লাট হয়েছে। তার লক্ষ্য তখন যেনতেনপ্রকারেণ কোম্পানির তহবিল বাড়াও, ভারতীয়দের শোষণ করো!

ভারতীয় মহাফেজখানাগুলোতে রবার্ট ক্লাইভ, কর্নওয়ালিস বা ওয়ারেন হেস্টিংসের আলোকচিত্র থাকলেও ব্রিটিশবিরোধী প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী, প্রথম অ্যান্টি-ব্রিটিশ গেরিলা যোদ্ধা, দেশের প্রথম ফাঁসি শহিদ, তিলকা মাঝির ফোটো নেই। আমাদের কাছে যা আছে, তিলকা মাঝি থেকে শুরু করে সিধো-কানহো বা বিরসা মুন্ডা- প্রায় সবগুলোই আঁকা ছবি। তিলকা প্রসঙ্গে যৎসামান্য যা কিছু কথা আছে সেগুলোর অধিকাংশই আবেগতাড়িত আদিবাসী বুদ্ধিজীবী বা কিছু বিহারভিত্তিক মিডিয়ার লোকজনদের লেখা!

মনে রাখতে হবে, ৩০ জুন যে 'হুল দিবস' বা, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস' পালিত হয় সেই অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বিহারের ভাগনাডিহির মাঠে। জায়গাটি আজকের ঝাড়খণ্ডের রাজমহল পাহাড়ে। ১৮৫৫-র ৩০ জুন ১০ হাজার সাঁওতাল ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে সিধো-কানহো-চাঁদ-ভৈরব ও তাঁদের দুই বোন এক ঐতিহাসিক ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ, 'হুল মাহা' বা 'সাঁওতাল হুল' (সাঁওতালি ভাষায় বিদ্রোহকে হুল বলে) সংগঠিত করেছিল। এই বিদ্রোহই ঐতিহাসিক 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত এবং ২০২৫-এ এসে এই অভ্যুত্থান ১৭১ বছরে পড়ল। শুধু এই অভ্যুত্থানই নয় তিলকা মাঝির আদি সাঁওতাল বিদ্রোহের (এই বিদ্রোহকে কেউ কেউ পাহাড়িয়া বিদ্রোহও বলেছে) প্রেরণায় ভারতে কোল বিদ্রোহ, পাইক বিদ্রোহ, উলগুলান বা মুন্ডা বিদ্রোহ, ভিল বিদ্রোহ, ভুমিজ বিদ্রোহ বা গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা-র মতো বহু জনজাতি বিদ্রোহ হয়েছে।

তিলকা মাঝির নেতৃত্বে আদি সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া আদিবাসীরা ভাগলপুরের ব্রিটিশ ট্রেজারি লুট করে অনাহারক্লিষ্ট ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মধ্যে সেখানকার ধনভাণ্ডার বিতরণ করেছিলেন। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা তৎকালীন বিহারের রামগড়ের পঞ্জাব রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে ব্রিটিশ সেনাদের সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন। আর এই বিদ্রোহের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের এক প্রকাশ্য দিবালোকে তিলকা মাঝি নিজে তাঁর বিষ মাখানো তির দিয়ে ভাগলপুর ও সন্নিহিত এলাকার ব্রিটিশ কালেক্টর ও জজসাহেব, বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের স্নেহভাজন, ৩০ বছরের আগুয়ান স্কটিশ তরুণ, লেফটেন্যান্ট অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড সাহেবকে হত্যা করেছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে বনের মধ্য দিয়ে যাবার পথে উঁচু পাহাড়ের গোপন ডেরা থেকে তিলকা তাঁকে তির মেরেছিলেন। পরে জাহাজে করে লন্ডন যাত্রাপথে আক্রান্ত ক্লিভল্যান্ডের মৃত্যু হয়। লজ্জায় ও অপমানে ব্রিটিশরা কলকাতার সাউথ পার্কস্ট্রিটে ক্লিভল্যান্ডের সমাধিফলকে এই করুণ অপমৃত্যুর সঠিক কারণ লেখেননি। বহু চেষ্টার পরে ক্লিভল্যান্ড সাহেবকে বাঁচানো না গেলেও তিলকা মাঝিকে ব্রিটিশ সেনারা তাঁর জঙ্গলের গোপন ডেরা থেকে গ্রেপ্তার করে। বলা হয়, চারটি ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে ভাগলপুরের রাস্তা দিয়ে কয়েক মাইল ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে গেলে তিলকার দেহ ক্ষতবিক্ষত হলেও তিনি বেঁচে ছিলেন। এমতাবস্থায় ১৭৮৫-র ১৩ জানুয়ারি ভাগলপুরের কালেক্টরের বাংলোর সামনের একটি বটগাছে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়। এই ফাঁসিস্থলে এখন তিলকার মূর্তি আছে। তিলকা মাঝির ফাঁসিই ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রথম কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীর ঘোষিত ফাঁসি। এর সঙ্গেই ৩৫ বছরের বীর তিলকা মাঝির জীবনের যবনিকা নামে। তিলকা মাঝির স্মৃতিতে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ হয়, তিলকা মাঝি ভাগলপুর ইউনিভার্সিটি। ভাগলপুর-সুলতানপুরে তিলকার সম্মানে এখন অনেক স্মৃতিচিহ্ন! কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের লিখিত ইতিহাসে তিলকা মাঝি আজও কম উচ্চারিত, প্রায় ব্রাত্যই!

(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

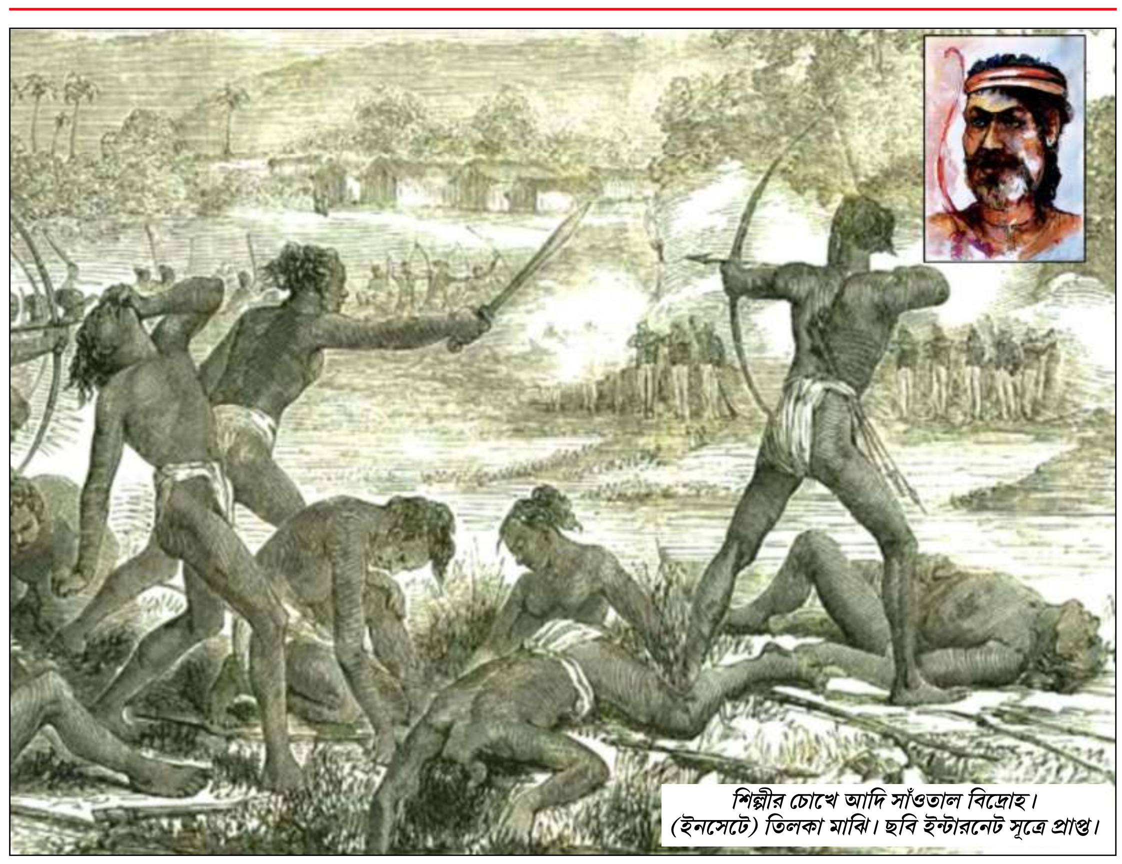

শিল্পীর চোখে আদি সাঁওতাল বিদ্রোহ। (ইনসেটে) তিলকা মাঝি। ছবি ইন্টারনেট সূত্রে প্রাপ্ত।

আজ

১৮৮২

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৮

ওস্তাদ রাশিদ খানের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশের গণতন্ত্র ও সামাজিক পরিকাঠামোর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা কখনও শত্রু নয়। শত্রু সীমান্তের ওপারে থাকতে পারে। দেশের ভিতরে থাকা উচিত নয়। সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিরা প্রায়ই সমালোচনার শিকার হন।

- জগদীপ ধনকর

ভাইরাল/১

শিম্পাজিটিকে রক্ষা করেছিলেন এক ব্যক্তি। বহুদিন বাদে তাদের দেখা হল। কিছু ফল নিয়ে এসেছিলেন বন্ধুর জন্য। আনন্দে শিম্পাজি তাঁকে জড়িয়ে ধরে। তারপর বন্ধুর আনা ফলগুলি নিয়ে আবার বনের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

ভাইরাল/২

সার্কাস দেখতে ভিড় জমেছে। লোহার ব্যারিকেডের ভিতরে রিংমাস্টাররা কয়েকটি সিংহ নিয়ে খেলা শুরু করেন। একটি সিংহ হঠাৎ রেগে গিয়ে রিংমাস্টারকে আক্রমণ করে। পাশের রিংমাস্টাররা তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। কোনওক্রমে রক্ষা পান তিনি।

জনমন
জনমত

ট্রেন্ডের নাম হলুদ-জল

নেট দুনিয়ার জগতে পা রাখলেই সর্বত্র চোখে পড়ছে হলুদ-জলের বিভিন্ন ভিডিও। মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট অন করে সেটা উলটে রেখে অন্ধকার ঘরে একটা কাচের গ্লাস, বোতল বা যে কোনও পাত্রে জল ভরে তাতে এক চামচ হলুদ গুঁড়ো ফেললেই ম্যাজিক। উজ্জ্বল আভার বিচ্ছুরণ। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই এতে বেশ আনন্দিত। আর সেটাকে কেন্দ্র করে কত না রিলস, ভিডিও বানানো হচ্ছে। এই হলুদ-জলের ধামাকায় কেউই কিন্তু পিছিয়ে নেই।

কোনওকিছুর ট্রেন্ড তখনই হয় যখন তার প্রাচুর্যতা থাকে বেশি। যা ক্ষতিকারক নয় এবং যা সহজেই করা সম্ভব হয়। কিন্তু কী এই হলুদ-জল? কী এর রহস্য? আসলে এখনকার ব্যস্ততম জীবনে আমরা প্রায় সবাই কমবেশি একটু আনন্দ খুঁজি। কিছুদিন আগে ট্রেন্ড ছিল, একটা বোতলের মুখ ছিদ্র করে তাতে জল ভর্তি করে চারদিকে জল ছিটিয়ে ছবি তোলা বা রিলস বানানো। এরপর এল ঘিবলি আর্ট। লকডাউনে ছিল ডালগোনা কফি। এখন হলুদ-জলের পাশাপাশি বেশ চলছে বকুলতলায় মেলার গান।

এই হলুদ-জলের ভিডিও প্রায় সবাইকে বেশ আকৃষ্ট করেছে, বিশেষত শিশুদের। তবে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। কিন্তু অত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পেছনে না ছুটে ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে নিজে ভালো থাকলে এবং অন্যকে ভালো রাখলে ক্ষতি কী?

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

সমগ্র শিক্ষা মিশনকে সাধুবাদ

সম্প্রতি মানেকা গান্ধি ম্যাডামের পরামর্শ মোতাবেক এ রাজ্যের সমগ্র শিক্ষা মিশন বিভিন্ন স্কুল চত্বরের আশপাশের পথকুকুরদের নিয়মিত মিড-ডে মিলের উদ্বৃত্ত খাবার দিতে সব জেলার শিক্ষা আধিকারিকদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছে। সেইসঙ্গে পথকুকুরদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করতেও নির্দেশ দিয়েছে।

মিড-ডে মিলের সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে এই কর্মসূচি পরিচালিত হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষ এবং পথকুকুরদের মধ্যে সংঘাত কমবে। তাছাড়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাণীদের প্রতি কিশোরদের মনে যেমন সহানুভূতি বাড়বে, তেমনই মানুষের প্রতি ভালোবাসাও বাড়বে, যা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য বাড়বে। কারণ সংবিধানের ৫১এ (জি) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া সব নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য। রাজ্যের সমগ্র শিক্ষা মিশনের এই নতুন সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্কুলে পশুদের মিড-ডে মিল ও কিছু প্রশ্ন

পঞ্চায়েত, পুরসভা উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহ করে পথে বিড়াল, ছাগল, গোরুকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিক। এটা কি খুব বেশি চাওয়া?

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

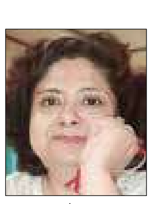

শ্রীমতি মানেকা গান্ধির ইচ্ছায় সম্প্রতি আমাদের রাজ্য সরকার একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। যেখানে বলা হয়েছে সরকারি বিদ্যালয়গুলির মিড-ডে মিলের উদ্বৃত্ত খাদ্য খাওয়াতে হবে পথকুকুরদের এবং বিষয়টি দেখাশোনার দায়িত্ব একজনকে দিতে হবে। এটা যে খুবই ভালো উদ্যোগ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পথের কুকুর, বিড়াল, গোরু, ছাগল সকলের প্রতি আমাদের মনুষ্যজাতির কিছু দায়িত্ব রয়ে গিয়েছে। আমরা অবশ্যই আমাদের সন্তানদের ছোট থেকেই শিক্ষা দিয়ে এদের ভালোবাসতে এদের ওপর অত্যাচার না করতে এবং পারলে এদের সঙ্গে খাবার ভাগ করতে শেখাই। এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে, পাড়াগতভাবে এবং বহু মানুষ এনজিও স্থাপন করে এই ধরনের কাজগুলো করেন। এখন প্রশ্ন হল সরকারি নির্দেশিকা জারির অর্থ 'বাধ্যতামূলকভাবে' প্রতিটি স্কুলের মিড-ডে মিলের উদ্বৃত্ত খাবার পথকুকুরদের খাওয়াতে হবে। উদ্বৃত্ত অন্ন খাওয়ানোর নির্দেশিকা নিয়ে বলার কিছু নেই।

কিন্তু প্রশ্ন অন্য জায়গায়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্কুলে সীমানা প্রাচীর বলতে কিছু নেই। একই সঙ্গে মিড-ডে মিল খাওয়ার মতো ঘর নেই বাচ্চাদের। বাচ্চারা রোদে জলে ধুলোবালির ওপর বসে, দাঁড়িয়ে মিড-ডে মিল নামক বস্তুটি খায়। সামান্য বরাদ্দে খাবারদাবারের গুণমান নিয়ে নাইবা বললাম। আবার এই সামান্য খাবারটি ও পশ্চিমবাংলার বহু বাচ্চার কাছে মহার্ঘ। সে যাই হোক এবার সীমানা প্রাচীর না থাকায় রান্না করা থেকে খাবার সময় পর্যন্ত তাদের বিরক্ত করবার জন্য কুকুর, ছাগল, গোরু অবাধে প্রবেশ করতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্কুলগুলির কর্মীরা লাঠি হাতে এদের তাড়ানোর দায়িত্ব নেন। না, শারীরিকভাবে কোনও আঘাত করা উদ্দেশ্য মোটেই নয়। বরং শিশুগুলি শান্তিতে যাতে খেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

মানেকা গান্ধি একটু এগিয়ে ভেবেছেন। তিনি পশুপ্রেমী সবাই জানে। আমাদের চেয়ে নিশ্চয়ই তার পশুপ্রেমের গভীরতা অনেক বেশি। এবং ক্ষমতাও। সেজন্য তিনি আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখেন। কাজেই তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এই আইন। বদলে আমাদেরও কিছু আর্জি আছে। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের আওতায় আনা হোক। পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলি এই উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যাক। পথে বিড়াল, ছাগল, গোরু সকলকে খাওয়ানোর দায়িত্ব এই পুরসভা বা পঞ্চায়েতগুলি নিক। স্কুলগুলো সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হোক। নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে ছোটরা নিরাপদে স্কুল করুক। পথকুকুর, বিড়ালদের চিকিৎসার দায়িত্ব সরকার নিক। স্থানীয় প্রশাসনকে এসব দায়িত্ব দেওয়া হোক।

খুব বেশি চাইলাম? এখন তো স্কুলগুলিতে পড়াশোনা বাদে আর সবকিছুকেই খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। যে কারণে সরকারি স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা কমতে কমতে তলানিতে। অনেক স্কুল উঠেই গিয়েছে। কর্মচারী নিয়োগের বালাই নেই। নিয়োগ দুর্নীতির ঠেলায় তার নাভিশ্বাস উঠেছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ পুষ্ট হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। সরকারি স্কুলের সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নতির দিকে বরং সরকার মন দিক। স্কুলের শিক্ষকরা পড়ুয়াদের পশুপ্রেম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সেটা নিয়ে এত চিন্তিত হবার কিছু হয়নি। সবাই সবার কাজটা মন দিয়ে করলে বরং সমাজের সামগ্রিকভাবে মঙ্গল হবে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক। রায়গঞ্জের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮০

পাশাপাশি : ১। তেজ, পরাক্রম, জাঁকজমক ৩। আয়ুর্বেদগ্রন্থ-রচয়িতা প্রাচীন ঋষিবিশেষ ৫। পাপীদের ত্রাণকর্তা ৬। তামা, পিতল ইত্যাদি ধাতুপাত্রের দাগ বা মালিন্য, অখ্যাতি, কেলেঙ্কারি ৭। পদাতিক সৈনিক, লাঠিয়াল, পেয়াদা ৯। অসংবদ্ধ ও অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা, আবোলতাবল বলা ১২। ধার, প্রান্ত, কূল, তীর ১৩। তরবারি, অসি, খড়্গ।

উপর-নীচ : ১। দাঁড়কাক ২। বাদ্যকর হিন্দু জাতিবিশেষ ৩। উগ্র বা কঠোর তপস্যায় অভ্যস্ত ৪। সূর্য, গ্রীষ্মকাল ৫। কাদা, পাঁক ৭। সিকিভাগ, পোয়া অংশ, বর্তমানে অপ্রচলিত ভারতীয় মুদ্রাবিশেষ, সামান্য অংশ ৮। চাতকপাখি, গৌরবর্ণ তিতির পাখি, মুনিবিশেষ ৯। ধনুকধারী, ধনুর্ধর ১০। বন্ধু, বয়স্য, সঙ্গী, ফাজিল লোক ১১। নলযুক্ত প্রাচীন আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।

সমাধান ■ ৪১৭৯

পাশাপাশি : ১। পালকি ৪। পগার ৫। শিবা ৭। সপাটে ৮। তহকিক ৯। হাবাগোবা ১১। বরাক ১৩। ফিট ১৪। বঙ্কুর ১৫। ফিচেন।

উপর-নীচ : ১। পানস ২। কিপটে ৩। মরকত ৬। বার্ণিক ৯। হানাফি ১০। বাঘবন্দি ১১। বরফি ১২। কচাল।

বিন্দুবিসর্গ

আচ্ছন্ন সৌগত

অবস্থার অবনতি হয়েছে দমদমের সাংসদ সৌগত রায়ের। দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি ভর্তি রয়েছেন। গভীর আচ্ছন্নবোধ করছেন তিনি।

ধর্ষণে সমন

ধর্ষণ, জোর করে গর্ভপাত করানোর অভিযোগে অভিযুক্ত পদ্মশ্রী প্রাপ্ত কার্তিক মহারাজকে থানায় হাজিরার নোটিশ দিল মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার পুলিশ।

মেট্রো বিভ্রাট

সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই সকাল থেকে দফায় দফায় মেট্রো বিভ্রাটে নাজেহাল হলেন হাজার হাজার যাত্রী। বৃষ্টির জেরে চাঁদনি চক ও সেন্ট্রাল স্টেশনের মাঝে লাইনে জল জমে। ফলে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে ট্রেন চলাচল।

শপথগ্রহণ

রাজ্যের তথ্য কমিশনার হিসেবে শপথ নিলেন সঞ্চিতা কুমার সান্যাল ও মৃগাঙ্ক মাহাতো। মৃগাঙ্ক প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ ও সঞ্চিতা রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের স্ত্রী।

রাজনৈতিক তর্জা ২ ফুলের

ফাঁসি দাবি পদ্মের প্রতিনিধিদলের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩০ জুন : রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ করল কসবা কাণ্ডে রাজ্যে আসা বিজেপির তথ্যানুসন্ধানকারী দল। সম্প্রতি কসবার ঘটনার তদন্তে ৪ সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল গড়ে দিয়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সোমবার সেই তদন্তে তথ্য সংগ্রহে এসে যেভাবে প্রতি পদে পদে তাঁদের বাধা পেতে হয়েছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে, তার বিরুদ্ধে এদিন ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপির কেন্দ্রীয় তথ্যানুসন্ধানকারী দলের সদস্যরা। তদন্তকারী দলের অন্যতম সদস্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'পহলগাম, হাথরাসের জন্য যদি আপনি দল পাঠাতে পারেন, তাহলে এরাজ্যের ঘটনায় বিজেপির কেন্দ্রীয় দল এলে এত বাধা কেন?'

কসবার ঘটনায় পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে আসা জাতীয় মহিলা কমিশনকে বাধার মুখে পড়তে হয়। নাড্ডার গড়া কেন্দ্রীয় তথ্যানুসন্ধানকারী দলের সফর নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছিল। সেই কারণে এদিন প্রতিনিধিদলকে নিয়ে লালবাজারে যান সুকান্ত। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রতিনিধিদলটি কসবা 'ল' কলেজে যায়। প্রতিনিধিদলের সেখানে আসার খবর পেয়ে এলাকায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রথম ঢুকতে বাধা দেওয়া হলেও পরে স্থানীয় পুলিশ কর্তারা লালবাজারের সঙ্গে কথা বলার পর সুকান্ত সহ প্রতিনিধিদলকে 'ল' কলেজের ভিতরে ঢুকতে অনুমতি দেয়।

সাউথ ক্যালকাটা আইন কলেজে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম।-রাজীব মণ্ডল

> আমরা সব ধর্ষণেই ফাঁসি চাই। কিন্তু আমাদের চাওয়ার ওপর বিচার নির্ভর করে না। আরজি করে তথ্য ও প্রমাণ লোপাট করেছিল পুলিশ।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর মীনাক্ষী বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডে এই সরকারের বিরুদ্ধেই তথ্য লোপাটের অভিযোগ রয়েছে। আমরা কোনও তথ্য লোপাট করতে এখানে আসিনি। তা সত্ত্বেও প্রতি পদে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে।' লেখির দাবি, 'পুলিশ কমিশনার বলেছেন কসবার ঘটনায় তাঁরা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলছেন। দোষীর আইনানুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। কিন্তু আমরা দোষীর ফাঁসি চাই।'

তৃণমূলের অভিযোগ, রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই এরাজ্যে পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় দল। অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যে ওই ধরনের প্রতিনিধিদল পাঠানো হয় না। অভিযোগের জবাবে ত্রিপুরার সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বলেন, 'এখানে সরকার অপরাধকে প্রশ্রয় দেয়। অপরাধীকে আশ্রয় দেয়।'

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ কলেজ

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ জুন : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ বন্ধ থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কলেজের ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত আপাতত গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তে সমস্ত বিএ.এলএলবি ও এলএল.এম ক্লাস বন্ধ থাকবে। কলেজ চত্বরে প্রবেশ করতে পারবেন না কোনও পড়ুয়া। সোমবারই মনোজিৎ মিশ্র ও তাঁর দুই শাগরেদকে বহিষ্কার করার সুপারিশ করেছে ডিপিআই।

উচ্চশিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, কলেজে মেল করে জানানো হয়েছে, অবিলম্বে জিবি বৈঠক ডেকে এই সুপারিশ কার্যকর করতে হবে। এদিনই ধৃত বাকি দু'জন ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছেন, ওই দিন মনোজিতের নির্দেশেই তাঁরা এই কাজ করেছিলেন। ঘটনার দিন বিকেলের পর থেকে কারা কারা কলেজে ছিলেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করেছে পুলিশ। বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। ঘটনার জল গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্টে এক আইনজীবীর আবেদনের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের হয়েছে। হাইকোর্টে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আইনজীবীরা। তিনটি জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে আদালত।

কলেজ কর্তৃপক্ষের নোটিশে দিয়ে জানিয়েছেন, পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত আপাতত বন্ধ থাকবে কলেজ। ফলে চিন্তায় পড়েছেন পড়ুয়ারা। পাশাপাশি নিরাপত্তার দাবিতে এদিন কলেজে আসে একদল পড়ুয়া। তাঁরা ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোনও জবাব আসেনি। নির্যাতিতার দুবার মেডিকেল লিগ্যাল টেস্টে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ উঠে এসেছে। দ্বিতীয় পরীক্ষায় ঘাড়ে আঁচড়ের দাগ, যৌনাঙ্গে আঘাতের প্রমাণ, রক্তপাতের প্রমাণ মিলেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে, ওই দিন রাতে ঘটনার কথা যাতে বাইরে ছড়িয়ে না যায় সেই কারণে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল নিরাপত্তারক্ষীর মোবাইল ফোন। ঘটনার দিন বিকেলে ৪টের পর কারা কারা কলেজে ছিলেন, আর কেউ সাক্ষী কি না তা জানতে ১৭ থেকে ২০ জনের তালিকা তৈরি করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ঘটনার পর থেকে নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার থানায় অভিযোগ জানাতে যাচ্ছে কি না তা নজর রাখছিল মনোজিৎ ও তাঁর দুই শাগরেদ।

মনোজিৎকে বরখাস্তের সুপারিশ

দাপুটে নেতা পক্ষে থাকায় বেলাগাম

মনোজিতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে দ্বিধা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জুন : সাউথ ক্যালকাটা আইন কলেজে গণধর্ষণে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র ওরফে ম্যাঙ্গোর মাথায় হাত ছিল দক্ষিণ কলকাতার এক দাপুটে তৃণমূল নেতার। ওই তৃণমূল নেতার পুজোতেও দাপট দেখিয়েছিলেন মনোজিৎ। এর আগেও তিনবার মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার ওই নেতার এক ফোনেই পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। দক্ষিণ কলকাতার ওই নেতাকে নিয়ে দলের অভ্যন্তরেই চরম ক্ষোভ রয়েছে। এর আগে কসবা এলাকায় স্থানীয় কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ করে গুলি করার ঘটনায় অভিযুক্তকে মদত দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ওই নেতার বিরুদ্ধে। ওই কাউন্সিলার এই নিয়ে প্রকাশ্যেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন কলেজে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মোটা টাকা 'তোলা' তুলতেন অভিযুক্ত মনোজিৎ। সেই টাকার ভাগ পৌঁছোত দক্ষিণ কলকাতার ওই নেতার কাছে। আর তাই ওই নেতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন মনোজিৎ। ওই নেতার পুজোয় রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াতেন তিনি। রাত একটু গড়ালেই চলত ফূর্তির আসর। শুধু মদ নয়, আরও অনেক মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও থাকত। ওই নেতার সঙ্গে মনোজিতের ছবি ভাইরালও হয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব। মদন মিত্র, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতারা প্রকাশ্যে আলটপকা মন্তব্য করায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

তৃণমূল সূত্রে খবর, ওই নেতার সঙ্গে এলাকার প্রোমোটার, তোলাবাজ ছাত্রনেতা, অনৈতিক ব্যবসায়ীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের খবর আইন কলেজের গণধর্ষণের পরই কানে এসেছে দলের শীর্ষনেতাদের কাছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সঙ্গে কথা বলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত এই নেতাকে 'সেন্সর' করতে নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক।

বিজেপি সমর্থকের সঙ্গে 'রিক্লেইম দ্য নাইট' সমর্থকের বাকযুদ্ধ। ছবি-আবির চৌধুরী।

প্রতিবাদেও হুলস্থূল

কলকাতা, ৩০ জুন : কসবা কাণ্ডের পর থেকেই বিরোধী ও সাধারণ নাগরিকদের মিছিলে কলকাতার রাজপথ উত্তপ্ত হচ্ছে। সোমবারও পথে নামে একাধিক সংগঠন। সোমবার কসবা থানা থেকে ল কলেজ পর্যন্ত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিল করেন ১০ থেকে ১২টি কলেজের ছাত্রছাত্রী ও প্রাক্তনীরা। তাঁদের দাবি, যাঁরা ভবিষ্যতে মানুষের হয়ে লড়বেন তাঁদের নিরাপত্তা কোথায়। কলেজের সামনে এদিন বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির যুব সংগঠনের কর্মী-সমর্থক ও রাতদখলকারী নাগরিক মঞ্চ। এই নিয়ে দুপক্ষের ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বেলেঘাটার মুচি বাজার থেকে মশাল মিছিল করে উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তরফে কলেজস্ট্রিটে বিদ্যাসাগর মূর্তির বিপরীতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করা হয়।

অভিষেকের ফোন কল্যাণ, মহুয়াকে

কলকাতা, ৩০ জুন : কসবা কাণ্ড নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করে দলের ভর্ৎসনার শিকার হয়েছেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই কল্যাণকে প্রকাশ্যে কটাক্ষ করেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সোমবারই বিরক্ত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুই সাংসদকেই ফোন করে সতর্ক করে দিয়েছেন। আগামীদিনে তাঁরা প্রকাশ্যে এই জাতীয় বিতণ্ডায় জড়ালে দল যে কঠোর পদক্ষেপ করবে, সেই হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। দলের শৃঙ্খলার কথা মনে করিয়ে দিয়ে ওই দুই সাংসদকে অভিষেক বলেছেন, 'দলের শৃঙ্খলা সবার ওপরে। কারও ব্যক্তিগত মন্তব্যের জন্য দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হলে দল তা বরদাস্ত করবে না।' যদিও এই নিয়ে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলেন, 'ইটস এ

ক্লোজড চ্যাপ্টার।' সাংসদ মহুয়া মৈত্র ফোন তোলেননি।

তৃণমূল সূত্রের খবর, কসবা কাণ্ডে অত্যন্ত অস্বস্তিতে শাসকদল। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভালো চোখে দেখছেন না। বরং এই ইস্যুতে দলের কে কে যুক্ত রয়েছেন, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ কলকাতার এক নেতার হাত অভিযুক্ত মনোজিতের মাথায় রয়েছে বলে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে রিপোর্ট দিয়েছে পুলিশ। তৃণমূল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কসবা কাণ্ডকে মোকাবিলা করতে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে পালটা হাতিয়ার করা হবে। কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে এক মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। সোমবার সকাল থেকেই কেন কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হবে না, তা নিয়ে পালটা প্রচারও শুরু করেছে তৃণমূল। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, তা দক্ষিণ কলকাতা নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

আদিবাসী বিদ্রোহের ডাক শুভেন্দুর মুখে

'নেতা হয়ে আসিনি, আমি কুটুম্ব'

কলকাতা, ৩০ জুন : হুল দিবসে জঙ্গলমহলে গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জঙ্গলমহলে আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের প্রশ্ন উসকে দিয়ে সোমবার শুভেন্দু বলেন, 'অধিকার কেউ দেয় না, অধিকার আদায় করতে হয়। তার জন্য প্রয়োজনে নতুন করে বিদ্রোহ করতে হবে।' জল, জঙ্গলের অধিকারের প্রশ্নে আদিবাসীদের ক্ষোভ নতুন কিছু নয়। কিন্তু উত্তরোত্তর সেই ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশ প্রশাসনের হাতে নিগৃহীত হতে হচ্ছে আদিবাসীদের। এদিন প্রশাসনের সেই দমনপীড়নের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সরব হওয়ার ডাক দিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন শুভেন্দু।

সমবেত জনতার উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, যে অধিকার সংবিধান দিয়েছিল এই সরকার তা কেড়ে নিয়েছে। তিনি বলেন, সব ক্ষেত্রেই অস্থায়ী এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ফলে শিক্ষা থেকে চাকরিতে আদিবাসীরা সংরক্ষণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পাহাড় থেকে জঙ্গল থেকে নদী বেওয়ারিশ চুরি হচ্ছে। পুলিশ ও বালি মাফিয়াদের দাপটে জল, জঙ্গল, জমিনের অধিকার হারাতে বসেছে আদিবাসীরা। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আদিবাসীদের গ্রেপ্তারের মুখে পড়তে হয়েছে লালগড়ে। অথচ রাজনৈতিক কারণে আদিবাসীদের উন্নয়নের বিরোধিতা করে চলেছে এই সরকার। আদিবাসীদের জন্য কেন্দ্রের টাকায় এই রাজ্যে ৯টি একলব্য স্কুল চালুর প্রস্তাব জমি না দিয়ে ফেলে রেখেছে এই সরকার। প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডে অবিজেপি সরকার থাকা সত্ত্বেও সেখানেও এই স্কুল হয়েছে। অথচ এরাজ্যে তার বিরোধিতা করা হচ্ছে। ওড়িশার প্রান্তিক আদিবাসী মহিলা দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি করেছেন নরেন্দ্র মোদি। ছত্তিশগড় ও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ।

হুল দিবসের অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার। ছবি-চিত্ত মাহাতো।

শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আদিবাসীদের মর্যাদা দেয়, আর এই রাজ্য সরকার কুর্মির সঙ্গে আদিবাসী, আদিবাসীর সঙ্গে কুর্মিদের মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে বিভাজনের রাজনীতি করে।

জঙ্গলমহলের মানুষের আস্থা অর্জন করতে এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'আমি বিজেপির নেতা হিসেবে এখানে আসিনি। এসেছি আপনাদের কুটুম্ব হয়ে।' তৃণমূলে থাকাকালীন পূর্ব মেদিনীপুরের পাশাপাশি জঙ্গলমহলেরও দায়িত্ব ছিল শুভেন্দুর। সেই সুবাদে জঙ্গলমহলের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ। এদিন সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

যোগ্যদের ডেপুটেশন

কলকাতা, ৩০ জুন : রাজ্য জুড়ে ডিআই অফিস অভিযান করলেন 'যোগ্য' শিক্ষকরা। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার ছাড়া শিলিগুড়ি, মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর সহ উত্তরের প্রতিটি জেলাতে জেলা পরিদর্শকের অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন সেখানের শিক্ষকরা। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গেও গণ ডেপুটেশন কর্মসূচি হয়েছে। 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সার্টিফায়েড তালিকা প্রকাশের পাশাপাশি চাকরিতে বহাল বেতন প্রাপক শিক্ষকদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশের দাবি জানানো হয়েছে জেলা পরিদর্শকদের কাছে। শিক্ষকদের ছুটি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানেরও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের শিক্ষক রাকেশ আলম জানিয়েছেন, 'ওবিসি জট না কাটিয়ে পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ স্থগিত রাখতে হবে। আমাদের জেলায় প্রচুর শিক্ষকদের অভিযোগ, ধার্য ছুটি দিচ্ছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ। অবশ্য স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ডিআই অফিসের নির্দেশেই নাকি এমন পদক্ষেপ। জেলা পরিদর্শককে আমরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে নাকচ করেছেন। আবার পরীক্ষায় বসতে গেলে আমরা পাঁচঘণ্টা ধরে স্কুলে যাতায়াত করতে পারব না। প্রস্তুতি নিতে ছুটির প্রয়োজন। তাই এই বিষয়ক আর কোনও সমস্যা যাতে না হয়, সেই অনুরোধ আমরা ডিআইকে জানিয়েছি।' জলপাইগুড়ির কুকুরজান হাইস্কুলের শিক্ষিকা সেলিনা আখতারের বক্তব্য, 'আমরা 'যোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ নিয়ে ডিআইকে জানিয়েছি। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ বিকাশ ভবনের দায়িত্ব। ডিআই আমাদের প্রতিটি অনুরোধ শিক্ষাদপ্তরকে জানাবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।'

মুখ্যসচিবের মেয়াদ বৃদ্ধি

কলকাতা, ৩০ জুন : রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে মনোজ পন্থের মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবারই তাঁর কর্মজীবনের শেষদিন ছিল। আগেই তাঁর ৬ মাসের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। অবশেষে এদিন বিকালেই তাঁর মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের পার্সোনেল অ্যান্ড গ্রিভান্সেস অ্যান্ড পেনশনস মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি ভূপিন্দর পাল সিং এই নিয়ে নবান্নকে চিঠি পাঠিয়েছেন। প্রশাসনিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে মনোজ পন্থকে আরও ৬ মাস এক্সটেনশন দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন

পরীক্ষা / নিয়োগ পরীক্ষা (আরটি) - ২০২৬-এর সময়সূচি

ক্রমিক নং	পরীক্ষার নাম	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	পরীক্ষা শুরুর তারিখ	পরীক্ষার সময়কাল
১.	ইউপিএসসি- আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			১০.০১.২০২৬ (শনিবার	২ দিন
২.	ইউপিএসসি- পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			১৭.০১.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
৩.	কম্বাইন্ড জিও সাইনটিস্ট (প্রাথমিক) পরীক্ষা ২০২৬	০৩.০৯.২০২৫	২৩.০৯.২০২৫	০৮.০২.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
৪.	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (প্রাথমিক) পরীক্ষা ২০২৬	১৭.০৯.২০২৫	০৭.১০.২০২৫	০৮.০২.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
৫.	সিবিআই (ডিএসপি) এলডিসিই	২৪.১২.২০২৫	১৩.০১.২০২৬	২৮.০২.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
৬.	সিআইএসএফ - এসি (এগ্জই) এলডিসিই-২০২৬	০৩.১২.২০২৫	২৩.১২.২০২৫	০৮.০৩.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
৭.	এন.ডি.এ এবং এন.এ - পরীক্ষা (১), ২০২৬	১০.১২.২০২৫	৩০.১২.২০২৫	১২.০৪.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
৮.	সি.ডি.এস - পরীক্ষা (১) ২০২৬				
৯.	সিভিল সার্ভিস (প্রাথমিক) পরীক্ষা ২০২৬	১৪.০১.২০২৬	০৩.০২.২০২৬	২৪.০৫.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
১০.	ভারতীয় বন পরিষেবা (প্রাথমিক) পরীক্ষা ২০২৬ সিএস(পি) ২০২৬ পরীক্ষার দ্বারা				
১১.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			০৬.০৬.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
১২.	আই.ই.এস / আই.এস.এস পরীক্ষা, ২০২৬	১১.০২.২০২৬	০৩.০৩.২০২৬	১৯.০৬.২০২৬ (শুক্রবার)	৩ দিন
১৩.	কম্বাইন্ড জিও সাইনটিস্ট (মেইন) পরীক্ষা ২০২৬			২০.০৬.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
১৪.	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস (মেইন) পরীক্ষা ২০২৬			২১.০৬.২০২৩ (রবিবার)	১ দিন
১৫.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			০৪.০৭.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
১৬.	কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী (এসি) পরীক্ষা ২০২৬	১৮.০২.২০২৬	১০.০৩.২০২৬	১৯.০৭.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
১৭.	সম্মিলিত চিকিৎসা পরিষেবা ২০২৬	১১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৬	০২.০৮.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
১৮.	ইউপিএসসি পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			০৮.০৮.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
১৯.	সিভিল সার্ভিস (মেইন) পরীক্ষা ২০২৬			২১.০৮.২০২৬ (শুক্রবার)	৫ দিন
২০.	এন.ডি.এ এবং এন.এ পরীক্ষা (২) ২০২৬	২০.০৫.২০২৬	০৯.০৬.২০২৬	১৩.০৯.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
২১.	সিডিএস পরীক্ষা (২), ২০২৬				
২২.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			২৬.০৯.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
২৩.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			১০.১০.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
২৪.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			৩১.১০.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
২৫.	ভারতীয় বন পরিষেবা (মেইন) পরীক্ষা ২০২৬			২২.১১.২০২৬ (রবিবার)	৭ দিন
২৬.	এস.ও / স্টেনো (জিডি-বি / জিবি - আই) এলডিসিই	১৬.০৯.২০২৬	০৬.১০.২০২৬	১২.১২.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
২৭.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			১৯.১২.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন

দ্রষ্টব্য :- বিজ্ঞপ্তির তারিখ, পরীক্ষাগুলির / আরটিগুলির সংঘটিত হওয়ার তারিখ এবং সময়কাল পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

CBC-55101/14/0002/2526

ত্রাণ চেয়ে।। *প্যালেস্তাইনের একটি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে ছোটদের ভিড়। -এএফপি*

আজ থেকে বাড়ছে রেলভাড়া

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : ভারতীয় রেল যাত্রী-পরিষেবায় ১ জুলাই, মঙ্গলবার থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কার্যকর করতে চলেছে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে ভাড়াবৃদ্ধি, টিকিট বুকিং নিয়মে সংশোধন, চার্ট তৈরির সময় পরিবর্তন এবং আধার-নির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রেলমন্ত্রকের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করা হয়েছে।

রেলমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ২০২০ সালের পর এই প্রথম ভাড়াবৃদ্ধি করা হচ্ছে। নন-এসি মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনে প্রতি কিলোমিটারে ১ পয়সা এবং এসি ট্রেনে প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। তবে উপনগরীয় ট্রেন, ৫০০ কিলোমিটারের কম দূরত্বের দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিট এবং মাসিক পাসের ক্ষেত্রে কোনও ভাড়াবৃদ্ধি হচ্ছে না বলেই জানিয়েছে রেল।

তাছাড়া এসি কোচে অপেক্ষমাণ টিকিটের সংখ্যা বেড়ে মোট আসনের ৬০ শতাংশ পর্যন্ত করা হয়েছে। এতদিন এই সীমা ছিল ২৫ শতাংশ। যাত্রীদের অসুবিধা ও কোচ ফাঁকা পড়ে থাকার অভিযোগ আসার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বুকিং, ওয়েটিং লিস্ট সহ গুচ্ছ পরিবর্তন

স্লিপার ও সেকেন্ড ক্লাস কোচের ক্ষেত্রে অপেক্ষমাণ টিকিটের সীমা নির্ধারিত হয়েছে মোট আসনের ৩০ শতাংশ। যাত্রীদের চাপ সামলে সর্বোচ্চ সংখ্যক যাত্রীর ভ্রমণ নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে রেলমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে।

বদল হয়েছে ওয়েটিং লিস্টের ক্ষেত্রেও। আগে যেখানে ট্রেন ছাড়ার মাত্র ৪ ঘণ্টা আগে প্রথম সংরক্ষণ তালিকা (চার্ট) প্রকাশ হত, সেখানে এখন তা ট্রেন ছাড়ার ৮ ঘণ্টা আগে প্রকাশিত হবে। কিছু ট্রেনে পরীক্ষামূলকভাবে এই নিয়ম চালু ছিল, এবার তা সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১ জুলাই থেকে যে কোনও তৎকাল টিকিট (অনলাইন বা কাউন্টার থেকে) কাটতে গেলে আধার সংযুক্ত ইউজার আইডি থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫ জুলাই থেকে বাড়তি নিরাপত্তার জন্য আধার-লিঙ্কড মোবাইলে পাঠানো ওটিপি ছাড়া বুকিং সম্পূর্ণ করা যাবে না।

একসঙ্গে বেশি বুকিং কমাতে এবং সাধারণ যাত্রীদের অগ্রাধিকার দিতে প্রতিদিন তৎকাল বুকিং শুরু হওয়ার প্রথম ৩০ মিনিটে কোনও এজেন্ট টিকিট কাটতে পারবেন না বলে ঘোষণা করেছে রেল।

এক ছাতায় চিন-পাক-বাংলাদেশ!

ভারতকে বাদ দিয়ে নয়া জোটের চর্চা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : ভারতীয় উপমহাদেশে ভারতকেই একঘরে করার চেষ্টা করছে চিন। সম্প্রতি চিনের কুনমিংয়ে চিন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিদেশসচিবদের বৈঠকের পর সেই উদ্যোগে গতি এসেছে। বাংলাদেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন কোনও জোট গঠনের চেষ্টার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পাকিস্তানের তরফে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। সেদেশের একটি প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, 'আঞ্চলিক সংহতি' এবং 'যোগাযোগ'-এর স্বার্থে একটি নতুন জোট গঠন 'সময়ের প্রয়োজন' বলে মনে করছে পাকিস্তান ও চিন। সেই জোটে বাংলাদেশের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশকে শামিল করা হবে। নতুন জোট যে সার্কের বিকল্প হয়ে উঠবে, সেই কথাও বলা হয়েছে প্রতিবেদনে।

জোর চেষ্টা

- দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন জোট গঠনের চেষ্টায় চিন-পাকিস্তান। শামিল হচ্ছে বাংলাদেশও
- চিনের কুনমিংয়ে তিন দেশের বিদেশসচিবদের বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে খবর
- সার্কের পরিবর্তে নতুন জোটের ভাবনা
- বাংলাদেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন বিষয়টি অস্বীকার করলেও পাকিস্তানের তরফে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে

পাক ও চিনা নেতৃত্বের আশা নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের সরকার অচিরে সার্কের বিকল্প জোটে যাওয়ার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দেবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতকেও চিন, পাকিস্তান প্রভাবিত জোটে শামিল হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে। তবে দুই দেশের ধারণা, সেই ডাকে দিল্লির সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই। বাংলাদেশে পালাবদলের পর ভারতীয় উপমহাদেশে সার্ককে পাশ কাটিয়ে চিন, পাকিস্তানের নতুন জোট গঠনের উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

২০১৪-তে কাঠমান্ডু সম্মেলনের পর থেকে কার্যত নিষ্ক্রিয় রয়েছে সার্ক। এই নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ ছিল আঞ্চলিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ধারাবাহিক বাধা দান। ২০১৪-তে সার্ক মোটর যান চুক্তিতে ভেটো দিয়েছিল পাকিস্তান। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার এক দেশ থেকে অন্য দেশে অবাধে গাড়ি যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। জট কাটাতে পরের বছর বিবিআইএন মোটর যানবাহন চুক্তিতে সই করে ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান এবং নেপাল। এখন চিনকে পাশে নিয়ে সেই পাকিস্তানের নতুন জোট গঠনে সক্রিয়তা যে তাদের চিরাচরিত ভারত-বিরোধী বিদেশনীতির অঙ্গ, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। চিন-পাক জোটে শামিল হওয়া সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের বিদেশ সংক্রান্ত উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, 'আমরা কোনও জোট গঠন করছি না। এটি সরকারি পর্যায়ের একটি বৈঠক ছিল, রাজনৈতিক স্তরের নয়।'

অমরনাথ যাত্রায় কড়া নিরাপত্তা

শ্রীনগর, ৩০ জুন : অমরনাথ যাত্রা শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার অমরনাথ গুহায় তুষার-ধবল শিব দর্শন করে পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী এইসময় অমরনাথে আসেন। ব্যতিক্রম হচ্ছে না এবারও। কয়েক মাস আগেই ঘটে গিয়েছে পহলগাম কাণ্ড। স্বভাবতই অমরনাথ যাত্রা উপলক্ষ্যে এবার আরও বেশি সতর্ক জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং প্রশাসন। ৩৮ দিনের যাত্রা শেষ হবে ৯ অগাস্ট।

তীর্থযাত্রীরা রওনা হওয়ার আগে যাত্রাপথে তল্লাশি অভিযান জোরদার করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। আধাসেনার সঙ্গে সমন্বয় করে জম্মু শহরজুড়ে তৈরি হয়েছে একাধিক চেক পয়েন্ট। পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তল্লাশি, নজরদারি ২৪ ঘণ্টা চলছে। সেইসঙ্গে চলছে ব্যক্তি যাচাই। এটা যৌথভাবে করছে পুলিশ, সিআইএসএফ, সিআরপিএফ ও আইটিবিপি। লক্ষ্য একটাই। তা হল তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করা।

নির্দিষ্ট দু'টি রুটের মধ্যে একটি ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ পহলগামের রাস্তা, অন্যটি গান্ডেরবালের বালতাল রুট। দৈর্ঘ্যে ১৪ কিলোমিটার হলেও বালতালের রুট প্রচণ্ড খাড়া। দু'টি জেলার কৌশলগত জায়গাগুলিতে নিরাপত্তার বহর দেখার মতো। জাতীয় সড়ক, যাত্রাপথের প্রান্তিক এলাকা, ভগবতীনগর বেসক্যাম্প সহ সংবেদনশীল সমস্ত জায়গায় চেক পয়েন্ট চালু থাকছে ২৪ ঘণ্টা। এগুলি মনিটরিং করছেন পুলিশের শীর্ষস্থানীয় কর্তারা। জম্মুর এসএসপি যোগিন্দর সিং ও এসপিজির গ্রুপ কমান্ডাররা জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ধরে সালুরা পর্যন্ত যাত্রাপথের নিরাপত্তা পর্যালোচনা খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করেছেন।

রাজস্থানের মরুভূমিতে মৃত্যু পাক দম্পতির

জয়সলমের, ৩০ জুন : পাকিস্তানি এক কিশোর দম্পতি ভারতে এসেছিলেন নতুন ও নিরাপদ জীবনের স্বপ্ন নিয়ে। তাদের কাছে বৈধ প্রবেশপত্র (ভিসা) ছিল না। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

রাজস্থানের জনমানবশূন্য শুকনো মরুভূমিতে পথ হারিয়ে শোচনীয় মৃত্যু হল রবি কুমার (১৭) ও তার স্ত্রী শান্তি বাই (১৫)-এর। রাজস্থানের থর মরুভূমির ভিভিয়ান এলাকায় তৃষ্ণায় ছাতি ফেটেই তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। শনিবার উদ্ধার হয় দম্পতির নিথর দেহ। রবিবার এই তথ্য জানান জয়সলমেরের পুলিশ সুপার সুধীর চৌধুরী।

ঘটনাস্থলের একটি ছবি হৃদয়বিদারক বাস্তব তুলে ধরেছে। মৃত্যুর আগে দম্পতির অসহায়তা ও পিপাসার নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে রবির মুখের ওপর রাখা খালি জ্যারিক্যান। অনুমান, ওই জ্যারিক্যানেই পাকিস্তান থেকে জল বয়ে এনেছিল রবিরা। কিন্তু মরুভূমিতে ঢুকে পড়ার পর আর খাবার জল পায়নি তারা।

চার মাস আগে সিন্ধ প্রদেশের ঘোটকি জেলার মিরপুর মাথেলো শহরে রবি ও শান্তির বিয়ে হয়। ভারতেই ভালোভাবে বসবাসের স্বপ্নে তারা ভিসার আবেদন করলেও ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরে সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। শেষমেশ পরিবারের নিষেধ অমান্য করে রবি সীমান্ত পেরোনোর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমান্ত পেরিয়ে মরুভূমিতে দিকভ্রান্ত হয়ে

তীব্র জলকষ্টে মারা যায় দু'জনেই।

পুলিশ জানিয়েছে, মরদেহের কাছ থেকে পাকিস্তানি পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে। সেই নথি নিরাপত্তার খাতিরে গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে নেমেছে একাধিক নিরাপত্তা সংস্থা।

হিন্দু পাকিস্তানি উদ্বাস্তু সমিতি ও সীমান্তবাসী সংগঠনের জেলা সমন্বয়ক দিলীপ সিং সোধা জানিয়েছেন, ভারত সরকার মৃতদেহ ফেরত পাঠালে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত জয়সলমেরের আত্মীয়রা। আর না পাঠালে এখানেই হিন্দু রীতি মেনে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে।

বৃদ্ধাকে ধর্ষণ, অভিযুক্তের জামিন নাকচ

শ্রীনগর, ৩০ জুন : চলতি বছরের এপ্রিলে পহলগামের বৈসরণে পর্যটকরা জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। তার ঠিক ১১ দিন আগে ভূস্বর্গে পরিজনদের সঙ্গে বেড়াতে এসে ধর্ষিতা হন ৭০ বছরের এক মহিলা। অভিযুক্ত জুবের আহমেদের জামিনের আবেদন অনন্তনাগের আদালত খারিজ করে দিয়েছে।

বৃদ্ধাকে ধর্ষণের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে আদালত জানিয়েছে, এই ঘটনা সমাজের অসুস্থ মানসিকতা ও নৈতিক অবক্ষয়কে তুলে ধরেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বৃদ্ধা মহারাষ্ট্র থেকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে এসেছিলেন। ১১ এপ্রিল তিনি হোটেলে একা ছিলেন। অভিযোগ, সেই সুযোগে জুবের আহমেদ তাঁর ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে। তারপর কম্বল দিয়ে তাঁর মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে চম্পট দেয়। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযুক্তকে পুলিশ পাকড়াও করে।

শুক্রবার অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন মুখ্য দায়রা বিচারক তাহির খুরশিদ রায়না। তিনি বলেছেন, 'আহমেদকে জামিন দেওয়ার যুক্তিগুলিকে আমি যথেষ্ট মনে করছি না।' আদালত এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের 'জামিনই নিয়ম, কারাদণ্ড ব্যতিক্রম' নীতি প্রত্যাখ্যান করেছে। আদালতের যুক্তি, এই ধরনের কাজে অভিযুক্তকে জামিন দেওয়া হলে তা খারাপ নজির তৈরি করবে। বিচারক জানিয়েছেন, পাহাড়, মাঠ, নদী, ঝরনা জম্মু ও কাশ্মীরকে কাঙ্ক্ষিত পর্যটনক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরতে পারবে না। বয়স্ক মহিলা আনন্দ পাওয়ার জন্য এসে ন্যক্কারজনক আচরণের শিকার হয়েছেন। তা মর্মান্তিক।

'বাংকার বাস্টার' বোমা বানাবে ভারতও

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : ইরানে 'বাংকার বাস্টার' বোমা হামলা চালিয়ে সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল আমেরিকা। অত্যাধুনিক এই বোমা এবার তৈরি করতে চলেছে ভারত।

দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও জানিয়েছে, বাংকার বাস্টারের জন্য দেশের অত্যাধুনিক ব্যালেস্টিক মিসাইল অগ্নি-৫ এর একটি নতুন সংস্করণ তৈরির কাজ চলছে। আমেরিকা বি-২ বিমান ব্যবহার করলেও ভারত এই মারণ বোমা নিক্ষেপের জন্য ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্য নিচ্ছে। অগ্নি-৫ এর পাল্লা ৫০০০ কিলোমিটার। নয়া সংস্করণে ৭৫০০ কেজি ওজনের বাংকার বাস্টার বোমা থাকবে। যা মাটির নীচে ৮০ থেকে ১০০ মিটার গভীরে থাকা যে কোনও ঘাঁটি ধ্বংস করতে পারবে। এই সংস্করণের পাল্লা হবে ২৫০০ কিলোমিটার। গতি হবে ৮ ম্যাক থেকে ২০ ম্যাক। মূলত শত্রু দেশের কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার, মাটির তলায় থাকা মিসাইল পরিকাঠামো, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পরিকাঠামো ধ্বংসে ব্যবহার করা হতে পারে এই ক্ষেপণাস্ত্র। এই মারণাস্ত্র তৈরি হলে পাকিস্তানের পুরো এলাকাই অগ্নি-৫ বাংকার বাস্টারের আওতায় চলে আসবে।

কারখানায় বিস্ফোরণ মৃত ১৩ শ্রমিক

কারখানায় আগুন নেভাতে ব্যস্ত দমকলকর্মীরা। সোমবার।

হায়দরাবাদ, ৩০ জুন : ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি জেলার পাটানচেরু এলাকা। সোমবার সকালে বিস্ফোরণটি ঘটেছে পাটানচেরুর পাসামাইলাম শিল্পাঞ্চলের একটি রাসায়নিক কারখানায়। বিস্ফোরণের জেরে কারখানার বিরাট চুল্লিটি ধসে পড়েছে। কমপক্ষে ১৩ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত ২০ জন। তাঁদের অধিকাংশের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাস্থলে উপস্থিত দমকল বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যখন বিস্ফোরণ ঘটে সেইসময় কারখানায় পুরোদমে কাজ চলছিল। বেশ কয়েকজন শ্রমিক সেখানে উপস্থিত ছিল। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে একাধিক শ্রমিক প্রায় ১০০ মিটার দূরে ছিটকে পড়ে। আগুন খুব দ্রুত গোটা কারখানায় ছড়িয়ে পড়েছিল। দমকলের ১১টি ইঞ্জিন কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনাস্থল থেকে ৬ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা আরও ৭ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জারি করা শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, 'তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডির এক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় আমি শোকাহত। যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতরা যেন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন।' মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

ধর্ষিতাকে অভিযোগ তুলে নিতে চাপ

ঢাকা, ৩০ জুন : নতুন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের তালিকাটা ক্রমাগত লম্বা হচ্ছে। সম্প্রতি কুমিল্লার মুরাদনগরে এক হিন্দু মহিলাকে ঘরে ঢুকে নৃশংসভাবে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ফজর আলি নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নির্যাতিতাকে বিবস্ত্র করে মারধর এবং সেই ভিডিও তুলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার ঘটনায় আরও ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। তবে একটি মহল যে গোটা বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ফজর আলি সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়ের মামলা তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন খোদ নির্যাতিতা।

একজন ধর্ষক শাস্তি পেলে কেন এলাকায় শান্তি বজায় থাকবে না স্বাভাবিকভাবে সেই প্রশ্ন উঠেছে। পর্যবেক্ষকদের একাংশের ধারণা, ধর্ষণের ঘটনার পর ওই মহিলা সহ স্থানীয় হিন্দুদের ওপর চাপ তৈরি করেছে প্রশাসন ও মৌলবাদীদের একাংশ। নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় ধর্ষিতা মামলা তুলে নিতে চাইছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি অভিযুক্ত ফজল আলির শাস্তি চাই না। আমি শুধু শান্তি চাই। যারা আমার ভিডিও করে ছেড়েছে তারাও মুক্তি পাক।' নির্যাতিতা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে ধর্ষণের ঘটনার পর থেকে স্বামী আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইছেন না। স্ত্রীর পাশে দাঁড়ানোর বদলে তিনি তাঁকে ধর্ষণের মামলা তুলে নিতে বলেছেন। সব দিক বিবেচনা করে শান্তিতে থাকতেই ধর্ষণের মামলা তুলে নিতে চাইছেন বলে ধর্ষিতা জানিয়েছেন।

বন্দুকবাজের হামলা, মৃত ৩

ওয়াশিংটন, ৩০ জুন : আবার বন্দুকবাজের হামলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এবার ইডাহোতে। রবিবার ইডাহোর কুটিনাই কাউন্টির একটি পার্কে হঠাৎ আগুন লেগে যাওয়ায় তা নেভাতে এসে গুলির মুখে পড়লেন দমকলকর্মীরা। এক বন্ধুকধারী দমকলকর্মীদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। তাতে দুই দমকলকর্মী মারা যান। আহত হয়েছেন একজন। সন্দেহভাজন বন্ধুকধারী পুলিশের গুলিতে মারা পড়েছে। তার দেহ উদ্ধার হয়েছে। মিলেছে বন্দুকটিও।

মণিপুরে গুলি হত কুকি নেতা সহ ৪

ইম্ফল ও গুয়াহাটি, ৩০ জুন : রাস্তার ওপর গাড়ি থামিয়ে পর পর গুলিতে মৃত্যু হল এক কুকি নেতা সহ চারজনের। ঘটনাটি ঘটে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায়। সোমবার বিকালে এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এক ৭২ বছর বয়সি পথচারী মহিলা। তাঁর নাম ফালহিং। তিনি কোইটে গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ভয়াবহ এই হামলায় কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (কেএনও)-এর অন্তর্ভুক্ত কুকি ন্যাশনাল আর্মি (কেএনএ)-র ডেপুটি চিফ থেংখোথাং হাউকিপ ওরফে থাহপি (৪৮) নিহত হয়েছেন। একই সঙ্গে মারা গিয়েছেন আরও দুই কেএনএ সদস্য। তাঁরা হলেন সেইখোগিন (৩৪) ও লেংগৌহাও (৩৫)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার উত্তেজনা ছড়িয়েছে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায়। সোমবার দুপুর ২টো নাগাদ চূড়াচাঁদপুরের মংজাং গ্রামে একটি সাদা এসইউভি গাড়িতে করে যাওয়ার সময় এই হামলা চালায় প্রতিদ্বন্দ্বী জঙ্গি গোষ্ঠী ইউনাইটেড কুকি ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ইউকেএনএ)। নিহত লেংগৌহাও ছিলেন কেএনও-প্রধান পিএস হাউকিপের জামাই।

পুলিশ জানিয়েছে, হামলার পরে তারা এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করেছে। এদিকে হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে পড়া একটি বিবৃতিতে ইউকেএনএ দাবি করেছে, তাদের এক নেতা সহ ৩০ জন সদস্যকে হত্যার প্রতিশোধ নিতেই তারা এই হামলা চালিয়েছে।

উত্তরসূরির ইঙ্গিত দেবেন দলাই লামা

ধরমশালা, ৩০ জুন : তিব্বতীয় ধর্মগুরু চতুর্দশ দলাই লামা আগামী ৬ জুলাই নব্বই বছরে পড়ছেন। এই উপলক্ষ্যে হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় তিনদিনের বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। ওইসময় নিজের উত্তরসূরি বাছতে পারেন তিনি। দলাই লামার অনুগামীরা জানিয়েছেন, এমন ইঙ্গিতই মিলেছে। খবরটি প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে বসেছে চিন। বিষয়টির দিকে নজর রেখেছে বেজিং সরকার।

ফ্ল্যাটে স্বেচ্ছাবন্দি তিন বছর

নভি মুম্বই, ৩০ জুন : রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া এবার নভি মুম্বইয়ের জুঁইনগর এলাকায়। সেখানকার বাসিন্দা ৫৫ বছরের অনুপকুমার নায়ার গত তিন বছর ধরে ফ্ল্যাটের ছোট্ট একটি ঘরে নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দি করে ফেলেছিলেন। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল শুধুমাত্র অনলাইনে খাবার আনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। পরিবারে একের পর এক মৃত্যু, বন্ধুবিহীন জীবন এবং অবিশ্বাস তাঁকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

উদ্ধারে প্রাণ বাঁচল প্রৌঢ়র

সম্প্রতি স্থানীয় এক বাসিন্দার কাছ থেকে খবর পেয়ে অনুপবাবুকে উদ্ধার করেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সিল'-এর কর্মীরা। সেক্টর ২৪-এর ঘারকুল সিএইচএস-এ অনুপবাবুর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তারা দেখতে পায়, গোটা ফ্ল্যাট ময়লা-আবর্জনায় ভরা। অনুপবাবুর দিন কাটত একচিলতে ঘরের ছোট্ট একটি চেয়ারে। অন্য আসবাব বলতে তাঁর কিছু ছিল না।

সংস্থার প্যাস্টর (ধর্মযাজক) কেএম ফিলিপ জানান, অনুপবাবুর মা পুনম্মা নায়ার ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনায় টেলিকম শাখার কর্মী এবং বাবা ভিপি কুট্টি কৃষ্ণন নায়ার কাজ করতেন টাটা হাসপাতালে। গত ছয় বছরে মা-বাবা দু'জনেই প্রয়াত হয়েছেন। বিশ বছর আগে আত্মহত্যা করেন তাঁর দাদাও। তারপর থেকেই অনুপবাবু মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে নেন।

উদ্ধারের পর পনভেলের সিল আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অনুপবাবুকে। সেখানেই সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'এখন আর আমার কোনও বন্ধু নেই। মা, বাবা, দাদা—সবাই মারা গিয়েছেন। স্বাস্থ্য খারাপ থাকায় নতুন কোনও কাজও খুঁজে পাচ্ছি না।' মাসিনা হাসপাতালের মনোচিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা মহাজন বলেন, 'স্বজন বিয়োগের শোক থেকে একাকিত্ব স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই শোক গভীর অবসাদে পরিণত হয়। তখন তাঁরা নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা, জীবনের মূল্যহীনতা ইত্যাদি উপলব্ধিতে ডুবে গিয়ে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন নিজেকে। এটা অসুখ।'

সিল সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আব্রাহাম মাথাই-এর কথায়, 'অবসাদের রোগীর চিকিৎসা না হলে, সেটা মারাত্মক ব্যাপার। অনুপবাবুর মতো কেউ কেউ বেঁচে যান। কিন্তু নির্জন ফ্ল্যাটে একা একা প্রাণ হারান অনেকেই। তাঁদের খোঁজ মেলে অনেক পরে, মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ বেরোলে। এটা কেবল ব্যক্তির নয়, সমাজেরও অসুখ।'

দুর্ঘটনায় মৃত ৪০

ডোডোমা, ৩০ জুন : তানজানিয়ায় দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত অন্তত ৪০। আহত ৩০। একটি বাস বিয়েবাড়ির যাত্রীদের নিয়ে রওনা দিয়েছিল। সাবাসাবা এলাকার কাছে উলটোদিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে আগুন লেগে যায়। সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়ায় বেশ কয়েকজন নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট সামিয়া সুলুহু হাসান।

আরও পণ চাই, চাপে 'আত্মঘাতী' নববধূ

চেন্নাই, ৩০ জুন : আরও চাই। আরও। ৮০০ গ্রাম সোনা, ৭০ লাখির ভলভো পেয়েও খুশি হয়নি শ্বশুরবাড়ি। মেটেনি তাদের চাহিদা। আরও পণের দাবিতে নাছোড় শ্বশুরবাড়ির লাগাতার শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের জেরে বিয়ের দু'মাসের মধ্যে আত্মঘাতী হলেন তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুরের ২৭ বছরের রিধন্যা। মন্দিরে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কীটনাশক খান। মারা গিয়েছেন। পুলিশ রিধন্যার স্বামী কভিন কুমার, শ্বশুর ঈশ্বরমূর্তি, শাশুড়ি চিত্রাদেবীকে গ্রেপ্তার করেছে। রুজু হয়েছে মামলা।

চলতি এপ্রিলে রিধন্যার সঙ্গে বিয়ে হয় কভিন কুমারের। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া থেকে শুরু আরও যৌতুকের চাপ। প্রথমে সহ্য করেছেন মুখ বুজে। কিন্তু দিনের পর দিন শারীরিক, মানসিক চাপ নিতে না পেরে চরম পথ নেন। মন্ডিপালায়ামে মন্দিরে যাওয়ার নাম করে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের হন। রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে কীটনাশক ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেন। দীর্ঘক্ষণ গাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাধারণ মানুষের সন্দেহ হওয়ায় তারা পুলিশে খবর দেয়। গাড়িতে রিধন্যাকে মৃত অবস্থায় দেখে পুলিশ।

সূত্রের খবর, মৃত্যুর আগে বাবাকে হোয়াটসঅ্যাপে একাধিক বার্তা পাঠিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন রিধন্যা। তিনি লিখেছেন, 'বাবা আমি আর পারছি না। কাকে বলব আমার কষ্টের কথা। সবাই মানিয়ে নিতে বলবে। কারোর কাছে বোঝা হতে চাই না। আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়া অবধি তুমি আর মা আমার কাছে পৃথিবী। দুঃখিত বাবা, আমি চলে যাচ্ছি।'

বাবা আন্নাদুরাই জানিয়েছেন, তিনি বিচার চান। তদন্ত চলছে।

ফুলের বাজারে আগন্তুক

এই মরশুমে শিলিগুড়ির ফুল বাজারে নতুন হাওয়া। গোলাপ, গাঁদা, জারবেরার মোহ থেকে বেরিয়ে এসে এখন চাহিদার শীর্ষে রয়েছে কারনেশন, লিলিয়ামের মতো ফুল, আলোকপাত করলেন পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : 'নতুন নতুন' ফুলের শোভায় মেতেছে শহর শিলিগুড়ি। হাতি মোড় থেকে বাঘা যতীন পার্কের দিকে যেতে গিয়ে রাস্তার পাশে থাকা ফুলের স্টলের পাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সুস্মিতা দে। তাঁর চোখ আটকে গেল পাতলা পাপড়ির এক ঝাঁক গোলাপি, লাল, সাদা ফুলের দিকে। নাম না জানা ফুলটির দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজেকে সামলাতে না পেরে কিনেই ফেললেন সুস্মিতা। বললেন, 'এই ফুল আগে কোথাও দেখিনি। কী স্নিগ্ধ দেখতে! তাই নিজেকে সামলাতে না পেরে কিনেই ফেলেছি।'

এই মরশুমে শিলিগুড়ির ফুল বাজারে নতুন হাওয়া। গোলাপ, গাঁদা, জারবেরার মোহ থেকে বেরিয়ে এসে এখন চাহিদার শীর্ষে রয়েছে কারনেশন, লিলিয়ামের মতো ফুল। শিলিগুড়ি ফুল বাজারে এখন নানা রঙের উৎসব। বর্তমানে চাহিদার শীর্ষে রয়েছে নানা রংয়ের কারনেশন ফুল। সঙ্গে ক্রমশ বাড়ছে লিলিয়ামের চাহিদাও। কয়েকদিন আগে যদিও সূর্যমুখীর চাহিদা ছিল বেশি। তবে এখন প্রতিযোগিতায় এগিয়ে কারনেশন। এমনটাই বলছেন বিক্রেতারা। আগে বেঙ্গালুরুর ডাচ গোলাপে ভরে থাকত ফুলের দোকানগুলি। স্থানীয় গোলাপের তুলনায় বাইরে থেকে আসা ডাচ গোলাপের চাহিদাটা ছিল বেশি। তবে এখন শুধু ডাচ গোলাপ নয়, বেঙ্গালুরু থেকেই কারনেশন বা লিলিয়ামও আসছে। কারনেশনের একেকটি স্টিকের দাম ৫০ টাকা, কোথাও আবার ৭০ টাকা। এক-একটি স্টিকে তিন থেকে চারটে করে ফুল থাকে। বাহারি রংয়ের এই ফুলগুলি দেখলে কাগজের ফুল বলে মনে হতে পারে।

পিছিয়ে নেই লিলিয়ামও। জন্মদিন হোক বা কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান, উপহার হিসেবে লিলিয়াম এখন অনেকেরই প্রিয়। হাতি মোড়ের ফুল ব্যবসায়ী প্রবীর নায়েকের কথায়, 'বাইরে থেকে আসা এই ফুলগুলির এখন ভালোই চাহিদা রয়েছে। আগে এগুলি শুধু শীতকালে আসত। তবে এখন গরমকালেও আসছে।'

এসব ফুলের দাম বেশি হলেও গ্রাহকরা কিনতে পিছপা হচ্ছেন না, জানালেন আরেক ফুল ব্যবসায়ী অরুণ পাল। তাঁর কথায়, 'লিলিয়ামের দাম ১০০ থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। আর কারনেশনের স্টিক এক-একটা ৫০ টাকা। দাম বেশি হলেও শখ মেটাতে কেউ আর দামের কথা ভাবছেন না।'

ফুল কিনতে এসেছিলেন কৃতী সাহা। এর আগে প্রিয় মানুষকে উপহার হিসেবে গোলাপই দিয়ে এসেছেন তিনি। এবার দিলেন লিলিয়াম। কেন? 'সব সময় তো প্রিয় মানুষকে গোলাপই দিয়ে থাকি। এবার কিছু আলাদা দেব, সেই ভাবনা থেকেই লিলিয়াম দিলাম', বলছিলেন কৃতী।

কার কত দাম

- শিলিগুড়ির ফুল বাজারে এখন লেগেছে নতুন হাওয়া
- গোলাপ, জারবেরার মোহ কাটিয়ে এখন চাহিদার শীর্ষে কারনেশন ও লিলিয়াম
- বর্তমানে চাহিদার শীর্ষে রয়েছে নানা রংয়ের কারনেশন ফুল
- কারনেশনের একেকটি স্টিকের দাম ৫০ টাকা, কোথাও আবার ৭০ টাকা
- এক-একটি স্টিকে তিন থেকে চারটে করে ফুল থাকে
- লিলিয়ামের দাম ১০০ থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে

এসপি'র হাজিরায় বিতর্ক

তৃণমূল প্রভাবিত সংগঠনের মঞ্চে পুলিশকর্তা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩০ জুন : মঞ্চে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টার। প্রগ্রেসিভ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (পিসিডিএ) যে তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠন, তা নিয়ে কারও তেমন সন্দেহ নেই। আর এ কারণেই সংগঠনটির মঞ্চে ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধল। ইতিমধ্যে ঘটনাটি নিয়ে সরব হয়েছে সিপিএম। পুলিশ সুপার নিজের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছেন বলে বক্তব্য সিপিএম নেতৃত্বের। সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক পোস্ট ভাইরাল করা হয়েছে। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না পুলিশ সুপার জবি থমাস। পুলিশ সুপারের সঙ্গে মঞ্চে থাকা ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের যুক্তি, 'পিসিডিএ আমাদের দলের সংগঠন। আমি তৃণমূলের জেলা সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম।' সংগঠনের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি ও রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি স্বাভাবিকভাবেই মঞ্চে ছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'ভালো কাজ করলে পুলিশকে সংবর্ধনা দিলে আপত্তি কোথায়? সিপিএম নিজেদের আমলের ইতিহাস কি তারা ভুলে গিয়েছে? আসলে সবটাই সিপিএমের নোংরামো।' সাধারণ একটি বিষয় নিয়ে সিপিএম রাজনীতি করছে বলে মনে করছে পিসিডিএ।

রবিবার ইসলামপুর শহরের ট্রাক টার্মিনাসে পিসিডিএ-র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে শহরের প্রথম সারির শাসকদলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে সংগঠনের পদাধিকারীরাও ছিলেন। মঞ্চ থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। পুলিশ সুপারকেও সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে বলে পদাধিকারীরা জানিয়েছেন। সিপিএম পুলিশ সুপারের যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করেছে, তাতে রব্বানি ও কানাইয়ার সঙ্গে বসে আছেন পুলিশ সুপার। তিনি বক্তব্যও রাখছেন। মঞ্চে যে ব্যানার রয়েছে, তাতে মমতা, অভিষেক, ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী, চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান, মন্ত্রী রব্বানির ছবি দেখা যাচ্ছে। সিপিএমের ইসলামপুরের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সামি খান এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথম আপলোড করে পুলিশ সুপারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারপর বিষয়টি ভাইরাল হতে শুরু করে। সামির প্রশ্ন, 'পুলিশ সুপারের এহেন আচরণ কাম্য নয়। কারণ তাঁর অবস্থান হওয়া উচিত নিরপেক্ষ। শাসকদলের সর্বোচ্চ নেতা মমতা ও অভিষেকের ব্যানার লাগানো মঞ্চে উপস্থিত হয়ে পুলিশ সুপার নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন। সঙ্গে এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে, পুলিশ শাসকদলের হয়ে কাজ করছে। আমরা বিষয়টির তীব্র নিন্দা করছি।'

এ প্রসঙ্গে পুলিশ সুপারকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সাফ জবাব, 'ওষুধ ব্যবসায়ীদের সংগঠনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিমন্ত্রিত ছিলাম। পুলিশের পক্ষ থেকে সেখানে সচেতনতামূলক বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। মঞ্চে রাজনৈতিক লোক নন, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এগজিকিউটিভ। মন্ত্রী ও পুর চেয়ারম্যান জনপ্রতিনিধি।' পুলিশ সুপারের সংযোজন, 'কারা এসব নিয়ে কী করছে বা বলছেন, তা নিয়ে আমি মন্তব্য করব না। আমি জানি কোথায় যাওয়া উচিত আর কোথায় যাওয়া উচিত নয়।' পিসিডিএ-এর উত্তরবঙ্গের কনভেনার শুভেন্দু মজুমদারের বক্তব্য, 'আমরা তৃণমূলের ওষুধ ব্যবসায়ী সংগঠন। বিশেষ সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে পুলিশ সুপার সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জানিয়েছি। পাশাপাশি নারকোটিক ড্রাগস সংক্রান্ত বিষয়েও তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।'

> আমি নিমন্ত্রিত ছিলাম। পুলিশের পক্ষ থেকে সেখানে সচেতনতামূলক বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। মঞ্চে রাজনৈতিক লোক নন, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এগজিকিউটিভ। মন্ত্রী ও পুর চেয়ারম্যান, জনপ্রতিনিধি - কারা এসব নিয়ে কী করছেন বা বলছেন, তা নিয়ে আমি মন্তব্য করব না। আমি জানি কোথায় যাওয়া উচিত, আর কোথায় যাওয়া উচিত নয়।
>
> **জবি থমাস**
> *পুলিশ সুপার, ইসলামপুর*

পিসিডিএ'র অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন পুলিশ সুপার। রবিবার।

কসবা কাণ্ডে রাত দখলের মেয়েরা চুপ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও মৃত্যুর পর 'জাস্টিস' চেয়ে রাস্তায় নেমে দাবি জানিয়েছিলেন শহরের অসংখ্য মহিলা। কখনও 'রাত দখল', কখনও আবার 'ভোর দখল' করে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন শহরজুড়ে। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার মতো ছবি দেখা গিয়েছে কসবার আইন কলেজে। কিন্তু এবার যেন একেবারেই শান্ত শহর। সোশ্যাল মিডিয়াতে কেউ কেউ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেও পথে নেমে সেভাবে কোনও প্রতিবাদ মহিলাদের তরফে এখনও দেখা যায়নি।

সেরকম কোনও আন্দোলন এখনও কেন নজরে এল না, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের 'আমরা প্রাক্তনী' সংগঠনের সদস্য সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য বলেন, 'আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে দিনের পর দিন বিচারের জন্য দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু বিচার মিলেছে কি? শুধু রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানালেই বিচার যে মিলবে না তা আমরা ভালো করেই বুঝেছি। তাই কসবা আইন কলেজের ঘটনার প্রতিবাদে এখনও রাস্তায় নামার কোনও পরিকল্পনা নেই।' অভয়ার বিচারের জন্য 'রাত দখল' থেকে 'ভোর দখল' কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন পৌলোমী চাকি নন্দী। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে মন খারাপ করে তিনি জানান, আরজি করের ঘটনার বিচার কী হল তা আমরা সবাই দেখেছি। তবে এবার আর রাত দখল নয়। কসবার আইন কলেজের ঘটনার প্রতিবাদে অন্যরকম কর্মসূচি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার সময় শহরের প্রচুর মেয়েদের সমর্থন পেয়েছিল 'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার' সংগঠন। কসবার ঘটনায় এই সংগঠনের তরফে বিক্ষোভ সভা করা হয়। ভেনাস মোড়ে আয়োজিত এই সভায় হাতেগোনা মহিলাকে দেখা যায়। সংগঠনের সদস্য চৈতালী বর্মন বলেন, 'মহিলাদের সুরক্ষার জন্য আমরা এই বিক্ষোভ সভা করেছি। তবে এটাও সত্যি আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার সময় যেভাবে আমরা মেয়েদের পাশে পেয়েছিলাম। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করার সেই সমর্থন অনেকটাই কমে গিয়েছে।'

শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডে কসবা কাণ্ডের প্রতিবাদে বৃষ্টিতে ভিজে বিজেপির বিক্ষোভ। ছবি : সূত্রধর

শহরে ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতী গ্যাং, ধৃত ৫

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : কাওয়াখালির রাস্তায় তল্লাশি চালিয়ে একটি বিলাসবহুল গাড়ির ডিকি থেকে মিলল রড, টর্চ থেকে শুরু করে একাধিক সামগ্রী। পুলিশের সন্দেহ, উত্তরপ্রদেশের একদল দুষ্কৃতী সেই গাড়িতে চেপে শিলিগুড়ি শহরে জড়ো হয়েছিল কোনও অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে। সেই গাড়িতে থাকা ৫ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ওই গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ বলছে, ওই গাড়ি থেকে যেসব সামগ্রী মিলেছে, তা ব্যবহার করা হয় কোনও বাড়িতে জোর করে ঢুকতে গেলে। তাই প্রশ্ন উঠছে, ওই ৫ জন কি তাহলে শহরে বড় ধরনের অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে ঢুকেছিল? পুলিশেরও প্রাথমিক অনুমান সেই দিকেই যাচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা হল অখিলেশ কুমার, অনুজ কুমার, রাঘবেন্দ্র সিং, আকাশ কুমার ও অনসুল কুমার। প্রত্যেকেই উত্তরপ্রদেশেরে অউরাইয়া জেলার বাসিন্দা। সোমবার রাতে পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, উত্তরপ্রদেশ থেকে একটি গ্যাং গাড়িতে চেপে শহরে ঢুকছে। এরপরই কাওয়াখালির রাস্তায় নাকা চেকিং শুরু করে পুলিশ। রাত দশটা নাগাদ একটি গাড়ি সেখানে আসে। সন্দেহ হওয়ায় সেই গাড়ির ডিকি পরীক্ষা করে পুলিশ। তখনই রড, টর্চ সহ বিভিন্ন সন্দেহজনক সামগ্রী নজরে আসে। এরপর সেব্যাপারে গাড়িতে থাকা ওই ৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি। তখন পুলিশ ওই ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্তরা মাটিগাড়া এলাকায় বড় ধরনের ডাকাতির ছক নিয়ে শহর শিলিগুড়িতে এসেছিল। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

এদিকে, শহরে একের পর এক বহিরাগত দুষ্কৃতীচক্রের দাপটে রীতিমতো নাজেহাল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। মেওয়াট থেকে শহরে ঢুকেছে দুষ্কৃতীরা। সম্প্রতি সোনা লুটের ঘটনায় বিহার-রাজস্থান-উত্তরপ্রদেশের দুষ্কৃতীদের নিয়ে তৈরি হওয়া গ্যাংয়ের হদিস পেয়েছে পুলিশ। সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ছয়জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজনকে বুধবার ভোরে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসছে পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে বহিরাগত গ্যাং যাতে আর কোনওমতেই শহরে না ঢুকতে পারে, সেদিকে জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

অভিযানে গ্রেপ্তার ৮

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে ৮ দুষ্কৃতীকে রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। বাকি ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ভক্তিনগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ডন বসকো মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে মহম্মদ নাজিম, পিংকু পাসোয়ান, পিংকু রায় ও সুমন রায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে, দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন পঞ্চনই সেতু এলাকায় অভিযান চালিয়ে রোশন সিং, বিপ্লব দাস, নিপেন রায় ও বিশাল রাউতকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। অভিযুক্তরা অপরাধমূলক কোনও কাজের উদ্দেশ্যে এলাকায় জড়ো হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃত ৮ জনকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

কাফ সিরাপ সহ ধৃত ৩

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : পৃথক দুই অভিযান চালিয়ে রবিবার রাতে ১১৬ বোতল কাফ সিরাপ সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন রাতে রেগুলেটেড মার্কেট এলাকায় দুজন অবৈধভাবে কাফ সিরাপ বিক্রি করতে এসেছে বলে তাদের কাছে খবর পৌঁছায়। এরপর পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই দুজনের ব্যাগ থেকে কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে। ধৃতরা হলেন গোপী বাড়ুই ও মনোজ রায়। অন্যদিকে, এদিন রাতে স্টেট গেস্টহাউস এলাকায় অভিযান চালিয়ে স্বপন রায় নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকেও কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। সোমবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আন্তর্জাতিক গ্রহাণু দিবস

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : আন্তর্জাতিক গ্রহাণু দিবস পালন করা হল উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে। সোমবার বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচি নিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে দিনটি পালন করা হয়। মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়ুয়াদের আগ্রহ যাতে আরও বাড়ে তার ওপর বক্তব্য রাখেন স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ বেঙ্গলের সম্পাদক দেবাশিস সরকার। এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিল বলে বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু জানিয়েছেন।

পথসভা

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : কসবার আইন কলেজের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ৪ জুলাই পুরনিগম অভিযান করবে সিপিএম। এই কর্মসূচি সফল করার জন্য সোমবার সিপিএমের ৪ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে এনটিএস মোড়ে পথসভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান ভট্টাচার্য, ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয় চক্রবর্তী।

পুজোর বাজেট নিয়ে হিসেবনিকেশ তুঙ্গে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : প্রতিবছর রথের পর কোন পুজো হবে শিলিগুড়ির সেরা, কোন পুজোর থিম, মণ্ডপ, প্রতিমা মানুষের মন কাড়বে তা নিয়েই আলোচনা শুরু হয়। ইতিমধ্যেই দেশবন্ধুপাড়া থেকে শুরু করে চম্পাসরি সব জায়গাতেই পুজো নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। কোথাও প্রকৃতিকে তুলে ধরা হবে, কোথাও কৃষকদের পরিস্থিতি, আবার কোথাও তুলে ধরা হবে মন্দিরের ভাস্কর্য। কোথাও এখনও ঠিক করা হয়নি থিমের নাম, চলছে বাজেট কষাকষি।

প্রতিবছর শহরবাসীকে বিশেষ পুজো উপহার দিয়ে থাকে সুব্রত সংঘ। এবছরের তাঁদের বিশেষ থিম 'প্রকৃতি'। প্রায় ৪০ লক্ষের বাজেটে এই থিম ফুটিয়ে তোলা হবে সেখানে। সাধারণ মানুষ দিন-দিন প্রকৃতি নষ্ট করছে, সেই বিষয়টিই ফুটিয়ে তুলবেন মেদিনীপুরের শিল্পীরা। আরেক বিগ বাজেটের পুজো হল সেন্ট্রাল কলোনি। এবার তাদের ৬৩তম বর্ষে থিম 'মাটির টান'। আমরা কৃষির প্রতি নির্ভরশীল, কৃষক ও মাটির প্রতি সম্মান জানাতে এই থিম বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রায় চল্লিশ লক্ষের বাজেটে হচ্ছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। পিছিয়ে নেই জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার। তাদের এবছরের থিম হল বৃন্দাবন চন্দ্রোদয় মন্দিরের আদলে মণ্ডপসজ্জা।

বাজেট প্রায় ৪০ লক্ষ। দক্ষিণবঙ্গের শিল্পীরাই মণ্ডপ তৈরি করছেন। প্রায় ১৪০ ফুটের মণ্ডপ তৈরি হবে। বিশেষ মণ্ডপ তৈরি করে এবারও তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় উদ্যোক্তারা।

পিছিয়ে নেই মধ্যম বাজেটের পুজোগুলিও। প্রতি বছর বিশেষ কিছু ভাবনার মধ্যে দিয়ে মানুষের মন কাড়ে কলেজপাড়া দুর্গাপুজো কমিটি। এবার তাদের ৭৫তম বর্ষে বিশেষ ভাবনা হল 'শুদ্ধ শুচি'। দেহ ও মনের পবিত্রতাকে এই থিমের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হবে। প্রায় ২০ লক্ষের বাজেটে এবার পুজো হচ্ছে। শিলিগুড়ির শিল্পীরাই মণ্ডপ তৈরি করছেন। মণ্ডপের সঙ্গে সঙ্গে আলোকসজ্জাতেও থাকবে বিশেষত্ব, এমনটাই জানান সায়ন চৌধুরী। শহরের অন্যতম বিগ বাজেটের পুজো সুব্রত সংঘের তরফে ভাস্কর বিশ্বাস বলেন, 'আমরা প্রতিবারই চেষ্টা করি বিশেষ কিছু করার, এবারও সেই চেষ্টায় আছি। আশা করছি দর্শনার্থীদের ভালো লাগবে।' শিলিগুড়ির অন্যান্য বিগ বাজেটের পুজো যেমন দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সংঘে চলছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। এখনও ঠিক করা হয়নি থিমের নাম।

দর্জির দোকানে সেনার পোশাক

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : শালুগাড়ায় একটি দর্জির দোকানের আড়ালে সাড়ে পনেরো মিটার সেনাবাহিনীর 'ক্যামোফ্লাজ' ইউনিফর্মের কাপড়ের হদিস পাওয়া গেল। সেই কাপড় উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল ভক্তিনগর থানা এলাকায়। পুলওয়ামার ঘটনার পর থেকেই যত্রতত্র সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে নতুন ক্যামোফ্লাজ ডিজাইন তৈরি করার ব্যাপারে দেশের সমস্ত জায়গায় নিষেধাজ্ঞা সংবলিত নির্দেশিকা সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার সুকনার আর্মি ইন্টেলিজেন্স টিমের তরফ থেকে ভক্তিনগর থানার পুলিশের কাছে খবর যায়, শালুগাড়ার একটি দর্জির দোকানে সেনার ইউনিফর্ম তৈরি হচ্ছে। এরপরই ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। দর্জি জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ ওই কাপড় বাজেয়াপ্ত করেছে।

অভিযুক্ত দর্জিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভক্তিনগর থানার তদন্তকারী অফিসাররা জানতে পেরেছেন, সিকিমের এক ব্যক্তি নাকি ইউনিফর্ম তৈরির জন্য ওই দর্জিকে কাপড় দিয়েছিলেন। আগেও নাকি ওই ব্যক্তি তাঁর দোকানে ইউনিফর্মের কাপড় দিয়ে গিয়েছেন বলে জাকির জানিয়েছেন। সিকিমের ওই ব্যক্তি তাঁকে ওই কাপড় সরবরাহ করলেও ব্যক্তির নাম, ফোন নম্বর কিংবা বাড়ির ঠিকানা, কিছুই জানা নেই ওই দর্জির।

সোমবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। গোটা ঘটনায় সেনাবাহিনীর তরফেও তদন্ত করা হচ্ছে। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, সিকিমের কোনও ব্যক্তি যদি এই পোশাক বানিয়ে থাকে, তাহলে কেন বানাচ্ছে? সিকিমের খুব কাছেই রয়েছে চিনের সীমান্ত। বিভিন্ন মহল থেকে তাই ঘটনাকে আশঙ্কাজনক বলে মনে করা হচ্ছে।

টয় ট্রেন আমাদের সবার গর্ব ও আবেগজড়িত
নর্থবেঙ্গল পেইন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে ও দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে-এর সহযোগিতায়
প্রথমবারের মতো টয় ট্রেন ডে
উদযাপিত হতে চলেছে ৪ জুলাই, ২০২৫-এ
স্থান: সুকনা স্টেশন, সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
সবাইকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে
বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন
আর্টিস্ট সঞ্জয় দে (সভাপতি, এনবিপিএ) : 94341-63459
আর্টিস্ট সুজয় মিত্র (সচিব, এনবিপিএ) : 86176-98119

পাহাড়ের খাঁজে ব্ল্যাক প্যান্থার, হরিণ

বন্যপ্রাণের সংখ্যা বাড়ছে কার্সিয়াংয়ে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : ডাউহিলে বিচরণ ভালুকের, চিত্রেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্ল্যাক প্যান্থার, বার্কিং হরিণ কম নেই পাহাড়ের বাঁকগুলিতে। বন্যপ্রাণীদের এমন উপস্থিতি কবে দেখা গিয়েছে, তেমনভাবে মনে করতে পারছেন না কেউই। তবে ট্র্যাপ ক্যামেরায় জায়গা বিশেষে বন্যপ্রাণীদের ছবি ধরা পড়ায়, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উচ্ছ্বসিত বনকর্মীরা। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ এবং নজরদারিতে জোর দেওয়ার সুফল মিলছে, মনে করছেন বনকর্তারা।

সংরক্ষিত এলাকায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, চোরাশিকারিদের গতিবিধির ওপর নজরদারি রাখার পাশাপাশি প্রায় ছয় মাস আগে কয়েকটি এলাকায় ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়েছিল বন দপ্তরের কার্সিয়াং বিভাগ। ওই ক্যামেরাতেই ধরা পড়েছে, ডাউহিলে ভালুক, আপার চিত্রেতে হলুদ গলার মার্টেন, চিত্রে ও দেওরালিতে ব্ল্যাক প্যান্থার। ডাউহিলজুড়ে দেখা মিলছে লেপার্ড ও কালো ময়ূরের। তিনমাইল, ধোবি কোয়ার্টার্র এলাকায় অনেক সংখ্যায় দেখা গিয়েছে বার্কিং

হরিণের। কয়েক বছর আগেও এই জায়গাগুলোতে এমন বন্যপ্রাণীর দেখা পাওয়া ছিল দুষ্কর। কিন্তু এখন সহজেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বন্যপ্রাণীরা। পালটে যাওয়া এমন পরিবেশ নিয়ে বনকর্মীদের বক্তব্য, আগে সহজেই বনের ভেতরে সাধারণ মানুষ ঢুকে যেতে পারত। যার ফলে বন্যপ্রাণীরা ভয়ে অন্য জায়গায় চলে যেত। কিন্তু এক বছর আগে ইকো ট্যুরিজমের ওপর জোর দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। যার ফলে পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষ, শুধুমাত্র ইকো ট্যুরিজম জায়গাগুলোতেই প্রবেশ করতে পারছেন। সে কারণে বন্যপ্রাণীদের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে।

বিশেষ করে বার্কিং হরিণের সংখ্যা এতটাই বেড়েছে যে, বনবস্তি এলাকাগুলোতে প্রায়শই দেখা মিলছে। এমনকি রাস্তাঘাটেও দেখা মিলছে হরিণের। বন দপ্তরের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২৫০-এর বেশি বার্কিং ডিয়ার, ৫০টির বেশি লেপার্ড ও প্রায় ১২টি ব্ল্যাক প্যান্থারের দেখা পাওয়া গিয়েছে। যা এক বছর আগের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি। এমন পরিবেশ পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা। আপার ডুমারাম এলাকার বাসিন্দা প্রণীতা গুরুং বলেন, 'আগে বার্কিং ডিয়ার জঙ্গল ছাড়া দেখা মিলত না। কিন্তু কয়েক মাস ধরে বাড়ির সামনে মাঝেমধ্যেই চলে আসছে।'

কার্সিয়াং বন বিভাগ সূত্রে খবর, মোট আটটি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। চলতি মাসে এই ট্র্যাপ ক্যামেরা খোলা হয়। কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'কীভাবে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ করা যায়, সেজন্য এক বছর ধরে কাজ করা হয়েছে। বনের ভেতরে অনুমতি ছাড়া কেউ যাতে ঢুকতে না পারে, দিনরাত সেদিকে বনকর্মীরা নজর রেখেছিলেন। সেজন্যই এমন জায়গাগুলিতে বন্যপ্রাণ লক্ষ করা যাচ্ছে। যা খুবই পজিটিভ সাইন।' কীভাবে এই সংখ্যা আরও বাড়ানো যায় এবং বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল রক্ষা করা যায়, আপাতত সেদিকে নজর রয়েছে কার্সিয়াংয়ের রেঞ্জের সম্বার্ত সাধুর।

কার্সিয়াংয়ের জঙ্গলে ঘুরছে ব্লাক প্যান্থার।

> কীভাবে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ করা যায়, সেজন্য এক বছর ধরে কাজ করা হয়েছে। বনের ভেতরে অনুমতি ছাড়া কেউ যাতে ঢুকতে না পারে, দিনরাত সেদিকে বনকর্মীরা নজর রেখেছিলেন। সেজন্যই এমন জায়গাগুলিতে বন্যপ্রাণ লক্ষ করা যাচ্ছে। যা খুবই পজিটিভ সাইন।
>
> – দেবেশ পান্ডে, ডিএফও, কার্সিয়াং

চ্যাংরাবান্ধায় ফের বাণিজ্য শুরুতে স্বস্তি

চ্যাংরাবান্ধা, ৩০ জুন : টানা দু'দিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে সোমবার থেকে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য শুরু হল। ফলে এদিন ব্যবসায়ীরা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। বাংলাদেশ কাস্টমসের সঙ্গে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে বাংলাদেশ কাস্টমস পেনডাউন কর্মসূচি পালন করছিল। ফলে গত শনিবার থেকে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। তবে সোমবার স্থলবন্দরের চেনা ছবি আবার ফেরত আসে। বন্দরজুড়ে ট্রাকের লাইন, গাড়ির চালকদের হট্টগোল, বিএসএফের নিরাপত্তার জন্য নজরদারির ছবিটা ছিল আগের মতোই।

বাংলাদেশ কাস্টমসের পেনডাউনের ফলে গত রবিবার বাংলাদেশে আটকে থাকা ভারতীয় চালকরা পণ্যবাহী গাড়ি বাংলাদেশের পানামায় রেখে দেশে চলে এসেছিলেন। এদিন তাঁরাও বাংলাদেশে ফিরছেন।

নোটিশে মাথায় হাত

প্রথম পাতার পর

মেয়ে মিনতি রায়ের অনুশোচনা, 'বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান লেগে গেল। সেখানে কিছু টাকা খরচ করে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম, পরে সেই টাকা যোগ করে দেব। কিন্তু তারপর আর হয়নি। এর মধ্যেই হঠাৎ করে দেখলাম নোটিশ চলে এল।'

কাকা লাচ্ছু দাস মারা যাওয়ার পরেই হাউজিং ফর অল-এর কাগজপত্র নিজের নামে পরিবর্তনের জন্য পুরনিগমে গিয়েছিলেন রমেশ দাস। তবে, সেই কাগজ পরিবর্তন হয়নি। রবিবার লাচ্ছুর বাড়িতে নোটিশ আসার পর অবশ্য রমেশই পুরনিগমে গিয়ে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে এসেছেন। নোটিশ পাওয়া উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অনেকে টাকা পাওয়ার পর সেই টাকার কথাই ভুলে গিয়েছেন। যেমন অজিত দাসের দাবি, 'মা তো আমাকে জানায়নি হাউজিং ফর অল প্রকল্পের জন্য টাকা পেয়েছে। জমিটা মায়ের থাকলেও আমি নিজের খরচেই বাড়ি বানিয়েছি। কিছুদিন আগেই পুরনিগম সমীক্ষা করতে আসার সময় বিষয়টা জানতে পারি। এর মধ্যেই নোটিশ চলে এল। এখন আমার বাড়িটার কী হবে, জানা নেই।' অজিতের মা সুলেখা দাসের দাবি, '২০১৬ সালে টাকাটা পেয়েছিলাম। স্বামী না থাকায় একা সংসার চালাতে গিয়ে টাকাটা খরচ হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, ছেলে আর একটু স্বাবলম্বী হওয়ার পর টাকা নেওয়ার ব্যাপারটা বলব। সেটা আর হল কই? আরও বিপদ বেড়ে গেল।'

এর মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে, ওই উপভোক্তারা আদৌ যোগ্য ছিলেন কি না? দিলীপ বর্মনের কথায়, 'এঁদের মধ্যে কেউ ৪০ হাজার টাকা, কেউ আবার ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত পেয়েছেন। ২০১৬ থেকে ২০২০-র মধ্যে ৬৭২ জন উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছিল। ওই সময় বামেরাই পুরনিগমে ক্ষমতায় ছিল। তাই বেনোজল তো ঢুকেইছে।' পুরনিগমের বাম কাউন্সিলার তথা প্রাক্তন বাম মেয়র পারিষদ মুন্সী নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'আমাদের সময় কোনও বেনোজল ঢোকেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া গাইডলাইন মেনে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছিল। বেনোজল কেউ যদি ঢুকিয়ে থাকে, তাহলে সেটা তৃণমূল।'

বন্ধু চল... *ইসলামপুরের শিবনগর কলোনিতে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।*

দুর্বল সেতুতে বালি মাফিয়াদের লরি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩০ জুন : মানঝা নদীর ওপর থাকা সেতুটিকে খাতায়কলমে দুর্বল সেতু বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তার ওপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু রাত বাড়লেই বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পার দিব্যি ছুটছে সেই সেতুর ওপর দিয়ে। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেলগাছিতে অবস্থিত সেই সেতুটির ওপর তাই যে কোনও দিন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সনিউল ইসলাম বলেন, 'বেলগাছিতে মানঝা নদীর সেতু সংস্কারে টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে।'

স্থানীয়রা বলছেন, বছরখানেক আগে সাড়ে ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা মেরামত করা হলেও সেতুটি এখনও ঝুঁকিপূর্ণ। শিলিগুড়ি পূর্ত দপ্তরের অন্তর্গত এই সেতুকে ছয় বছর আগেই দুর্বল সেতু হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে ভারী যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেতুর দুই পাশে বড় বড় বোর্ডে লেখা 'দুর্বল সেতু'। কিন্তু এই বোর্ডকে পাত্তা দিতে নারাজ বালি মাফিয়ারা। রাত বাড়লেই সেই সেতুর ওপর ডাম্পারের দৌরাত্ম্য বাড়ে। এদিকে, নিয়ম মেনে চলতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে আশপাশের চা বাগানগুলি। ভারী যানবাহন নিষিদ্ধ হওয়ায় চা বাগানের পাতা

মানঝা নদীর ওপর এই দুর্বল সেতু নিয়ে ভোগান্তি ও বিতর্ক।

বহনকারী লরি, কারখানার কয়লার গাড়ি যাতায়াত করতে পারছে না সেই সেতুর ওপর দিয়ে। এর বদলে ছোট ছোট মালবাহী গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা, তথা মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক বলেন, 'রাতের অন্ধকারে মানঝা থেকে প্রচুর বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পার এই সেতুটির উপর দিয়ে যায়। যে কোনও সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেতুটির আশপাশে প্রায় একশো পরিবার রয়েছে। তাঁদের জীবন নিয়ে খেলা হচ্ছে।'

বেলগাছি চা বাগানে অবস্থিত মানঝা নদীর ওপর এই সেতু পাহাড় এবং সমতলের মাঝে যোগাযোগ রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেতুর এপারে নকশালবাড়ি ব্লক, ওপারে রয়েছে মিরিক ব্লক। প্রতিদিন কয়েকশো যানবাহন এই সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। বেলগাছি, মানঝা, মারাপুর, পানিঘাটা, ত্রিহানা চা বাগানের প্রচুর যানবাহন এই সেতুর ওপর নির্ভরশীল। গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আরও বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি পূর্ত দপ্তরে সেতুটি মেরামত করতে চিঠি দিয়েছি।'

আইএনটিটিইউসি'র দার্জিলিং জেলা সমতলের সভাপতি নির্জল দে বলেন, 'সেতুটি বেহাল দশায় পড়ে থাকার ফলে প্রতিটি বাগান আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ছোট গাড়ি ব্যবহার করতে হচ্ছে বলে প্রতিটি বাগান কর্তৃপক্ষেরই খরচ বেড়েছে।'

হাসপাতালের শৌচাগারে প্রসব ছাত্রীর

জলপাইগুড়ি, ৩০ জুন : হাসপাতালের শৌচাগারে প্রসব করল ১৫ বছর বয়সি নবম শ্রেণির এক ছাত্রী। সোমবার সকালে পেটে যন্ত্রণা নিয়ে ওই ছাত্রীকে তার মা জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। জরুরি বিভাগের পাশে থাকা একটি শৌচাগারে যায় ওই নাবালিকা। সেখানেই সে পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। এমন ঘটনায় হইচই পড়ে যায় মেডিকেল কলেজ চত্বরে। জরুরি বিভাগে থাকা চিকিৎসক ওই নাবালিকার প্রাথমিক চিকিৎসা করে প্রসূতি বিভাগে পাঠিয়ে দেন। প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন নাবালিকা এবং তার সন্তান সুস্থ রয়েছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'নাবালিকার মা হওয়ার ঘটনা নিয়ম অনুযায়ী পকসো মামলার আওতায় আসে। সেই কারণে আমরা ঘটনাটি পুলিশকে জানাচ্ছি। তবে নাবালিকা এবং শিশুটির চিকিৎসায় যাতে কোনও ত্রুটি না হয় তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি মা এবং সন্তান সুস্থ রয়েছে।'

নাবালিকার পরিবার সূত্রে খবর, দুইদিন ধরে ওই নাবালিকা তার মাকে পেটের যন্ত্রণার কথা জানিয়ে আসছিল। এদিন সকালে

> নাবালিকার মা হওয়ার ঘটনা নিয়ম অনুযায়ী পকসো মামলার আওতায় আসে। তবে নাবালিকা এবং শিশুটির চিকিৎসায় যাতে কোনও ত্রুটি না হয় তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।
>
> **ডাঃ কল্যাণ খান** এমএসভিপি
> জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ

সে তার গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে গিয়েছিল। সেখানে তার পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়। সে বাড়ি ফিরে এসে মাকে সেই কথা জানায়। মেয়েটি মাকে বলে, দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর নাবালিকার মা ও এক পরিবারের সদস্য মেয়েটিকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপারস্পেশালিটি বিভাগের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। সেই সময় নাবালিকা মায়ের কাছে শৌচালয়ে যাওয়ার কথা বলে। মা তাকে জরুরি বিভাগের পাশে থাকা শৌচালয়ে নিয়ে যান।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, এরপরই শৌচালয় থেকে নাবালিকার মা ছুটে বাইরে এসে স্বাস্থ্যকর্মীদের জানান, তাঁর মেয়ে অসুস্থ বোধ করছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা শৌচালয়ের ভেতর গিয়ে দেখতে পান, মেয়েটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে। তাঁরা দ্রুত জরুরি বিভাগের চিকিৎসককে বিষয়টি জানান। চিকিৎসক মেয়েটিকে শৌচালয় থেকে জরুরি বিভাগের বেডে নিয়ে এসে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করেন। এরপর তাকে প্রসূতি বিভাগে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। দ্রুত নাবালিকা এবং তার সন্তানকে প্রসূতি বিভাগে ভর্তি করে পরবর্তী চিকিৎসা শুরু হয়।

'আ মরি বাংলা ভাষা'

প্রথম পাতার পর

তাঁরা দিল্লিতে কাজ করছিলেন ইটভাটায়। তাঁদের সচিত্র বৈধ পরিচয়পত্র থাকলেও পুলিশ কোনও কথা শোনেনি। ওই সাতজন কোচবিহারের দিনহাটার সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দা। ওই খবরে ক্ষোভ আর উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকায়। ওই সাতজনের পরিবার তাঁদের উদ্ধারের জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে। দিনহাটা থানার সামনে নিজেদের পরিচয়পত্র নিয়ে দাঁড়িয়েও ছিলেন তাঁরা।

শুধু এই একটা ঘটনা নয়, অতি সম্প্রতি মহারাষ্ট্র পুলিশ বাংলার কয়েকজনকে পাকড়াও করে বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছিল। পরে বিএসএফ-বিজিবির ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর বাড়ি ফিরতে পারেন তাঁরা। একইরকম খবর আসছে গুজরাট, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, ওড়িশা থেকে। উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ায় বাংলাদেশি সন্দেহে ৬ জন বাঙালিকে আটক করা হয়েছিল। তাঁরা কেউ বেলডাঙ্গার, কেউ নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বাসিন্দা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে রাজ্য প্রশাসনের চেষ্টায় রেহাই পেয়েছেন তাঁরা। বেশকিছু বাঙালিকে আটকে রাখা হয়েছিল রাজস্থানের ভিওয়ান্ডিতেও। যাঁরা উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের বাসিন্দা।

গত ২৯ মে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে পুলিশ আটক করে হুগলির ২৬ জনকে। তাঁদের বিরুদ্ধে একটাই প্রমাণ ছিল পুলিশের হাতে, তাঁরা কথা বলছিল বাংলায়। তাঁদের মধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। পরে নাগরিকত্ব প্রমাণ করে ছাড়া পান তাঁরা। বছর পনেরো তাঁরা কাজ করছেন ছত্তিশগড়ে। তাঁদের প্রশ্ন একটাই, বাংলা বলা কি অপরাধ? নিজের দেশে কি আমরা মাতৃভাষায় কথা বলতে পারব না?

এই ঘটনার কিছুদিন আগে দুর্ভোগের পড়তে হয়েছিল কোচবিহারের দিনহাটা এলাকার ১২ জনকে। রাজস্থানের শিকার জেলার পান থানার পুলিশ তাঁদের সবাইকে বাংলাদেশি বলে টানা ন'দিন আটকে রেখেছিল। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা কথা বলছিলেন বাংলায়। বহু আবেদন-নিবেদনের পর বৈধ কাগজপত্র দেখিয়ে রেহাই পান তাঁরা। তাঁরা বহুদিন ধরে সেখানে ইটভাটার শ্রমিক।

তবে ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন ছিল না নদিয়ার ২৮ বছরের তরুণ শফিকুল শেখের। রাজস্থানেরই লালকোঠারি থানার পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে আটকে রেখেছে ডিটেনশন ক্যাম্পে। উদ্বিগ্ন তাঁর পরিবার। অসমের গোলাঘাটের নুমালিগঞ্জে মুর্শিদাবাদের ১২ জন দিনমজুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশ তাঁদের সব পরিচয়পত্র, মোবাইল কেড়ে নিয়েছিল। তারপর এ রাজ্যের প্রশাসনের চেষ্টায় ছাড়া পান তাঁরা।

উত্তরপ্রদেশের মথুরায় গাছের নীচে বসে বাংলায় কথা বলছিলেন ইসলামপুর আর ভগবানগোলার পাঁচ শ্রমিক। তাঁদের কাছে আধার, ভোটার কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় গোবিন্দপুর থানায়। এ রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্যোগে ছাড়া পান তাঁরা। উত্তরপ্রদেশেরই বালিয়ার রসরাজ এলাকায় প্লাস্টিকের জিনিসপত্র বিক্রেতা একাধিক বাঙালি মুসলিমকে বেদম মারধর করা হয়। তাঁরা মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বাসিন্দা। তাঁদের ঘিরে ধরে আধার কার্ড চাওয়া হয়। তারপর সেসব ছিঁড়ে ফেলা হয়। জোর করে তাঁদের জয় শ্রীরাম বলানো হয় বলে জানাচ্ছেন তাঁরা।

পহলগামের ঘটনা আর মুর্শিদাবাদের গোলমালের পর হামলার মাত্রা আরও বেড়েছে। ভয়ে অনেকে পুলিশের কাছে যেতে চাইছেন না। পড়শি অসমে নতুন চেহারায় 'বঙ্গাল খেদা' ফিরে এসেছে এনআরসি'র হাত ধরে। ডি-ভোটার সন্দেহে ওপারে পাঠানোর চেষ্টা হয় এপারের ১৪ জনকে। তাঁরা দু'দেশের মাঝে নো ম্যানস ল্যান্ডে আটকে পড়েছিলেন। খোলা আকাশের নীচে টানা চারদিন ঝড়-জলের মধ্যে বসে ছিলেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক মহিলা আর এক সদ্যোজাত।

বিএসএফ আর ওপারের বিজিবির অনেক ঠেলাঠেলির পর ফিরিয়ে আনা হয় তাঁদের। দশ বছর আগে ছিটমহল চুক্তি হলেও দুর্দশা, দুর্ভোগ মেটেনি সেখানকার আদি বাসিন্দাদের। ভিনরাজ্যে তাঁদের বিপদ বরং আরও বাড়ছে। এসব কি গর্ব করার, আশা করার মতো কিছু? দেশের এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেতে পারবেন না? এ রাজ্যেও তো কত মানুষ কাজ করতে আসেন। কত মানুষ এখানেই থেকে যান বংশপরম্পরায়। সবাই তো ভারতীয়, এক দেশের নাগরিক।

বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও শুধু বাংলা বলার জন্য অত্যাচারের শিকার হতে হবে কেন বাঙালিদের? কত আবেগ নিয়ে কবি লিখেছিলেন, 'ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকনু মায়ে 'মা' 'মা' বলে, ওই ভাষাতেই বলবো 'হরি', সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা।' যিনি এই পংক্তিগুলি লিখেছিলেন, সেই অতুলপ্রসাদ সেন জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন লখনউতে। তিনিও ছিলেন প্রবাসী বাঙালি। তবে তখন তো অমৃতকাল শুরু হয়নি।

নিরাপদ নন

প্রথম পাতার পর

তাঁর নামে শ্লীলতাহানির তখন মামলা দায়ের হল। এরপর ২০১৮ সালে আবার তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। ২০২৩ সাল থেকে তাঁর দাপট আবার বাড়তে শুরু করে। যে অভিযোগপত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদের হাতে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০২২ সালে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট সভাপতি থাকাকালীন মনোজিতের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ছিল।

গড়িয়াহাট থানায় ২০১৭ সালেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় কলেজ চত্বরে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করার জন্য। কলেজ চত্বরে মদ ও গুন্ডাবাহিনী নিয়ে এসে দাদাগিরি করতেন বলে সকলে ভীত থাকতেন। রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা দেখিয়ে হুমকি দিয়ে বলতেন, পুলিশ বা অন্য কেউ তাঁর কিছু করতে পারবে না। এর আগেও কলেজে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী বলেন, 'কলেজের পিকনিকে গিয়েও অভব্য আচরণ করত জুনিয়ারদের সঙ্গে। সামনে বোন, দিদি বলে পিছনে কুপ্রস্তাব দিত। কেউ প্রতিবাদ করলে বলত, দেখবি ওই মেয়েটি আমার দলের হয়ে যাবে। আমাকে কালচারাল প্রোগ্রামের সেক্রেটারি করে দেবে বলেছিল। ও একটা পিশাচ।' ২০১৮ সালে মার্চ মাসে তাঁর বিরুদ্ধে দুই ছাত্রী যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনেছিল। তাঁরা গোপন জবানবন্দিও দিয়েছিলেন।

ওই সময় রাজনৈতিক দাদাদের আশ্রয়ে তিনি গ্রেপ্তারি এড়িয়েছিলেন বলে অভিযোগ। তবে টিএমসিপির তৎকালীন রাজ্য সভাপতি তাঁকে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কলেজের বিভিন্ন কাজ ও সরবরাহের টেন্ডার প্রক্রিয়াতেও তাঁর আধিপত্য ছিল। টাকা নিয়ে প্রথম বর্ষে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিতেন। রাজনৈতিক কেরিয়ার তৈরি করে দেওয়া হবে বলে অনেককে আশ্বাস দেওয়া হত। পুলিশকে মারধরের পরেও গ্রেপ্তার হননি তিনি।

জলপাইগুড়িতে ফের চা নিলাম শুরু

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৩০ জুন : প্রায় ১০ বছর পর সোমবার থেকে আবার চা নিলাম চালু হল জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে। এদিনের নিলামে ৪৫ হাজার কেজি চা বিক্রি হয়েছে। নিলামে চায়ের সর্বোচ্চ দর ওঠে ২২৭ টাকা কেজি। জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র আবার চালু হওয়ায় উচ্ছ্বসিত বটলিফ ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে চা বাগান কর্তৃপক্ষ এবং জেলার শিল্পপতিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়, বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মা, টি বোর্ডের ডেপুটি ডাইরেক্টর কমলচন্দ্র বৈশ্য, নর্থবেঙ্গল টি অকশন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পুরোজিৎ বক্সীগুপ্ত, নর্থবেঙ্গল টি অকশন কমিটির টাস্ক ফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানোঠি সহ অন্যরা।

২০১৪ সালে শেষবারের মতো জলপাইগুড়ির এই নিলামকেন্দ্র থেকে চায়ের নিলাম হয়েছিল। সোমবার নিলামের জন্য ১ লক্ষ ৫ হাজার কেজি চা পাঠিয়েছিলেন বিক্রেতারা। তবে হাতেগোনা কিছু বড় বাগান বাদে বেশিরভাগটাই ছিল বটলিফ ফ্যাক্টরি থেকে আসা চা।

এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ শুরু হয় অনলাইনে চায়ের নিলাম। প্রায় ১২টা পর্যন্ত সেই নিলাম চলে। সূত্রের খবর, এদিন প্রায় ৫৯ জন ক্রেতা রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে নিলামে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ ক্রেতা ছিলেন কলকাতার। ১ লক্ষ ৫ হাজার কেজি চায়ের মধ্যে ৪৫ হাজার কেজি চা বিক্রি হয়েছে। প্রথম দিনেই প্রায় ৪০ শতাংশ চা বিক্রি হওয়ায় উচ্ছ্বসিত বিক্রেতারা এবং চা নিলাম কর্তৃপক্ষ।

এদিন বিপি গ্রেডের সিটিসি চা সর্বোচ্চ ২২৭ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে। নিলামে অবশ্য গড় দাম ছিল ১১৪ টাকা প্রতি কেজি। টাস্ক ফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানোঠি বলেন, 'প্রথম দিনে নিলামে যে পরিমাণ চা বিক্রি হয়েছে তাতে আমরা যথেষ্টই খুশি। দেশের মধ্যে একমাত্র এই নিলামকেন্দ্র যেখানে চা কেনার সাতদিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করলে ক্রেতারা ২ শতাংশ ছাড় পাচ্ছেন। ফলে আমরা আশাবাদী আগামীতে আরও বেশি পরিমাণ চা এই কেন্দ্র থেকে বিক্রি হবে।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সাংসদ দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে জেলার উন্নয়নে তৃণমূলের বিধায়ককে সঙ্গী হওয়ার আবেদন জানান। বিধায়কের উদ্দেশে জয়ন্ত বলেন, 'সেই কবে থেকে দেখে আসছি উত্তরবঙ্গের বিভাগীয় শহর এবং জলপাইগুড়ি জেলার এই দশা। কেন চা শিল্পের উন্নতি হচ্ছে না? কী তার কারণ? কেন মালিক ও শ্রমিকদের মুখে হাসি নেই। এই বঞ্চনার প্রতিকারে আমরা দুই ভাই মিলে চলুন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য তদ্বির করি। আসুন নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে গিয়ে একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা জেলার উন্নয়নে কিছু করি।'

সাংসদের সুরে বিধায়ক গলা মিলিয়ে বলেন, 'আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ আলাদা হলেও একসঙ্গে কাজ করাই জনপ্রতিনিধি হিসেবে একমাত্র উদ্দেশ্য।' তৃণমূল বিধায়ক ডাঃ বর্মা বলেন, 'রাজনীতির বাইরে আমার সঙ্গে সাংসদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আমরা আলাদা রাজনীতি করতে পারি। কিন্তু জেলার উন্নয়নে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে।' চা নিলাম কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পুরোজিৎ বক্সীগুপ্ত বলেন, 'দীর্ঘ ১০ বছর পর ফের নিলামের প্রথম দিনের চা বিক্রিতে আমরা যথেষ্টই খুশি।'

আজ নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : তৃণমূল কংগ্রেস ফের জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছে। কমিশনের তরফে সাক্ষাতের সময় দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করবে।

ভিনরাজ্যের ভোটারদের বাংলায় 'ডাবল এন্ট্রি' করে ভোটার করা হচ্ছে এবং সংশোধনের নামে বিজেপি ঘুরিয়ে বাংলায় এনআরসি আনার কৌশল করছে। রাজ্য সরকার আগেই এই অভিযোগ করেছে। এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের সর্বাত্মক বিরোধ জারি থাকবে বলে দলের তরফে আগেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এবং দল বাদল অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না বলে দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেই মর্মেই তৃণমূলের প্রতিনিধিদল এবার ফের নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনে তৃণমূলের প্রতিনিধিদলে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম ও প্রকাশ চিকবড়াইক থাকবেন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

কিশনগঞ্জ, ৩০ জুন : কিশনগঞ্জ জেলার পুঠিয়া-ইসলামপুর রোডে ডোগরা গ্রামের কাছে সোমবার বাইক ও ই-রিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। মৃতদের নাম আলোক লাকড়া (২১) ও শিবু লাকড়া (২৫)। পেশায় রাজমিস্ত্রি দুজনেরই বাড়ি টিপিঝাড়ি গ্রামে। নৌকাট্টা গ্রাম থেকে কাজ শেষ করে বাইকে করে দুজন ফিরছিলেন। এমন সময় ই-রিকশার সঙ্গে তাঁদের ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আলোকের। শিবুকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। রিকশাচালক পলাতক। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বৃদ্ধাকে নির্যাতন

প্রথম পাতার পর

বৃদ্ধার মুখে কাপড় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি চিৎকার না করতে পারেন। এর থেকে খারাপ আর কী হতে পারে?' তিনি আরও ক্ষোভ উগরে দিলেন যে, 'পুলিশ ডায়েরি পর্যন্ত নিতে চায় না। ডায়েরি দিলেও রিসিভ পর্যন্ত দেয় না।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ এক কর্তার কথায়, 'চুরির অভিযোগে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।' এদিকে, রবিবার রাতে আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি কার্তুজ সহ দার্জিলিং মোড় এলাকায় গ্রেপ্তার হয়েছে ঝাড়খণ্ড থেকে আসা এক দুষ্কৃতী। ওই দুষ্কৃতীর নাম ধীরাজ কুমার। সে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জের নয়াটোলা এলাকার বাসিন্দা। ধৃত ওই ব্যক্তি এলাকায় দুষ্কৃতীমূলক কার্যকলাপের জন্যই এসেছিল বলে পুলিশের অনুমান। তার সঙ্গে আরও কোনও সঙ্গী ছিল কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

এই পরিস্থিতিতে ফের বহিরাগত দুষ্কৃতীরাই পুলিশ প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা পরিষ্কার। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'এটা কোনও চ্যালেঞ্জ নয়। অপরাধীদের ধরাটাই আমাদের কাজ।'

দক্ষিণ শান্তিনগরের ঘটনায় চক্রবর্তী পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দোতলা বাড়ির নীচের তলায় চারটি ঘর রয়েছে। একটি ঘরে বৃদ্ধা ও আর একটি ঘরে সৌরভ থাকেন। আর

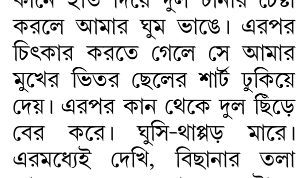

নিগৃহীতা বৃদ্ধা।

এক ছেলে থাকেন ওপরের তলায়। সৌরভের অভিযোগ, 'কলপাড়ে কিছু হাতা, খুন্তি ও বাসনপত্র রাখা ছিল। অভিযুক্তরা সেখান থেকে খুন্তি নিয়ে পিছনের গেটের দরজা খোলে। ওই গেটে আমাদের তালা লাগানো থাকে না। এক দুষ্কৃতী ওই গেটে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে।'

বৃদ্ধার অভিযোগ, 'একজন কানে হাত দিয়ে দুল টানার চেষ্টা করলে আমার ঘুম ভাঙে। এরপর চিৎকার করতে গেলে সে আমার মুখের ভিতর ছেলের শার্ট ঢুকিয়ে দেয়। এরপর কান থেকে দুল ছিঁড়ে বের করে। ঘুসি-থাপ্পড় মারে। এরমধ্যেই দেখি, বিছানার তলা থেকে একজন বাসনের ট্রাংক থেকে বাসনপত্র চুরি করছে। এরপর আমাকে ছেড়ে লোকটা কাঠের আলমারি ভেঙে খোলে। কাঁসার বাসনপত্র নিয়ে আরেকজনও আলমারির সামনে যায়। সেই ফাঁকে আমি দৌড়ে ছেলের ঘরে যাই।'

এদিনের ঘটনা যথেষ্টই আতঙ্কের বলে মনে করছেন শহরের সাধারণ মানুষ। শেষ কবে বাড়িতে ঢুকে এভাবে মারধর করে চুরির ঘটনা ঘটেছে, তা মনে করতে পারছেন না এলাকার কেউই।

মায়ামির বিদায়ের দিনেও মধ্যমণি মেসি

জোড়া গোল করে প্যারিস সাঁ জাঁ-র জোয়াও নেভেস।

হেরেও নায়কের মর্যাদা নিয়ে ফিরছেন লিওনেল মেসি।

আটলান্টা, ৩০ জুন : দিনটা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে চাইবেন লিওনেল মেসি।

কিন্তু ভুলতে পারবেন কি? বিশেষত বিশ্বমঞ্চে যদি এটাই তাঁর শেষ ম্যাচ হয়ে থাকে!

রবিবার ক্লাব বিশ্বকাপে শেষ ষোলোর ম্যাচে প্যারিস সাঁ জাঁ-র সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি ইন্টার মায়ামি। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু মেসিসুলভ ঝলক দেখা গেলেও পিএসজি-র দাপটে তা ঢাকা পড়ে যায়। তবুও ম্যাচ শেষে আর্জেন্টাইন মহাতারকাই যেন মধ্যমণি। শেষ বাঁশি বাজার পর প্রাক্তন সতীর্থ জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মা, মার্কুইনহোস, আচরাফ হাকিমিরা মাঠেই মেসির সঙ্গে হাত মেলান। পরে সাজঘরে আলাদা করে দেখাও করেন। যেখানে নিজের জার্সি, বুট ও শর্টস ওসমানে ডেম্বেলেকে উপহার দেন লিও। পরে সমাজমাধ্যমে সেই ছবি পোস্টও করেছেন ফরাসি তারকা। পিএসজি-র আরেক তারকা দেজিরে দুয়েকে এদিন এলএম টেনের নাম লেখা জুতো পরতে দেখা গিয়েছে। সব মিলিয়ে রবি-রাতে ফ্লোরিডার হার্ড রক স্টেডিয়াম মেসিময়।

তাঁর পায়ের জাদু দেখতেই তো গ্যালারিতে ৬৫ হাজার মানুষের সমাগম। ম্যাচ শেষে সেকথাই মনে করিয়ে দেন মায়ামির কোচ জাভিয়ের মাসচেরানো। বলেছেন, 'পিএসজি দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ৩৮-এর মেসির খেলা দেখতেই মানুষ এখনও টিকিট কাটছে।' পিএসজি-র ডিফেন্ডার লুকাস বেরালডো বলেছেন, 'আমরা যারা শৈশবে টেলিভিশনে মেসির খেলা দেখে বড় হয়েছি, তাদের কাছে আজকের দিনটা স্বপ্নপূরণের মতো।'

দুয়ের পায়ে এলএম টেন লেখা জুতো

> পিএসজি দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ৩৮-এর মেসির খেলা দেখতেই মানুষ এখনও টিকিট কাটছে।
>
> **জেভিয়ার মাসচেরানো**

২০২৫-এর শেষেই মেসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সতীর্থরা চাইলেও লিও নিজে আগামী বছর ফিফা বিশ্বকাপে খেলবেন কি না, সেই ছবিটাও এখনও স্পষ্ট নয়। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম বলছে, 'মেসি নিজেও এখনও নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করেননি।' কাজেই প্রশ্নটা থেকেই যায়, বিশ্বমঞ্চে কি শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললেন তিনি? যদিও আরেকটা সূত্র বলছে, নতুন চুক্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই ডেভিড বেকহ্যামের ক্লাবের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলছে। যদিও এলএম টেন নিজে কিছুই স্পষ্ট করেননি। ম্যাচের পর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চ্যাম্পিয়নদের কাছে হেরে ক্লাব বিশ্বকাপে আমাদের যাত্রা শেষ হল। জানি না, এটা প্রত্যাশিত ছিল কি না। তবে ক্লাব বিশ্বকাপে আমরা ছাপ রাখতে পেরেছি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি।' মাসচেরানোও বলেছেন, 'আমার দল যা করেছে তাতে সত্যিই গর্বিত। এবার এগিয়ে যেতে হবে। ভবিষ্যতে মনোযোগ দিতে চাই।'

কেনের জোড়া গোল, কোয়ার্টারে বায়ার্ন

ফ্লোরিডা, ৩০ জুন : ফ্ল্যামেঙ্গোর দৌড় থামিয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ আটে বায়ার্ন মিউনিখ। ৪-২ গোলে জিতল জার্মান জায়েন্টরা। ৬ গোলের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে জোড়া গোল হ্যারি কেনের।

গ্রুপপর্বে ৩ ম্যাচের মধ্যে দুটো জয়, একটা ড্র। সেই ফ্ল্যামেঙ্গো যে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্নকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে, তা প্রত্যাশিতই ছিল। হলও তাই। ম্যাচের প্রথম গোল যদিও আত্মঘাতী। ৬ মিনিটে জোশুয়া কিমিচের শট বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে নিজের জালেই জড়িয়ে দেন ফ্ল্যামেঙ্গোর এরিক পুলগার। এগিয়ে যায় বায়ার্ন। ঠিক ৩ মিনিটের ব্যবধানে ২-০ করেন কেন। দুই গোল হজম করলেও দমে যায়নি ব্রাজিলের ক্লাবটি। ৩৩ মিনিটে ম্যানুয়েল ন্যুয়েরকে পরাস্ত করে প্রথম গোলটি শোধ করেন গারসন। পালটা ৪১ মিনিটে বায়ার্নের হয়ে আরও একটি গোল করেন লিওন গোরেৎজকা। ৫৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ফের ব্যবধান কমান ফ্ল্যামেঙ্গো অধিনায়ক জর্জিনহো। তাতেও কোনও কাজ হয়নি। ৭৩ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে বায়ার্নের জয় নিশ্চিত করেন কেন।

ফ্ল্যামেঙ্গোর বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে হুংকার হ্যারি কেনের।

ম্যাচ শেষে বায়ার্নের জয়ের নায়ক কেন বলেছেন, 'একটা ভালো দলের বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচ জিতলাম। ওরা আমাদের জন্য কাজটা কঠিন করে দিয়েছিল, বিশেষত দ্বিতীয়ার্ধের কথা বলতেই হয়। আমাদের চতুর্থ গোলটাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।' কোয়ার্টার ফাইনালে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে বায়ার্নের সামনে। প্রতিপক্ষ ইউরোপ সেরা প্যারিস সাঁ জাঁ। সেই নিয়ে কেনের মন্তব্য, 'পিএসজি-র বিরুদ্ধেও লড়াইটা কঠিন। দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছে ওরা। যদিও এই মরশুমে আমরা ওদের বিরুদ্ধে জিতেছি। তবে এবার কাজটা আরও কঠিন। তবে আমাদের যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রয়েছে।'

ছবির মতো সুন্দর। স্ত্রী রীতিকার সঙ্গে সুইৎজারল্যান্ডে সময় কাটাচ্ছেন রোহিত শর্মা।

শর্মিলা-সইফকে আমন্ত্রণের দাবি ইঞ্জিনিয়ারের

লন্ডন, ৩০ জুন : সুনীল গাভাসকারের পর এবার ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে পতৌদি ট্রফির নাম বদলের পদ্ধতি নিয়ে অসন্তোষ উগরে দিলেন। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের মতে, শচীন তেন্ডুলকার, জেমস অ্যান্ডারসনের নামে ট্রফির নামকরণ নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তবে যেভাবে পতৌদির নাম সরানো হয়েছে, তারপর শচীনের উদ্যোগে ফের পতৌদি-পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা দৃষ্টিকটু।

ইঞ্জিনিয়ারের দাবি, যা হয়েছে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতে ইসিবি-র উচিত পদক বিতরণের অনুষ্ঠানে পতৌদির পরিবারকে আমন্ত্রণ জানানো। পতৌদির প্রাক্তন সতীর্থ বলেছেন, 'শচীন ও অ্যান্ডারসনের সাফল্য অস্বীকার করা মুশকিল। আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে এই গল্পে দুটি দিক রয়েছে। সিরিজের নাম বদলে ওরা (ইসিবি) এখন পতৌদির নামে পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমস্যা হল, যেভাবে সবকিছু হয়েছে আশা করি, পদক প্রদান অনুষ্ঠানে শর্মিলা ঠাকুর ও সইফ আলি খানকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। গতবার কিন্তু ইসিবি ওদের আমন্ত্রণ জানায়নি।'

পতৌদি বিতর্কে ইসিবি-কে তোপ

দীর্ঘদিন মনসুর আলি খান পতৌদির সঙ্গে খেলেছেন। গাভাসকারের মতো তাই বিষয়টি মানতে পারছেন না ইঞ্জিনিয়ার। বলেন, 'টাইগার পতৌদি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। দুর্দান্ত সতীর্থ। আমরা একসঙ্গে প্রচুর টেস্ট খেলেছি। অসাধারণ পরিবার। ২০০৭-এ যখন ওর নামে ট্রফির নামকরণ হয়, খুব খুশি হয়েছিলাম। স্বভাবতই এখন খারাপ লাগছে।'

গত শতাব্দীর ছয়, সাতের দশকে ভারতীয় ক্রিকেটে বহু স্মরণীয় সাফল্যের কারিগর ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, 'পতৌদির নামে পদক দেওয়া হবে, শুরুতেই যদি সিদ্ধান্ত নিত, তাহলে এত বিতর্ক হত না। শচীন, বিসিসিআইয়ের তরফে উদ্যোগের পর ইসিবি শেষমুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আশা করি, আগামীদিনে সিরিজের বিজয়ী অধিনায়ককে পতৌদি পদক দেওয়ার প্রথা বজায় থাকবে।'

> পতৌদির নামে পদক দেওয়া হবে, শুরুতেই যদি সিদ্ধান্ত নিত, তাহলে এত বিতর্ক হত না। শচীন, বিসিসিআইয়ের তরফে উদ্যোগের পর ইসিবি শেষমুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আশা করি, আগামীদিনে সিরিজের বিজয়ী অধিনায়ককে পতৌদি পদক দেওয়ার প্রথা বজায় থাকবে।
>
> **ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার**

দুই দেশের ক্রিকেট সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তিতে ২০০৭-এ ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজের নামকরণ করা হয় পতৌদির নামে। সিনিয়ার পতৌদি ইংল্যান্ড ও ভারত, দুই দেশের হয়ে খেলেছেন। মনসুর আলি খান পতৌদি দীর্ঘদিন ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন নিপুণভাবে। দুজনকে সম্মান জানিয়ে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ পতৌদির নামে করা হয়। এখন যা অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকারের নামে।

মানোলোর জায়গায় প্রায় নিশ্চিত সঞ্জয়

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জুন : মানোলো মার্কুয়েজের উত্তরসূরি কি সঞ্জয় সেন?

বুধবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির সভা। সেদিনই নতুন কোচের নাম ঘোষণা হবে নাকি আরও দিন কয়েক সময় লাগবে, তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে জাতীয় দলের ডিরেক্টর সুব্রত পাল সদস্যদের যে চিঠি দিয়েছেন, তা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। আর সেই চিঠি নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যরা। তাঁদের প্রশ্ন, জাতীয় দলের কোচের পদত্যাগের খবর কেন চেপে রাখা হয়েছে? যা খবর তাতে মানোলো ইতিমধ্যেই তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন ফেডারেশনের কাছে। তবে তাঁর সঙ্গে চুক্তিসংক্রান্ত কিছু বিষয়ে এখনও সমস্যা আছে বলেই তাঁকে ছাঁটাই বা পদত্যাগের কথা ঘোষণা করা হয়নি। এই চেপে রাখার প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কারণ, সুব্রতর চিঠি। তিনি নতুন কোচ নিয়োগ নিয়ে আলোচনা চান, জানিয়েই এই চিঠি দিয়েছেন। মানোলো পদত্যাগ না করলে নতুন কোচ নিয়ে আলোচনা কীভাবে করা যায়, প্রশ্ন তুলেছেন বহু সদস্যই। এই চিঠি ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। সদস্যদের অনেকেরই প্রশ্ন, ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ চিঠি কীভাবে বাইরে চলে আসে? ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে এবং তাঁর কাছের কয়েকজন ছাড়া এইমুহূর্তে ফেডারেশনের কাজকর্মে মাথা ঘামাচ্ছেন না আর কোনও সদস্যই। বরং সকলেই তাকিয়ে নতুন সংবিধান ও স্পোর্টস বিলের দিকে।

নতুন কোচ নিয়ে আলোচনায় সঞ্জয়কেই আপাতত জাতীয় দলের দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা রয়েছে ফেডারেশন কর্তাদের। যদি না বিরাট কোনও অঘটন ঘটে তাহলে প্রাক্তন আই লিগ ও সন্তোষ ট্রফি জয়ী সঞ্জয়ই হতে চলেছেন সাম্প্রতিককালের প্রথম ভারতীয় কোচ। খালিদ জামিল নিজে আগ্রহী নন সেভাবে। বিদেশি কোচ নিতে গেলে যা টাকা লাগবে, তা এইমুহূর্তে দেওয়ার ক্ষমতা নেই বর্তমান কমিটির। এদেশে কাজ করে যাওয়া কোচদের মধ্যে ইভান ভুকোমানোভিচ ও আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের আগ্রহ ছিল ভারতের কোচ হওয়ার। এই দুইজনের মধ্যে আবার ভুকোমানোভিচের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু করেছে মুম্বই সিটি এফসি। ফলে এইমুহূর্তে সঞ্জয়ই এগিয়ে বাকিদের থেকে। একমাত্র তিনি রাজি না হলে অন্য নাম সামনে আসবে।

ম্যাচের পর ক্ষোভ বাগান সমর্থকদের

পালতোলা নৌকা ডোবাল পুলিশ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
পুলিশ এসি-১ (আমিল নায়িম)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুন : খারাপ আবহাওয়া। তার থেকেও খারাপ ফুটবল।

প্রথম ম্যাচেই পুলিশ এসি-র কাছে ১-০ গোলে হার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। গতবারেও এই দলটির কাছে ৩-২ গোলে হারতে হয়েছিল সবুজ-মেরুন শিবিরকে। এবার পুলিশ দলে শেখ সাহিল, শুভ ঘোষের মতো প্রাক্তন বাগান তারকারা রয়েছেন। কিন্তু 'প্রাক্তনী কাঁটা' নয়, বরং মেকানিক পুত্র আমিল নায়িমের 'মেকানিজম'-এ পুলিশ ব্যারিকেডে আটকে পড়ল পালতোলা নৌকা। আসানসোলের এই ছেলেটির গোলেই জয় নিশ্চিত করে পুলিশ।

ম্যাচের প্রথম পনেরো মিনিট বাদ দিলে বাকি সময় পুলিশেরই দাপট। সালাউদ্দিন আদনান, পাসাং দোরজি তামাংদের সেভাবে চোখেই পড়ল না। ১৪ মিনিটে হ্যামস্ট্রিং চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান ডিফেন্ডার উমের মুত্তার। তারপরেই যেন খেলা থেকে হারিয়ে গেল বাগান। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আক্রমণ ছাড়া মোহনবাগানকে চোখেই পড়ল না। কেবল অধিনায়ক সন্দীপ মালিক ও মিগমা শেরপা কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করলেন। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে জয়সূচক গোলটি করে যান আমিল।

পুলিশ এসি-র রক্ষণে আটকে গেল মোহনবাগানের আক্রমণ।

ম্যাচের শেষে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন মোহনবাগান সমর্থকরা। টানেল দিয়ে ড্রেসিংরুমে ঢোকার মুখে সমর্থকদের চোখা চোখা কটূক্তি উড়ে এল ফুটবলার, কোচিং স্টাফদের উদ্দেশ্যে। 'গো ব্যাক ডেগি'স্লোগানও শোনা গেল। ম্যাচের পরে বিপক্ষ দলের সমর্থকদের সঙ্গে হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়েন বাগান সমর্থকরা। তাদের অভিযোগ, পুলিশ লাঠি চার্জ করেছেন সমর্থকদের ওপর। একদিকে যখন বাগান সমর্থকদের ক্ষোভ চলছে, অন্যদিকে বড় দলের বিরুদ্ধে গোল করে উচ্ছ্বসিত আমিল। আসানসোল থেকে উঠে আসা ২১ বছরের এই ফুটবলার। বাবা গ্যারাজে মেকানিকের কাজ করেন। সেই নায়িম বলেছেন, 'আমি কোনওদিন ভাবিনি, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করব। দারুণ লাগছে। গোলটা সতীর্থ, কোচকে উৎসর্গ করতে চাই।' নেইমারের ভক্ত নায়িমের লক্ষ্য ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা।

এদিকে চোট পাওয়া মুত্তার আপাতত তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে বলেই জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে লিগের অপর ম্যাচে পাঠচক্রের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স। জর্জ টেলিগ্রাফ ৩-২ গোলে হারিয়েছে বেহালা এসএস-কে। কাস্টমস ৩-০ গোলে জয় পেয়েছে রেলওয়ে এফসি-র বিরুদ্ধে। সুরুচি সংঘ ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত কালীঘাট এমএস-কে।

'যশ দয়ালের বাড়িতে ১৫ দিন ছিলাম'

লখনউ, ৩০ জুন : যশ দয়ালের বিরুদ্ধে এবার নয়া চাঞ্চল্যকর দাবি অভিযোগকারিণীর। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পেসারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে তিনি জানান, যশের বাড়িতে নাকি টানা ১৫ দিন কাটিয়েছেন। একসঙ্গে উটিতে বেড়াতেও গিয়েছেন।

দাবি অভিযোগকারিণীর

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ করেন গাজিয়াবাদের এই তরুণী। দাবি করেন, যশের পরিবারও তাঁকে পুত্রবধূ হিসেবে দেখত। সেভাবেই ব্যবহার করত। বলেন, 'যশ দয়ালের বাড়িতে আমি ১৫ দিন কাটিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে উটিতে বেড়াতেও গিয়েছি। ওর বাড়িতে বহুবার গিয়েছি। যশের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। ও এবং ওর পরিবার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যা কাজে লাগিয়ে আমাকে ব্যবহার করেছে যশ। অর্থ দিয়ে বিষয়টি ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আইনের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, যশ দয়ালকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।'

'ক্যাপ্টেন কুল'-এর অধিকার চান ধোনি!

রাঁচি, ৩০ জুন : ক্যাপ্টেন কুল।

মহেন্দ্র সিং ধোনির কাছে শব্দ দুইটি শুধুমাত্র 'ডাক নাম' নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি। পরিচয়ও। ক্রিকেট কেরিয়ারে তিলে তিলে যে পরিচয় তৈরি করেছেন। এবার সেই 'ক্যাপ্টেন কুল'-এর স্বত্বের জন্য আবেদন জানালেন মাহি। জুনের ৫ তারিখ স্পোর্টস ট্রেনিং, কোচিং সার্ভিস, ট্রেনিং সেন্টারে 'ক্যাপ্টেন কুল' ব্যবহারের অধিকার পেতে আবেদন করেন।

ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি পোর্টাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ধোনির আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে এবং গত ১৬ জুন বিষয়টি প্রকাশও করা হয়। তবে চূড়ান্ত প্রক্রিয়ার পথে আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। সেই ধাপগুলি পেরিয়ে গেলে নিজের কোনও ক্রিকেট-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে 'ক্যাপ্টেন কুল' শব্দযুগল ব্যবহার করার স্বত্বাধিকার পাবেন এমএস ধোনি।

মাহির আইনজীবী মানসী আগরওয়াল জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে আবেদন খারিজ করা হয়েছিল। ট্রেডমার্কস অ্যাক্টের ১১ (১) ধারায় যা আটকে যায়। তবে অনেক টালবাহানার পর শেষপর্যন্ত তাঁদের যুক্তি মেনে নিয়েছে ট্রেডমার্ক।

এবার টেস্টে পাক কোচ আজহার

লাহোর, ৩০ জুন : পাকিস্তানের টেস্ট দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হলেন আজহার মাহমুদ। গত বছরের এপ্রিল থেকে আজহার তিন ফরম্যাটেই সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এবং জেসন গিলেসপি গত বছরের ডিসেম্বরে পদত্যাগ করার পর টেস্ট দলের কোচের পদ ফাঁকাই ছিল। সেই জায়গায় এবার আজহারকে নিয়ে এল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। গত ৫ বছরে এই নিয়ে ৭ বার টেস্ট দলের কোচ বদল করল পাক বোর্ড। ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত আজহারের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে পাক ক্রিকেট বোর্ডের।

জোড়া স্পিনারের ভাবনা, তিন নম্বরে হয়তো করুণ

বুমরাহ ফিট, খেলার আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

বার্মিংহাম, ৩০ জুন : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই বুধবার থেকে বার্মিংহামের এজবাস্টনের মাঠে শুরু হয়ে যাবে ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

এজবাস্টন টেস্টের ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে বেশ কয়েকটি বদল হতে চলেছে বলে খবর। শার্দূল ঠাকুরের পরিবর্তে নীতীশ কুমার রেড্ডি ঢুকছেন দলে। বাংলার আকাশ দীপেরও খেলার সম্ভাবনা প্রবল। শুধু তাই নয়, বড় অঘটন না হলে জোড়া স্পিনারে প্রথম একাদশ নামাতে চলেছে শুভমান গিলের ভারত। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে কে খেলবেন, কুলদীপ যাদব নাকি ওয়াশিংটন সুন্দর—তা নিয়েই আপাতত জোরদার চর্চা। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ এজবাস্টন টেস্টের প্রথম একাদশে রিস্ট স্পিনার কুলদীপকে চাইছেন। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে কুলদীপের অপেক্ষা বাড়তে পারে। কারণ, কোচ গৌতম গম্ভীর দলের ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর জন্য ওয়াশিংটনকে প্রথম একাদশে চাইছেন বলে খবর।

কিন্তু জসপ্রীত বুমরাহ? তিনি কি এজবাস্টন টেস্টে খেলবেন? বুমরাহকে নিয়ে আপাতত জল্পনার শেষ নেই। আজ ভারতীয় সময় সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার সহকারি কোচ রায়ান টেন দুশখাতে। তিনি জানিয়েছেন, বুমরাহ ফিট। কিন্তু তিনি খেলবেন কিনা, সিদ্ধান্ত হবে বুধবার টসের আগে। রায়ানের কথায়, 'বুমরাহ ফিট। ও তৈরি। কিন্তু সিরিজের বাকি থাকা চার টেস্টের লক্ষ্যে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা ভেবে বুমরাহ নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে টসের আগে।' আজ বিকেলে এজবাস্টনের মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে হাজির ছিলেন বুমরাহ। মিনিট দশেকের বেশি তাঁকে বল হাতে দেখা যায়নি। বাকি সময়টা তিনি কখনও সাজঘরে, আবার কখনও অধিনায়ক শুভমান গিল ও কোচ গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা করে কাটিয়েছেন। তাই দলের সহকারি কোচের কথার পরও বুমরাহ নিয়ে

> বুমরাহ ফিট। ও তৈরি। কিন্তু সিরিজের বাকি থাকা চার টেস্টের লক্ষ্যে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা ভেবে বুমরাহ নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে টসের আগে।
>
> **রায়ান টেন দুশখাতে**
> ভারতের সহকারী কোচ

ধোঁয়াশা কাটছে না। বুমরাহ এজবাস্টন টেস্টে একান্তই না খেললে বাংলার আকাশকে দেখা যাবে বলে খবর। গত কয়েকদিনের পর আজও ভারতীয় দলের নেটে দীর্ঘসময় বোলিং করেছেন তিনি।

বার্মিংহামে এখন প্রবল গরম। হাঁসফাঁস অবস্থা সকলের। এমন গরমের কারণে এজবাস্টনের পিচে ঘাস থাকলেও সেটা আদর্শ 'ইংলিশ সামারের' মতো আচরণ করবে কিনা, তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। বুধবার, এজবাস্টন টেস্টের প্রথম দিন বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, খেলা গড়ানোর সঙ্গে গরমের কারণে পিচে ফাটল তৈরি হবে। যার ফলে স্পিনাররা সাহায্য পাবেন। তাই জাদেজার সঙ্গে প্রথম একাদশে দ্বিতীয় স্পিনার রাখার ভাবনা রয়েছে। যেখানে ওয়াশিংটন ও কুলদীপের মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে। হেডিংলে টেস্টে ব্যর্থতার পর জাদেজাকে নিয়েও রয়েছে সংশয়। বি সাই সুদর্শনকে নিয়েও চলছে টানাপোড়েন। অভিষেক টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করে হতাশ করেছেন সুদর্শন। তাই তাঁর বদলে এজবাস্টনে তিন নম্বরে করুণ নায়ারকে তুলে আনতে চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। আজ টিম ইন্ডিয়ার নেটে করুণ তিন নম্বরে ব্যাটিং করার পর এমন সম্ভাবনা আরও জোরদার হয়েছে।

এদিকে, হেডিংলে টেস্টে জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পর বদলে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার স্লিপ কর্ডন। যশস্বী জয়সওয়ালকে আর স্লিপ বা গালিতে রাখা হচ্ছে না। তাঁর জায়গায় নীতীশকে নিয়ে আসা হচ্ছে। আর স্লিপে থাকছেন লোকেশ রাহুল, অধিনায়ক শুভমান ও করুণ। ভুল শুধরে এজবাস্টনে টিম ইন্ডিয়া কী করে, সেটাই এখন দেখার।

জসপ্রীত-বিতর্কে ভুল দেখছেন ডিভিলিয়ার্স

ডারবান, ৩০ জুন : পাঁচটার মধ্যে তিনটি টেস্ট খেলবেন।

প্রশ্ন, কোন তিনটিতে দলের সেরা বোলারকে পাবে ভারতীয় দল? জসপ্রীত বুমরাহকে ঘিরে যে টানাপোড়েন নিয়ে এদিন বিস্ফোরক মন্তব্য এবি ডিভিলিয়ার্সের। ঘুরিয়ে নির্বুদ্ধিতার অভিযোগ তুললেন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকদের দিকে। কিংবদন্তি প্রোটিয়া তারকার মতে, বুমরাহকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ, কঠিন সিরিজগুলির জন্য তুলে রাখা উচিত ছিল।

কিন্তু তা যে হয়নি, পরিষ্কার চলতি মিশন ইংল্যান্ডে পাঁচের মধ্যে তিনটি টেস্ট খেলা নিয়ে জল্পনায়। এবির মতে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত ছিল আরও ভালোভাবে বুমরাহর ওয়ার্কলোড

'ইংল্যান্ডের জন্য তুলে রাখা উচিত ছিল'

ম্যানেজমেন্টের দিকে খেয়াল রাখা। হোম সিরিজ, তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ সিরিজগুলিতে বিশ্রাম দিয়ে তরতাজা রাখা দরকার ছিল ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দ্বৈরথে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এবি বলেছেন, 'সমস্ত ফরম্যাটে বুমরাহ সম্ভবত বিশ্বের এক নম্বর বোলার। এইরকম অস্ত্রকে ইংল্যান্ড সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া সত্যিই চাপের ভারতীয় দলের জন্য। আমার মতে, টেস্ট ক্রিকেট সবসময় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। গুরুত্বপূর্ণ সিরিজগুলির মধ্যে ইংল্যান্ড সফর ওপরের দিকে থাকবে। সেই কথা

> আমরা কম গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ, টি২০, ওডিআই সিরিজগুলিতে স্টেইনকে বিশ্রাম দিতাম। তুলে রাখতাম অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারতের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে সিরিজের জন্য। নিউজিল্যান্ড সফরেও। বুমরাহর ক্ষেত্রেও একই হওয়া উচিত ছিল।
>
> **এবি ডিভিলিয়ার্স**

মাথায় রেখে বুমরাহকে পাঁচ টেস্টের জন্য প্রস্তুত রাখা দরকার ছিল।'

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টেই বুমরাহকে খেলানো হয়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরবর্তী হোম সিরিজেও তিনটির মধ্যে দুইটি ম্যাচে ছিলেন তারকা স্পিডস্টার। ঠিক এদিকেই আঙুল তুলেছেন এবি। উদাহরণ হিসেবে ডেল স্টেইনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। জানান, অধিনায়ক হিসেবে কীভাবে প্রোটিয়া স্পিডস্টারের ওয়ার্কলোডের দিকটা সামলেছেন।

এবি আরও বলেছেন, 'আমরা কম গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ, টি২০, ওডিআই সিরিজগুলিতে স্টেইনকে বিশ্রাম দিতাম। তুলে রাখতাম অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারতের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে সিরিজের জন্য। নিউজিল্যান্ড সফরেও। বুমরাহর ক্ষেত্রেও একই হওয়া উচিত ছিল। জানি না, এর নেপথ্যে মিস ম্যানেজমেন্ট, নাকি পিঠের চোট। হয়তো চিকিৎসকদের কোনও নির্দেশ রয়েছে। টানা পাঁচটা টেস্ট খেলতে বারণ করেছে। সেই রকম কিছু হলে বিষয়টিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। তবে দিনের শেষে বুমরাহর ক্রিকেটীয় ধকলের দিকটা সঠিকভাবে সামলাতে হবে দলের থিংকট্যাংককেই।'

অনুশীলনের মাঝে জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে শুভমান গিল।

জয়ের হুংকার বেলারুশের আরিয়ানা সাবালেঙ্কার।

পাঁচ সেট লড়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে আলকারাজ

লন্ডন, ৩০ জুন : উইম্বলডনের শুরুতেই ইতালির ফাবিও ফগনিনির বিরুদ্ধে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় বাছাই কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। পাঁচ সেট লড়াই করে শেষপর্যন্ত ৭-৫, ৬-৭ (৫/৭), ৭-৫, ২-৬ ও ৬-১ গেমে জিতে আলকারাজ দ্বিতীয় রাউন্ডে পা রেখেছেন। তবে প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিয়েছেন ড্যানিল মেদভেদেভ। বেঞ্জামিন বোনজির ৭-৬ (৭/২), ৩-৬, ৭-৬ (৭/৩), ৬-২ গেমে তিনি পরাজিত হয়েছেন। স্টেফানোস সিতসিপাস প্রথম রাউন্ডে ওয়াকওভার দেন ভেলেন্টিন রোয়েরকে। দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছেন আন্দ্রেই রুবলেভও। লাসলো জেরেকে ৬-০, ৭-৬ (৭/৫), ৬-৭ (৯/১১) ও ৭-৬ (৮/৬) ফলে তিনি হারান।

মহিলাদের শীর্ষ বাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কা প্রথম রাউন্ডে ৬-১, ৭-৫ গেমে কার্সন ব্রানস্টাইনকে হারিয়েছেন। ইউক্রেনের এলিনা ভিতোলিনা প্রথম রাউন্ডে অ্যানা বনডারের বিরুদ্ধে জিতেছেন ৬-৩, ৬-১ গেমে। প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন জেলেনা অস্টাপেঙ্কো। ৫-৭, ৬-২, ২-৬ গেমে তিনি হেরে যান সানায় কার্টালের কাছে।

মহমেডান ছাড়লেন ফ্রাঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুন : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ছাড়ছেন গতবারের নজরে পড়া ফুটবলাররা। ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াক এদিনই যোগ দিলেন ওডিশা এফসি-তে। অ্যালেক্সিজ গোমেজ আগেই দল ছেড়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্লাব পার্সিজাপ জেপারাতে যোগ দেওয়ার পর ওই একই ক্লাবে চললেন মহমেডানের আরও এক স্ট্রাইকার কার্লোস ফ্রাঙ্কাও। জামশেদপুর এফসি ছাড়লেন জর্ডন মারে। তিনি কোথায় যাচ্ছেন পরিষ্কার নয়। একটা সময় ইস্টবেঙ্গল কথা বলেও তারপর আর এগোয়নি। মাইকেল জাবাকোর সঙ্গে এদিন চুক্তি বাড়ানোর কথা জানায় নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি।

হার বৈভবদের

নর্দাম্পটন, ৩০ জুন : অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিবসীয় ম্যাচে ১ উইকেটে হেরে গেল অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল। অর্ধশতরান হাতছাড়া করেন বৈভব সূর্যবংশী (৩৪ বলে ৪৫)। শুরুতেই আয়ুষ মাত্রেকে (০) হারানোর পর বৈভব ও বিহান মালহোত্রার (৪৯) জুটিতে চাপ কাটিয়ে ওঠে ভারত। পরে রাহুল কুমার (৪৭), কণিষ্ক চৌহানের (৪৫) ব্যাটিংয়ে ভারত ২৯০ রানে শেষ করে। জবাবে ৪৯.৩ ওভারে ইংল্যান্ড ৯ উইকেটে ২৯১ রান তুলে নেয়। টমাস রিউ ৮৯ বলে ১৩১ রান করে আউট হন। যুধাজিৎ গুহ ৬৩ রানে নেন ২ উইকেট।

যোগাসন শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : শিলিগুড়ি জাতীয় সংঘ ও বিবেকানন্দ যোগা ইনস্টিটিউট অফ শিলিগুড়ির যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার যোগাসন প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হবে। আগামীকাল বিকেল ৫টায় জাতীয় যুব সংঘে শিবিরের উদ্বোধন হবে বলে সচিব বিশ্বজিৎ রায় জানিয়েছেন।

দল ঘোষণা ইংল্যান্ডের, জায়গা হল না জোফ্রার

বার্মিংহাম, ৩০ জুন : কারও মতে আত্মবিশ্বাস। কেউ বলছেন, এটাই বাজবল!

হেডিংলে টেস্টে জিতে আপাতত সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ইংল্যান্ড। বুধবার থেকে এজবাস্টনে শুরু সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে আজ বেন স্টোকসরা চমকে দিয়েছেন ক্রিকেট দুনিয়াকে। বুধবার থেকে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। আসন্ন টেস্টে প্রথম একাদশ অপরিবর্তিত রেখেছেন স্টোকসরা।

প্রথম টেস্ট জয়ের পর যখন দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল ইংল্যান্ড, তখন দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন জোফ্রা আর্চার। মনে করা হয়েছিল, চার বছর পর এজবাস্টনের মাঠে আর্চারের প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে। বাস্তবে দল অপরিবর্তিত রেখে চমক দিল ইংল্যান্ড। আজ ইংল্যান্ড দলের অনুশীলনে হাজির ছিলেন না আর্চার। দলের তরফে জানানো হয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে তিনি

> ঋষভ যখনই ব্যাট হাতে বাইশ গজে থাকে, তখন খেলাটা আচমকা অন্যরকম হয়ে যায়। হেডিংলেতে ওর জোড়া শতরান আমাদের চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল।
>
> **ক্রিস ওকস**

আজ অনুশীলনে হাজির ছিলেন না। আর্চারের মতো জোরে বোলারকে দলে নেওয়ার পরও তাঁকে প্রথম একাদশের বাইরে রাখা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। অধিনায়ক স্টোকস ও কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম এখনও আর্চারের টেস্ট ম্যাচ খেলার ফিটনেস নিয়ে আশাবাদী নন বলেই খবর।

কেন আর্চারকে এজবাস্টন টেস্টের জন্য বিবেচনা করা হল না, দলের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বিষয়টা খোলসা করেননি ক্রিস ওকস। বরং ইংরেজ পেসার অনেক বেশি করে ঋষভ পন্থ ম্যাজিক নিয়ে মুখ খুলেছেন। হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসেই শতরান করেছিলেন ঋষভ। ভারত টেস্ট জিততে না পারলেও ঋষভের প্রভাব যে ইংল্যান্ড দলের অন্দরে টেনশন তৈরি করেছে, স্বীকার করে নিয়েছেন ওকস। ইংল্যান্ডের জোরে বোলারের কথায়, 'ঋষভ যখনই ব্যাট হাতে বাইশ গজে থাকে, তখন খেলাটা আচমকা অন্যরকম হয়ে যায়। হেডিংলেতে ওর জোড়া শতরান আমাদের চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল।' হেডিংলে টেস্ট এখন অতীত। বুধবার থেকে এজবাস্টনে শুরু হচ্ছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। সেই টেস্টের আগে ঋষভকে নিয়ে রীতিমতো পরিকল্পনা চলছে ইংল্যান্ড শিবিরে। ওকসের কথায়, 'হেডিংলের মাঠে হয়নি। আমরা চাইব, এজবাস্টনে দ্রুত ঋষভকে প্যাভিলিয়নে ফেরাতে। বোলিং ইউনিট হিসেবে নিজেদের মধ্যে ঋষভ ও ভারতীয় ব্যাটিং নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি আমরা।'

শুধু ঋষভ নয়, টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটারদের ছন্দ নিয়েও দুশ্চিন্তা রয়েছে ইংল্যান্ড শিবিরে। ওকস নিজেই সেকথা জানিয়েছেন। বলেছেন, 'ভারতীয় ব্যাটারদের সকলেই ভালো ছন্দে রয়েছে। তাই এজবাস্টন টেস্টে আমাদের আরও তৈরি হয়ে নামতে হবে।' এদিকে, হেডিংলে টেস্টের মতোই এজবাস্টনের বাইশ গজেও ভালোরকম ঘাস রয়েছে। বুধবার খেলা শুরুর আগে ঘাস কতটা কমবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে মনে করা হচ্ছে, এজবাস্টনের পিচ থেকে টেস্টের প্রথম দুই-তিনদিন নিশ্চিতভাবেই জোরে বোলাররা সাহায্য পাবেন।

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য শক্তি বাড়িয়ে নিচ্ছেন বেন স্টোকস।

স্পিন অস্ত্রে শান কুলদীপ যাদবের (বাঁয়ে)। অনুশীলনের ফাঁকে মর্নি মরকেলের সঙ্গে কুস্তিতে মেতে অর্শদীপ সিং।

অর্শদীপ-কুলদীপকে এবার খেলানোর পরামর্শ গ্রেগের

মেলবোর্ন, ৩০ জুন : ক্যাচ মিসে ম্যাচ মিস।

হেডিংলে টেস্ট যার হাতেগরম উদাহরণ। একঝাঁক ক্যাচ ফেলে সুবিধাজনক পরিস্থিতি হাতছাড়া। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ম্যাচে শুধু ফেরাই নয়, ভারত-বধ সেরেছে ইংল্যান্ড। গ্রেগ চ্যাপেলও মনে করেন, ক্যাচ মিসের খেসারত সেই অর্থে বৈচিত্র্যময় বোলিং ব্রিগেড নেই। সমস্যা মেটাতে অবিলম্বে বাঁহাতি অর্শদীপ সিং, রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে প্রথম এগারোয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, পরামর্শ গুরু গ্রেগের।

কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয়র মতে, শেন ওয়ার্ন পরবর্তী জমানায় কুলদীপ সম্ভবত সেরা রিস্ট স্পিনার। যুক্তি,

'বৈচিত্র্যহীন বোলিংই মূল সমস্যা'

চুকোতে হয়েছে হেডিংলেতে। তবে ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচের মতে, টিম ইন্ডিয়ার মূল সমস্যা বোলিংয়ে বৈচিত্র্যের অভাব।

গ্রেগের মতে, জসপ্রীত বুমরাহকে বাদ দিলে বাকি পেসাররা প্রায় একইরকম। ডানহাতি, মিডিয়াম পেস। ক্রিজের কোণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তফাত নেই বাকিদের মধ্যে। সব মিলিয়ে শুভমান গিলের হাতে ইংলিশ কন্ডিশনে স্পিন বিভাগে রবীন্দ্র জাদেজা সেভাবে কার্যকর নয়। ব্যাটিং ঠিক আছে। তবে সাপোর্ট স্পিনার হিসেবে কাজ চালিয়ে দেবে। কিন্তু সিরিজের ভাগ্য বদলাতে হলে দলে আরও বেশি করে ভারসাম্য আনতে হবে। কুলদীপের মতো একজনকে দরকার ভারতের।

২ জুলাই বার্মিংহামে শুরু দ্বিতীয় টেস্টে দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরের নাম ঘোরাফেরা করছে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে সেইরকম ইঙ্গিত ভাসিয়ে দিয়েছেন। যদিও গ্রেগের যুক্তি, ব্যাটিংয়ে গভীরতা বাড়ানোকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বোলিংকে কমজোরি করা যুক্তিযুক্ত নয়। গৌতম গম্ভীরদের মাথায় রাখতে হবে টেস্ট জিততে হলে ২০ উইকেট দরকার। বোলিংকে তাই অগ্রাধিকার না দিলে ভুল করবে ভারত।

ক্যাচ মিসের রোগ সারানোর টোটকাও দিয়ে রাখলেন গ্রেগ। জানান, স্লিপ ফিল্ডিং স্পেশাল দায়িত্ব। সারাক্ষণ মনঃসংযোগ রাখা জরুরি। হালকাভাবে নিলে ভুল হবে। ইতিবাচক মানসিকতা, ক্যাচ ধরার সময় শরীরের অবস্থান, ফুটওয়ার্কও গুরুত্বপূর্ণ। যশস্বী জয়সওয়াল মোটেই খারাপ ফিল্ডার নয়। আসলে প্রথম ক্যাচ মিস করার পর যে চাপটা তৈরি হয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

যুক্তরাষ্ট্র ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন আয়ুষ

আইওয়া, ৩০ জুন : আয়ুষ শেঠির হাত ধরে মরশুমের প্রথম শিরোপা এল ভারতে। যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন কর্ণাটকের তরুণ শাটলার।

রবিবার ফাইনালে মাত্র ৪৭ মিনিটের লড়াইয়ে ২১-১৮, ২১-১৩ পয়েন্টে কানাডার ব্রায়ান ইয়ংকে পরাস্ত করেন আয়ুষ। পুরুষ সিঙ্গলসে শেষবার ভারতে খেতাব এসেছিল কানাডা ওপেন থেকে লক্ষ্য সেনের হাত ধরে। তাও প্রায় বছর দুয়েক আগে। ২০ বছরের আয়ুষের হাতে সেই খরা কাটল। এর আগে যুব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনই আন্তজাতিক মঞ্চে সিনিয়ার পর্যায়ে তাঁর প্রথম খেতাব। ম্যাচ শেষে আয়ুষ বলেছেন, 'এই জয়টা আজীবন মনে থাকবে। লক্ষ্য এবার কানাডা ওপেন।' আয়ুষ জিতলেও মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে হেরে গিয়েছেন তানভি শর্মা। বেইওয়েন ঝ্যাংয়ের কাছে ২১-১১, ১৬-২১, ২১-১০ পয়েন্টে হেরে গিয়েছেন তিনি।

সিএবি এজিএম ২০ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুন : ঘোষণা হয়ে গেল বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভার দিন। আজ সন্ধ্যায় সিএবি-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ২০ সেপ্টেম্বর হবে বার্ষিক সভা। প্রয়াত কিংবদন্তি জগমোহন ডালমিয়ার প্রয়াণ দিবসের দিনই এবার হতে চলেছে সিএবি-র এজিএম। যেখানে এবার নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু আজ সন্ধ্যার অ্যাপেক্সের বৈঠকে এজিএমের দিন ঘোষণার পর বাংলা ক্রিকেট সংস্থার শাসক ও বিরোধী, দুই শিবিরেই উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। এসবের মধ্যেই অ্যাপেক্সের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ৩০ অগাস্ট হবে সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

মুল্ডারের শতরান

বুলাওয়াও, ৩০ জুন : জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে জয় থেকে আর ৯ উইকেট দূরে দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় ইনিংসে প্রোটিয়ারা ৩৬৯ রান তুলে জিম্বাবোয়ের সামনে ৫৩৭ রানের টার্গেট দিয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার উইয়ান মুল্ডার (১৪৭) শতরান করেছেন। স্টপগ্যাপ অধিনায়ক কেশব মহারাজ করেছেন ৫১ রান। জিম্বাবোয়ের ওয়েলিংটন মাসাকাদজা ৯৮ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তৃতীয় দিনের শেষে জিম্বাবোয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ৩২ রান তুলেছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা গোবিন্দ রায় - কে 12.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 53A 32633 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার জীবনের সবচেয়ে অসাধারণ ঘটনা। এটি এক কোটি টাকার একটি বড় জয়। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এখন আমার আর্থিক অবস্থা ঠিক আছে, আমার পরিবার আরও ভালো জীবনযাপন করবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ এখন পুরোপুরিভাবে সুরক্ষিত।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কোচের সঙ্গে বান্টি শীল ও দেব হালদার।

প্রথম বান্টি, দেব দ্বিতীয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত পিএমএল ন্যাশনাল মিক্সড মার্শাল আর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্য পেলেন শিলিগুড়ির বান্টি শীল ও দেব হালদার। অনূর্ধ্ব-৬৫ কেজি ওজন বিভাগে বান্টি প্রথম হয়েছেন। অনূর্ধ্ব-৫০ কেজি বিভাগে দেব থাকেন দ্বিতীয় স্থানে। তাঁদের কোচ হারাধন হালদার বলেছেন, 'ওরা সূর্যনগর বলাকা ক্লাবে আমার কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সাফল্যের জন্য দুইজনকেই অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

গণেশের গোলে জয় রবীন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার গ্রুপ 'এ'-তে রবীন্দ্র সংঘ ১-০ গোলে হারিয়েছে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৪৫ মিনিটে গণেশ মণ্ডল গোল করেন। ম্যাচের সেরা হয়ে রবীন্দ্রর শিবলাল মুর্মু পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। মঙ্গলবার গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব ও নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে রবীন্দ্র সংঘের শিবলাল মুর্মু।

ট্রফি নিয়ে পাপিয়া বিশ্বাস, পৃথ্বী সাহা, কোয়েল সাহা ও সুপ্রিয়া সেন মজুমদার।

চ্যাম্পিয়ন পাপিয়া, পৃথ্বী, কোয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ-২ ক্যারমে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শিলিগুড়ির পাপিয়া বিশ্বাস। ফাইনালে তিনি ২-১ সেটে হুগলির কাজল সিংকে হারিয়েছেন। সাব-জুনিয়ার ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ির পৃথ্বী সাহা। ফাইনালে পৃথ্বী ২-০ সেটে ২৪ পরগনার মহম্মদ ফারহানের বিরুদ্ধে জয় পায়। জুনিয়ার মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ির কোয়েল সাহা। ফাইনালে সে ২-১ হুগলির স্বর্ণালী সাহাকে হারিয়েছে। ভেটেরান্স বিভাগে রানার্স শিলিগুড়ির সুপ্রিয়া সেনমজুমদার। তিনি জুঁই দত্তর বিরুদ্ধে হেরেছেন। নয়াদিল্লিতে জাতীয় সিনিয়ার প্রতিযোগিতায় প্রথমবার চতুর্থ হওয়ার জন্য শিলিগুড়ির পাপিয়া, মাম্পি কোদালিয়া, সুপ্রিয়াদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন শিলিগুড়ি জেলা ক্যারাম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সচিব সঞ্জীব ঘোষ।